

40
228

বিজ্ঞাপন।

আদি, পণ্ডিতবর মহনমোহন ভব
 শ্যেরু শিশুশিক্ষা দ্বিতীয় ভাগের ক...
 জবসহন পূর্বক দ্বিতীয় পদ্য রচনা।
 বিদ্যালয় সমূহের ডেপুটী ইন্স্পেক্টর...
 কাশীকান্ট হুখোপাধ্যায় মহাশয়ের...
 বঙ্গ মহাশয়ের নিকট পাঠ করি। ডেপুটী
 বঙ্গ মহাশয়ের। সকলেই জানিতে যে...
 শুকাবারে মুদ্রিত করিতে অনুরোধ...
 উক্ত মহাশয়ের উৎসাহে উৎসাহিত...
 পদ্য গুলির পদ্য প্রভা নাম দিয়া পুস্তকাখণ্ডে মুদ্রিত...
 প্রিয়লাম পদ্য প্রভার সরলতা সম্পাদন...
 সক্ষম হইরাছি তাই। বলিতে পারি না।
 দা প্রভা বালকবালিকাগণের পাঠোপযোগী...
 পরিগ্রহ সফল বোধ করিব।

ঢাকা

}

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বালিগাঁ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত



কটুবাণ্য কথা অনুচিত ।

১৬

কহিবেনা কটু কথা কাহারুকে কখন ।
 সাবধানে মিষ্ট কথা কবে সর্বক্ষণ ॥
 অতিশয় সুকোমল হারোহু রসনা ।
 তাহা হতে কটু কথা বাহির করনা ॥
 রসনাকে সুশাসনে সর্বদা রাখিবে ।
 তবে শিশু কটু কথা বাহির না হবে ॥
 দাস দাসী গ্রামবাসী কিবা আশ্রয়জন ।
 যদি ইহাদের প্রতি কহ কুবচন ॥
 তাহলে তাহারা যুগে তোমাকে করিবে ।
 তোমার সহিত তারা আলাপ ছাড়িবে ॥
 কহিলে সুমিষ্ট কথা সবে করে হিত ।
 অতএব “কটু বাণ্য কথা অনুচিত” ॥



কুকাজ করিলে অথাতি হয় ।

কদাপি কুকর্ম না করিবে শিশুগণ ।

কুজনের কল্যাণ না হয় কলাচন ॥

কুকর্ম যে জন করে কোথা তার মান ।

দেখ তার পদে পদে হয় অপমান ॥

কুকাজ করিয়া দেখ রাজা দশানন ।

শ্রীরামের হাতে তার সবংশে মরণ ॥

কীচকের প্রাণ গেল কুকর্ম করিয়া ।

সূৰ্পনখা ছিন্ননাসা কুকাজে মজিয়া ॥

চোরে দেখ কুকাজ করিয়া শশী দোষী ।

কুকর্ম করিয়া নর গলে পরে ফাঁসি ॥

শিশুগণ ! করত্যাগ কুকর্ম নিশ্চয় ।

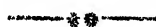
“কুকাজ করিলে দেখ অপবশ হয়” ॥

আরোগ্য সুখের মূল ।

আরোগ্য সুখের মূল জানিবে নিশ্চয় ।

যে মনুষ্য রোগী তার সুখ কোথা হয় ॥

রাজ্য যদি রোগী হয় মুখ নাই তাঁর ।
 নিদ্রা নিশি ভাটে বসি রোগ প্রতী কার ॥
 রাজ্য চিন্তা কোথা তাঁর যে ভূপাল রোগী
 মুখাচ্ছ আত্মার কোথা সদা পথ্য ভোগী ॥
 মুকোমল শয্যা হয় কণ্টক সমান ।
 ভাষনায় নিদ্রা ছাড়া কঠাগত প্রাণ ॥
 চারি পাশে বসি সবে হাহাকার করে ।
 তাহা শুনি ভর হয় রোগীর অন্তরে ॥
 রোগী হলে এইরূপ ভোগিবে সকলে ।
 “আরোগ্য মুখের ফুল” এই হেতু বলে ॥



কুকথা কদাপি বাচ্যনহে ।



কুকথা কদাপি শিশু মুখে না আনিবে ।
 কুকথা বলিলে পর সকলে হাসিবে ॥
 কুকথা कहিলে ঘৃণা সকলে করিবে ।
 অসাধু বলিয়া শিশু সকলে ঘুষিবে ॥
 মুসাধু যে জন সেকি কহে কুবচন ।
 সরা নধুমাথা কথা কহে সাধুজন ॥

প্রাণান্তেও সাধু ব্যক্তি কুকথা কহেনা ।
 কুকথা কহিলে দেখে সাধুর রহেনা ॥
 পণ্ডিতেরা কহু যদি বলে কুবচন ।
 গায়ণ্ড বলিয়া ব্যাখ্যা করে সমাজন ॥
 ভাল লোকে মন্দ কৈলে ক্ষেপা বলি তারে ।
 ওহে শিশু ! আর কি পাগল গাছে ধরে ॥
 বালক বালিকাগণ ! শুনহ বচন ।
 “কুকথা কলাচ বাচা নহে” একারণ ॥



অনিয়মে রাজ্য নাহিরয়

বল অনিয়মে রাজ্য কার কোথা থাকে
 অনিয়মে পাত্রমিত্র ছাড়য়ে রাজাকে ॥
 অনিয়মে কর নাহি দেয় প্রজাগণ ।
 অবশেষে প্রজাগণ হয় এক মন ॥
 দল বদ্ধ হয়ে প্রজা করে ঘোর রণ ।
 ভূপতি পড়েন মহা বিপদে তখন ॥
 অনিয়মে দল বল ছাড়িয়ায় তাকে ।
 অসময় হলে আর পাইবেনা কাকে ॥

পদ্যপ্রভা ।

ভূপাল একাকী হন প্রজা অগণন ।
এজন্য রাজার হয় সন্মরে মরণ ॥
অথবা ছাড়িয়া রাজ্য দূরে পলাইবে ।
অন্য রাজা সেই রাজ্য অবশ্য লইবে ॥
চেয়ে দেখ সুদৃষ্টান্ত ওহে শিশুগণ !
এরাদ্বোভে রাজা ছিল যখন যখন ॥
তার। সব ছারে ঝারে গেল অনিয়মে ।
সেই রাজ্য ইংরেজের। পালে সুনিয়মে ॥
বালক দালিকাগণ ! জানিবে নিশ্চয় !
কখনও “অনিয়মে রাজ্য নাহি রয়” ॥



কুনটের নাট্য কিছু নয় ।

নৃত্য করী মন্দ হলে কেবা হেরে নাট্য
নৃত্য হেরি রুদ্ধ করে নয়ন কবাট ।
নিন্দার তাজন হয় কুনর্তনকারী ।
বিজ্ঞপ করিয়া সবে বলে “বলি হারি” ।
যে জন নর্তক ভাল প্রশংসা তাহার ।
কুনট যে জন সদা অপ্রশংসা তার ॥

ওহে শিশুগণ ! বলি দৃষ্টান্ত তাহার
মুনর্ভক বলি শিখী ভুবনে প্রচার ॥

পেকম ধরিয়া নৃত্য করে শিখিগণ ।

হরিয়া বিমুগ্ধ হয় মানবের মন ॥

পাঁচার নাচনে বল কেবা মুগ্ধ হয় ।

তবে “কুনটের নাট্য কিছু নয়”



পাঠ্য পুথি পাঠ কর :



বালক বালিকগণ ! মন নিয়া শুন

পাঠের পুস্তক হাতে লও পুন পুন ॥

অপাঠ্য পুস্তক হাতে লবেনা কখন ।

অপাঠ্য গল্পেতে নাহি কভু দিবে মন ।

চেয়ে দেখ দুই মতি নষ্ট শিশু যারা ।

মন্দ পুথি পাঠে সদা মত্ত হয় তারা ॥

মুশীল সুবোধ অতি যে বালক হয় ।

প্রাণান্তেও মন্দ পুথি হাতে নাহি লয় ॥

অপাঠ্য পুস্তকে যদি থাক দিয়া মন ।

পাঠ্য পুথি তবে আর পড়িবে কখন ॥

পদ্যপ্রভা ।

এজন্য অযোগ্য যত পুঁথি ত্যাগ করি
সদা তোমাদের “পাঠ্য পুঁথি পাঠ কর

৩৫৫

জাদ্য দোষ দূরকর ।

—

জড়তা বিষম দোষ জ্ঞান শিশুগণ ।

জড়তা ছাড়িতে কেন সদা থাকে মন ॥

জড়তা বাহ্যর মনে থাকে বিরাজিত ।

উপদেশ গ্রহণেতে সে হয় বঞ্চিত ॥

উপদেশ বিনা কার বোধোদয় হয় ।

উপদেশ বিনাকার চিত্ত শুদ্ধ হয় ॥

সেই উপদেশ নিতে জাদ্য শত্রু হয় ।

অবশ্য করিতে হয় শত্রু পরাজয় ॥

অতএব শিশুগণ ! জাদ্য পরি হর ।

এই হেতু বলি “জাদ্য দোষ দূরকর,”

৩৫৬

আচ্য লোক সুখে থাকে

—

শিশুগণ ! ধনী লোক সদা সুখে থাকে

দিন দিন কতদীন স্তুতি করে তাঁকে ॥

ভরিয়া দরিদ্রপথে পায় কত মুখ ।
 কতকি দেখিতে পায় অসুখের মুখ ॥
 ভূত্য বর্গ হয়ে ব্যগ্র সদা আজ্ঞাকারী ।
 ধমদূত তুল্য তাঁর দ্বারে থাকে দ্বারী ॥
 কত মুখ হয় তাঁর সুভক্ষ্য ভক্ষণে ।
 সুখ অনুভব বিমল নয়নে ॥
 মুখকে করিয়া দান বিদ্যারত্ন ধন ।
 আনন্দেতে পরিপূর্ণ থাকে তার মন ॥
 বিস্ত্রস্ত না হয় বল যে ধর্মীর মন ।
 এসকলে তুষ্ট কিহে হয় তার মন ॥
 আচ্য হয়ে যদি তার বিবেচনা থাকে ।
 শুন শিশু ! তবে “আচ্য লোক মুখে থাকে,, ॥

১৩।

গুণবান্ সকলের কাছে গণ্য হয় ।

গুণীর গুণের কথা কত লিখা যায় ।
 কত শত গুণী ছিল এই বসুধায় ॥
 করাল কৃতান্ত সব করিয়াছে গ্রাস ।
 রহিয়াছে তাঁহাদের গুণের সুবাস ॥

পর্যাপ্তি।

কালিদাস ভবভূতি যত গুণি গণ
সকলেই ছিল দেখ ভারত ভূষণ ॥
বিক্রম আদিত্য রাজা রাজার প্রধান
বিক্রম ঘাঁহার ছিল আদিত্য সমান ॥
নিজেও ছিলেন তিনি পণ্ডিত প্রবর ।
সমধিক কার্যেই গুণীর আদর ॥
কালিদাস ভবভূতি সুপণ্ডিত যত ।
রত্ন নামে তাঁরা সব ছিলেন বিখ্যাত
ভূগোল বেবল মান্য আপনার বেশে
গুণবান্ মান্য হন স্বদেশে বিদেশে ॥
অতএব শিশুগণ জানিবা নিশ্চয় ।
'গুণবান্ সকলের কাছে গণ্য হয়, ॥



সদা সত্য কথা উচিত ।



সত্যের মাহাত্ম্য যত লেখে সাধ্যকার
সত্যের মহিমা শিশু জগতে প্রচার ॥
ওহে শিশু ! চেয়ে দেখ সত্য রক্ষা হেতু
দাতাকর্ণ নাম হয় কেটে বুধকেতু ॥

১. পদ্যপ্রভা ।

১. ত্য পালনার্থ রাম রঘুমণি ।
২. নিয়া বনবাস চলিলা আপনি ॥
৩. সত্যকর্ম সত্যকর সার ।
৪. সৌরভেতে ভরিবে সংসার ॥
৫. মহামতি পণ্ডিত প্রধান ।
৬. ত্য আশ্রয় করি ত্যজিলেন প্রাণ ।
৭. যাহা যাহা থাকে নাহে যতনা যমের ।
৮. সত্যকর্ম উচিত, নরের ॥



নিখা কহা বড় দোষ ।

১. বলিসার, প্রাণান্তেও একবার,
২. মিথ্যা কথা কহে না আনিবে ।
৩. ধার্মিক হয়, যদি কভু মিথ্যা কয়,
৪. অবশ্যই পাপ ভাগী হবে ॥
৫. মহামতি, ধর্মের সত্য যার মতি,
৬. ধর্মের নন্দন বলি যারে ।
৭. কর অগ্রগণ্য, রাজকূলে মহামান্য,
৮. যাহা যাহা বিদিত সংসারে ॥

মিথ্যা বলি একবার, অপরাধ হয় তাঁর,
বাল বৃদ্ধ সকলেই জানে ।

পানতার পরিশোধ, স্বর্গ পথ অবরোধ,
যেতে হয় যমের ভবনে ॥

বালক বালিকা কত, মিথ্যা হেতু মানহত,
হুইতেছে দেখে দ্বারে দ্বারে ।

কঁাদে যদি ঘরে ঘরে, কেহ কি বিশ্বাস করে,
কেউনা জিজ্ঞাসা করে তারে ॥

যে বালক মিথ্যা কর, যদিও পণ্ডিত হয়,
তাতে হয় কাহার সম্মান ।

শত গুলি গুণ্ডতার, মিথ্যায় করে সংহার,
দেখ “মিথ্যা কথা বড় দোষ,” ॥



বিদ্যাধন পরম ধন ।

শত মুখী হয় যদি আসার লেখনী ।
পারে কিহে বলিবারে বিদ্যার কাহিনী ॥
পৃথিবীতে বিদ্যাভুল্য নাহি কোন ধন ।
বিদ্যা নাই যার তার বিফল জীবন ॥

বিদ্যার সমান আর আছে কোন ধন ।
 বিদ্যাধন তুল্যনয় রতন কাঞ্চন ॥
 যেবাণিক রতন কাঞ্চনে হয় ধনী ।
 সেকি তারে ধনী বলে বিদ্যার যে ধনী ?
 দরিদ্রতা ঘুচেবটে রতন কাঞ্চনে ।
 দারিদ্র্য তার ঘুচবে :কমনে ॥
 অন্য ধনে ভ্রাতৃবর্গ হয় অধিকারী ।
 বিদ্যাধনে আর কেবা আছে অধিকারী ॥
 ভাগ্যে প্রবেশি চোর চুরি করে ধন ।
 সাধ্যকার চুরিকরে বিদ্যা রত্ন ধন ?
 বিদ্যাধন বৃদ্ধিপায় সদা বিতরণে ।
 তারে উপার্জনে চেষ্টা কর প্রাণ পণে ॥
 বিদ্যাতেই সদা রত থাকে যেন মন ।
 বিদ্যার সমান আর নাহি কোন ধন ॥



পিতা মাতার অবাধ্য হইও না ।

পিতা উচ্চহন শিশু আকাশ হইতে ।
 পিতার সমান কেবা এই পৃথিবীতে ॥

পিতাশ্রুগ পিতাধর্ম পিতা তবগতি ।
 পিতার চরণে যেন সদা থাকে মতি ॥
 বাধ্যরবে চিরকাল পিতার নিকটে ।
 দিবা নিশি স্তুতি তাঁকে কর করপুটে ॥
 শুন শিশু মন দিয়া মধুর বচন ।
 যে জননী করেছেন গর্ভেতে ধারণ ॥
 প্রসবে যে সয়েছেন অসহ্য যাতনা ।
 ভাবিতেন দিবা নিশি তোমার ভাবনা ॥
 স্তন্য দানে করেছেন তোমাকে পালন ।
 এখনও তবহিতৈ রত যাঁর মন ॥
 মলিন বদন শিশু হেরিলে তোমার ।
 দুখেতে বিদীর্ণ হয় হৃদয় যাঁহার ॥
 যিনি খেতে দেন হেরি ক্ষুধায় কাতর ।
 তোমার রোগেতে যিনি সতত কাতর ॥
 হে শিশু ! পরম গুরু হন সে জননী ।
 থাকিবে তাঁহার কাছে করি যোড়পাণি ॥
 পিতা মাতা হতে গুরু কোথা কার আছে ।
 নিয়ত থাকিবে বাধ্য তাঁহাদের কাছে ॥
 সয়েছেন তব হেতু তাঁহারা যাতনা ।
 শিশু পিতা মাতার অবাধ্য হইওনা ॥

সদা ন্যায়পথে চলা উচিত ।

সদা ন্যায় পথে চল ওহে শিশুগণ ।
 কদাপি অন্যায় পথে করোনা ভ্রমণ ॥
 অন্যায় করিয়া বল মুখ হয় কার ?
 যে জন অন্যায় করে করে আপনার ।
 ন্যায়ের আশ্রয় শিশু যে বালক লবে ।
 কর্মতার ঘরে বাঁধা অবশ্যই রবে ॥
 ন্যায় পথে না চলিয়া দার্মিক কে হয় ?
 অন্যায় যে করে তার হয় পরাজয় ॥
 আছিল সিরাজদৌল। বঙ্গ অধিকারী ।
 অন্যায় করিয়া শীঘ্র গেল যমপুরি ॥
 এইরূপ কত শত ভূপতির দল ।
 অন্যায় করিয়া তাঁরা পেল প্রতিকল ॥
 বালক বালিকাগণ ! শুন বলি হিত ।
 দেখ “সদা ন্যায় পথে চলাই উচিত ॥”



অসৎ লোক কদাচ আলাপ্য নহে ।

অসতের সঙ্গে যদি আলাপ করিবে হে,
আলাপ করিবে ।

নিশ্চয় তোমাকে হবে অসাড় ভাবিবে হে,
অসাড় ভাবিবে ॥

অসতের সঙ্গে যদি কর এক দিন হে,
কর এক দিন ।

কুকর্মেতে মন তব যাবে দিন দিন হে,
যাবে দিন দিন ॥

কিছু কাল পরে হবে অসতের শ্রেষ্ঠ হে,
অসতের শ্রেষ্ঠ ।

প্রবঞ্চনা শঠতার হইবে না কন্ট হে,
হইবে না কন্ট ॥

করিবে কুকর্ম শিশু দিন দিন কত হে,
দিন দিন কত ।

সকলের নিকটেতে হবে মান হত হে,
হবে মান হত ॥

চুরি করি হবে বেড়ি মুগল চরণে হে,
মুগল চরণে ।

তব নাম শুনি লোকে হাত দিবে কাণে হে,
হাত দিবে কাণে ॥

মদ খেয়ে পথে পথে হুঁবে তলাটলি হে,
হবে তলাটলি ।

মুখোখ বালক সবে দিবে হাততালি হে,
দিবে হাততালি ॥

সদা করে সাধু লোক অসতের তয় হে,
অসতের তয় ।

কদাচ অসৎ লোক আলপাই নয় হে,
আলপাই নয় ॥



সত্যজন সত্য ভূষণ ।



সত্য হতে চেষ্টা কর, অসত্যতা পরিহর,
অসত্যের আদর কোথায় ?

সত্যতা যে আচরে, লোকে তারে নিন্দাকরে,
স্থানে স্থানে অপমান পায় ॥

অসত্য হইলে পরে, বিজ্ঞতাও যায় দূরে,
সমাদর কেবা করে কবে ।

অসত্য হইলে নরে, সকলে বিক্রম করে,
 ব্যবহার দেখি হাসে সবে ॥
 বিবাহ আত্মাদি সভা, দেখে ওহে কিবা শোণ
 গোল করে সকলে মিলিয়া ।
 প্রথমেতে বাক্য যুদ্ধ, দ্বিতীয়েতে মল্ল যুদ্ধ
 শেষে দেয় কদল কাড়িয়া ॥
 কোথায় সভার শোভা, কোলাহল ময় সভা,
 কর্ণ হয় শ্রুতি শক্তি হীন ।
 সবে হাত দিয়ে কাণে, চলে যায় বাসস্থানে,
 মুপাণ্ডিত ঘটক কুলিন ॥
 সভার মৌলবী কোথা, দেখে মনে পায় ব্যাধ
 মুখু মাত্র অর্থের শোষণ ।
 কর সব শিশুগণ, মুসত্যতা আচরণ,
 "সত্য জন সভার ভূষণ ॥



সৎকথা সকলের মনোরম্য হয় ।



সদা সৎ কথা কবে শুন শিশুগণ ।
 অসৎ কথাতে কছু নাহি দিবে মন ॥

সদালাপে কুপ্রবৃত্তি সবদূরে যায় ।
 চিত্ত বৃত্তি মন হই অসৎ কথায় ॥
 যদি শিশু কর সদা অসৎ আলাপ ।
 অবশ্যই তব মনে প্রবেশিবে পাপ ॥
 যত বড় সাধু কেন না হওহে তুমি ।
 অসৎ কথাতে নষ্ট হবে চিত্ত ভূমি ॥
 কহিলে সাধুর স্থানে অসৎ কথন ।
 অবশ্য অসত্য বলি করিবে তাড়ন ॥
 অসৎ কথাতে কার মন ভাল হয় ।
 “সৎ কথা সকলের মনোরম্য হয়” ॥



ন্যায্যকথা বলিতে ভয় কি ?

রাজা যদি মন করি, যথার্থ বলিবে তাঁরে,
 না করিবে ভয় কদাচন ।
 থাকিলে তাঁহার জ্ঞান, তবিষ্যতে সাবধান,
 হবে শুনি তোমার বচন ॥
 যদিও পি অস্বীয়গণ, কোন দোষে দোষী হন,
 মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিবে ।

শুন বলি লোকে কয়, “গিতা যদি দোষী হয়,
তাঁহাকেও যথার্থ কহিবে” ॥

দোষ গুণ দেখি শুনি, বলিবে যথার্থ বানি,
রাখিবে না গোপন করিয়া ।

লোক নিন্দা হবে বলি, শিরে নিবে পাপডালি,
সত্য কথা গোপনে রাখিয়া ? ॥

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁরা, রাজদ্বারে ঘেরে তাঁরা,
যথার্থ বলিতে ভয় করে ।

মনে মনে তাঁরা জানে, মহা পাপ সাক্ষ্যদানে,
কেহ কেহ বলে সকাতরে ॥

দেখ শিশু ! কি কুরীতি, যথার্থ বলিতে ভীতি,
আছে কোথা ছাড়া বদভূমি ? ॥

যদি কেহ সাক্ষীমানে, বলিবেহে প্রাণপণে,
যতদূর সত্য জান তুমি ॥

যে বালক সত্যবাদী, সত্য কবে নিরবধি,
তাঁহাতে আর পাপ হয় কি ?

অতএব বলি হিত, কবে সদা যথোচিত,
“ন্যায্য কথা বলিতে ভয় কি” ॥



বাল্যকাল শিক্ষার সময় ।

সময় অমূল্য ধন, শুন বলি শিশুগণ,

বৃথা বায় করিওনা তারে ।

কাল যদি বৃথা যাবে, তবে কি মঙ্গল হবে ?

আর কি পাইবে কতু তারে ?

যদি কাল চলে যায়, কদাপি পাবেনা তার,

পরিশ্রম করি দিবানিশি ।

সেকাল কি পাবে আর, করিয়াছ ক্ষয় যার,

সদাকাল মাতৃ ক্রোড়ে বসি ॥

দিন দিন করি কত, গিছে দিন শত শত,

চেয়ে দেখ ওহে শিশুগণ !

তাই বলি বার বার, বৃথা না করিও আর,

মহা মূল্য কালের কর্ত্তন ॥

নাশিথিলে বাল্যকালে, কিহবে যৌবনকালে,

শিক্ষা বিনা সুখ কিহে হয় ?

মিলি সব শিশুগণে, শিক্ষাকর প্রাণ পণে,

“বাল্যকাল শিক্ষার সময়,, ॥

দিব্যকরা বড় দোষ ।

বালক বালিকাগণ, শুন হয়ে একমন,

উপদেশ বচন আমার ।

দিব্যকরি কেবা কবে, মান্য হয় এইভাবে,

অপমান হয় সদা তার ॥

যারেনা প্রত্যয় করে, সেই সদা দিব্য করে,

দিব্য করি কিবা ফল হয় ।

দিব্যকরে যে সকলে, তারাইত মিথ্যা বলে,

মিথ্যাবাদী প্রতারক হয় ॥

যদি হয় শিশুগণ, প্রতারণা পরায়ণ,

তার বাক্যে প্রত্যয় কেকরে ।

করিবে অন্যে বিশ্বাস, মনেকরি এআশ্বাস,

কথায় কথায় দিব্য করে ॥

একদিন দুইদিন, কিবা শিশু ! তিন দিন,

দিব্যে বটে হয় হে প্রত্যয় ।

এইকপ বার বার, দিব্য যদি করে আর,

তবে তারে কেকরে প্রত্যয় ? ॥

বিদ্বান হইলে পরে, সেও যদি দিব্য করে,

লোকে ঘৃণা করে পুন পুন ।

অতএব বাক্যধর, দিবা করা পরিহর,

“দিবা করা বড় দোষ,, শুন ॥



মুশীল হওয়া অতি আবশ্যক ।



মুশীল হইলে দেখ কেহর আদর ।

মুশীল সকল স্থানে হয় হতাশর ॥

পিতা মাতা ভাই বন্ধু জ্ঞাতি আদি খাঁরা !

মুশীলের ব্যবহারে কুফল হয় তাঁরা ॥

যেহিঞ্চ মুশীল হয় কোথাতার মুখ ।

অবশ্যই সেবালক ভোগে সদা দুখ ॥

মুশীল যদিপি কত বিপদেতে পড়ে ।

প্রাণান্তে কি কেহতার উপকার করে ? ॥

মুশীল হইলে তারে ভাল কাসে সবে ।

সর্বস্থানে গেলেতার সমাদর হবে ॥

সর্বদাই সুখে থাকে মুশীল বালক ।

শিশু ! “ মুশীল হওয়া অতি আবশ্যক,, ॥



কটুভাষী হওয়া বড় দুশ্য ।

শিশুগণ ! কটুভাষী হবেনা কখন ।
 কটুভাষী মহাদোষী জানে সর্ব জন ॥
 যে বালক কটুকথা করে প্রবহার ।
 স্থানে স্থানে অপমান হয় হে তাহার ॥
 নদ্যপি কাহাকে কেহ কহে কটু কথা ।
 তাহা হতে সেও তবে শুনে কটুকথা ॥
 পরে কৈলে কটুকথা হয় যদি দুখ ।
 মুনিষ্ঠ করহ তবে আপনার মুখ ॥
 কটুভাষী হলে পরে কে করে আদর ?
 মুখ হয় কারমন শুনি কাক-স্বর ? ॥
 সুমধুর স্বর হেতু কোকিলেরা পোষ্য ।
 হে শিশু ! কটুভাষী হওয়া বড় দুশ্য ॥



আলস্য অশেষ দোষের আকর ।

অলসতা সকল দোষের মূল হয় ।
 সর্বদা করিবে শিশু অলসতা ক্ষয় ॥

অলসতা পরিহারে থাকে যেন মন ।

আলস্যকে দেহে স্থান দিওনা কখন ॥

অলসতা যদি দেহে প্রবেশ করিবে ।

ওহে শিশুগণ তবে মহা দোষী হবে ।

হয়ে রবে চিরকাল আলস্যের দাস ।

হবে মহা পরিশ্রম ছাড়িতে নিশ্বাস ॥

পরিশ্রম বিনা কারু হইয়াছে মুখ ?!

পরিশ্রম বিমুখের সর্বদাই দুখ ॥

অলস হইয়া কিহে হয় ধন বান্ ?!

অলস হইয়া কিহে হয় সুবিদ্বান ?!

অলস হইলে হয় মুখের প্রধান ।

পণ্ডিত সমাজ মাঝে পায় অপমান ॥

কোন দোষ না করিতে পারে মুখতার ?!

চেয়ে দেখ আলস্যতে কি দোষ ঘটায় ॥

অতএব অলসতা পরিত্যাগ কর ।

শিশু ! “আলস্য অশেষ, দোষের আকর,,



কাপুরুষেরাই অপমান সহ্য করে

শুন শিশু অপমান সহ্য হয় কার ।
 যে পুরুষ বশীভূত সুদা মুখতার ॥
 মানী ব্যক্তি কভু কিহে সহ্যে অপমান ।
 মান হেতু পরিত্যাগ করে তাঁরা প্রাণ ॥
 দৃষ্টান্ত তাহার দেখ ওহে শিশুগণ ।
 ভীমসিংহ রাজা ছিল ক্ষত্রিয় নন্দন ॥
 আছিল তাঁহার এক রমণী পদ্মিনী ।
 নারী কুলে অগ্রগণ্য ভবন মোহিনী ॥
 পদ্মিনীর কথা শুনি দিল্লীর ঈশ্বর ।
 তাঁহারে লইতে এল চিত্তোর নগর ॥
 অপমান মনে ভাবি ভীমসিংহ রাজ ।
 যুদ্ধ হেতু পশিলেন সমর সমাজ ॥
 বাদসা সহিতে তাঁর হয় ঘোর রণ ।
 সবংশেতে যান ভীম শমন ভবন ॥
 ভীমের মরণ দেখি সেপদ্মিনী সতী ।
 অমনি অনলে দেন জীবন আত্মতি ॥

অপমান হবে বলি দেখ শিশুগণ ! ।
 একনারী হেতু কত ক্রিয় নিধন ॥
 বল অপমান সহ হয় কিহে তার ।
 শরীরে বিরাজ করে পুরুষত্ব যার ॥
 আর কেবা অপমান দেখ সহ করে ।
 “কাপুরুষেরাই অপমান সহ করে” ॥



অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য
 করিও না ।



হাসিবার কত কাজ করেছ আপনি হে,
 করেছ আপনি ।
 বারেক দেখহ তাহা মনে মনে গণি হে,
 মনে মনে গণি ॥
 শিশুগণ ! মনে মনে এই কর সার হে,
 এই কর সার ।
 লোকে হাসিবার কাজ করিবনা আর হে,
 করিবনা আর ॥

হাসিবার কোন কাজ অন্যে যদি করে হে,
অন্যে যদি করে ।

বিক্রপ করিয়া কিছু বলিওনা তারে হে,
বলিওনা তারে ।

বিক্রপেতে তার হরে অসহ্য যাতনা হে,
অসহ্য যাতনা ।

‘অন্যকে লক্ষ্য করিয়া হাস্য করিওনা’ হে,
হাস্য করিওনা ।



পরমেশ্বরকে ভজনা কর ।

শিশু হে ।

একমাত্র এসংসারে মার বলি তাঁহারে ।
তিনি সকলের বন্ধু, তিনি হন রূপাসিদ্ধ,
দান করি রূপা বিন্দু, যে সৃজিল সবারে,
তাব সবে এক মনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

শিশু হে ।

একমাত্র এসংসারে মার বলি তাঁহারে ।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহগণ, অগণন তারাগণ,
সতত করি ভ্রমণ, সেবা করে যাঁহারে,

ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

শিশু হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।

দেখ কিবা মনোহর, সিঁদু নদী সরোবর,

করি কল কল স্বর, সুবকরে যাঁহারে,

ভাব সবে এক মনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

শিশু হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।

চেয়ে দেখ বৃক্ষ যত, মবে হয়ে বাতাহত,

করি সদা শির নত, প্রণমিছে যাঁহারে,

ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ।

শিশু হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।

বকুলাদি বৃক্ষাবলি, হয়ে সবে কৌতূহলী,

মুখে দিবে পুষ্পাঞ্জলি, পূজা করে যাঁহারে,

ভাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

শিশু হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।

মুশোতন মেঘদল, জল তরে টল মল,

হয়ে সবে সচঞ্চল, ডাকিতেছে যাঁহারে,
তাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে !
পিক শিখি শুকসারী, ডালে বসি সারিহ,
মুন্দর স্বর ছাড়ি, স্তুতি করে যাঁহারে,
তাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে !
অতি উচ্চ মহীধর, সবে হয়ে স্থিরতর,
চোখে দেখে নিরন্তর, ধ্যান করে যাঁহারে,
তাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।
সুবিমল সমীরণ, ভ্রমিয়া পুষ্পের বন,
গন্ধকরি বিতরণ, ভাবিতেছে যাঁহারে,
তাব সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ॥

হে !

একমাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।
যে অগ্নি সকল নাশে, সে অনল মহাত্মাসে,

পদ্যশ্রুতি ।

নাহি উল্লসাসে, দেখে তজে যাঁহা
সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে
!

মাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে
শত যোগি গুণি, হয়ে সব বনবান
ব তাঁরা দিবানিশি, পায় নাই যাঁহা
সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে ।
!

মাত্র এসংসারে সার বলি তাঁহারে ।
সিয়া ভব ভবনে, নিরন্তর প্রাণপণে,
সব ধনজনে, চেন নাই যাঁহারে
সবে একমনে দিবানিশি তাঁহারে



বিজ্ঞাপন ।



অধুন পত্রটির যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হই
 নছে তাহা দেখিয়া শ্রীযু আশীষ সাহস পূর্বক
 এই পত্রিকায় বর্ণনা প্রকাশ মুদ্রিত করিলাম । ই
 হার প্রতি বর্ণনা হইলেই পরমার্থ বিষয় প্রকা
 শিত হইয়াছে । সন্তা অধ্যয়ন করিলে যদি
 দৃষ্টিম বোধ হয় তথাপি মনঃসংযোগ করিয়া প
 র্যালোচনা করিলেই সেই পারমার্থিক মাধুর্য্য অ
 বিস্তৃত হইবেক সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ যে সকল
 এই পুস্তকে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার অধি
 ক মৌল্যবান্ তৎ সমস্ত শব্দেই অভিধা
 না লিখিত করিয়া পুস্তকের শেষভাগে মুদ্রিত হইল
 অতঃপক্ষে আপামর সাধারণে ইহার এক এক খানি
 পুস্তক গ্রহণ পূর্বক পাঠ করিলেই অম সকল জ্ঞান
 করিব ; অলমতিবিস্তরেণ ।

তার ১৫ আবেগ }
 অক্ষ ১২১২ । }

শ্রীযাদবচন্দ্র ঘোষাল ।

পঞ্চাশৎ বর্গার্থ প্রকাশঃ।



জ, (পা) অদ্যাবতঃ নিযুক্ত, নিষেধ, যে শাস্ত্র
পূর্বে থাকে তাহার অর্ধের তুল্যার্থক।

অনাদি অগোচর অচ্যুত অনন্ত।

অকল অগ্নি অগম্য অচিন্ত্য।

অসীম অদ্ভুত অরূপ অনুগ্রাহক।

অনুপম অধিপতি অবস্থান অত্রক।

অণ অদ্রি অণাংপতি অদ্রিকীনাং এক।

অমর অধঃ অবিচ্ছিন্ন অমু রক্ষক ॥

অফাঁস অবনতিতে অশ্মদের অর্থনা।

অদ্বয় ইব অজ্জই মম অর্চনা ॥

অর্চা অর্চকগণ করেন অভির্ষণা।

অটমঙ্গলে অর্চা অযোরাদি অর্চনা ॥

অবয়ব আছে অথাক অচিৎ অর্চক।

অধম অঘ অধমর্গে অক্ষ অক্ষক ॥

অনুভাপী দেখে অপরা যিহ্না দেশ।

অশ্বশাসার অবতীর্ণ অধিবাস দেশ ॥

অদা অদ্ভুত অতিদান অবয়ব সব ।
 অক্টে পৃষ্ঠে অস্ত্রযা অস্বক্কারা অঙ্গ শব ॥
 অভিষিক্ত হৈয়া অগতি অধম লাগি ।
 অবহনন অবশেষেতে অঘ ভোগি ॥
 অপীবা অপকূপ উত্তমর্গ খুঁকি গো ।
 অস্বক মাখা অংহি অহঁ অস্তে পাই গো ॥

আ, (ঙ্খী.) আকার ; দ্বিতীয় স্বরবর্ণ ।

আমার আদ্যশ যেশু কর হে আন্তিক ।
 আগস্ আকরে আকার অঘ আতান্তিক ॥
 আদিম আদম আগস্ আনিল আগে ।
 আবাল বৃদ্ধ বনিতা আদ্যন্ত ঐ ভোগে ॥
 আঁখি আঁধার হইল আশ্বার আক্রোশ ।
 আরাতি আশীবিষের আশাও সম্ভোষ ॥
 আগুনের আতনেতে আত্ম আর্ন্তনাদ ।
 আশু শুকনি আশিদ্ধ অনন্ত প্রমাদ ॥
 আশু ধর যেশু আত্মা আতীল মোচন ।
 আহুতি আদ্যন্ত যেশু আস্যে আঘোষণ ॥
 আত্মিয়া খুঁকিই পিতার প্রতিম মূর্তি ।
 আপনি আহুতি দিলেন আত্মা আকৃতি ॥

আস্থা কর আন্তিক হৈয়া আত্মজগণ ।
 আরাম স্বর্গারাম পাইবে আমোদন ॥
 আশীর্বাদ কেবল ও আক্ষেপ মোচন ।
 আশ্রয়ে আশ্রিত রবে খুঁটি আলোকন ॥

ই, (পুং) ইকার ; তৃতীয় স্বরবর্ণ ; খেদ ; অনস্ত্যাপ ।
 ইকারে ডাকি ইঃ ইঃ-দাই ইকার ।
 ই ঘুচাই ইদানীং ইলিকা ইকার ॥
 ইহলোকে ইন্দ্রিয় বা ইতস্ততঃ ভ্রমি ।
 ইদু প্রভু ইটু ইদং ইন যেশু তুমি ॥
 ইজ্যা দিয়া ইজ্যাশীল ইচ্ছায় হইলা ।
 ইষ্টি কৈলা ইচ্ছিতে প্রাণ ইজ্যা করিলা ॥

ঈ, (স্ত্রী.) ইকার ; চতুর্থ স্বরবর্ণ ; কন্দর্প ।
 ঈক্ষণে ঈশ্বর যেশু খুঁটি ক্রুশামন ।
 ঈশ্বরাত্মা ঈষৎ মনে ঈপ্সিত পূরণ ॥
 ঈড়া ঈশ্বর আপনি ঈড়া নবে কর ।
 ঈক্ষক ঈষৎ ঈক্ষণ কর ঈশ বর ॥

(পুং) উকার ; পঞ্চম স্বরবর্ণ ; মহাদেব ; রোষোক্তি ।
 উল্লঙ্ঘনেতে উপদেষ্টার উপদেশ ।
 উদাহরণ দেখ উচ্ছন্ন যিহুদীয় দেশ ॥

উদার উচ্চমনা উদারাখ্যা উরণ ।
 উদধি মেঘলাতে উর্দীশ্বর উবন ॥
 উদার শোধি উল্লোলক উর্কে উদয়ন ।
 উৎপথে মহান উফাৎশু উদীপন ॥
 উদ্যমু কৈ যেসুদীউ নাম উদীরণ ।
 উৎস উদ্ধারের উদ সদা উল্লবন ॥
 উদনা উৎপাদক উৎপাদিকা উভর ।
 উদকদান যেশ্বর উগাংসু অভর ॥
 উরণের উদ নহে উরণ উদার ।
 উক্লুখে উজমনে পান কর তাঁর ।
 উরুজদ এ উর্দী গুণ্ট উদারাখ্যা তাঁর ।
 উগ্রাম জাবে উত্তরাধিকারী তাঁহার ।
 উর্দীত উচ্চৈশ্বরে উজ্জ্বল উপজার ।
 উদয়ান্ত নাই তথা যেসুই উদ্যাত ।
 উত্তরকালার্থে উত্তরসাধক উনি ।
 উপায় চাও যদি উপসন্ন এগনি ॥
 উক্ত তাঁর উক্তি উপেক্ষাকারী উর্দীর ।
 উদার উপাসক উদ উয়কুধ বীর ॥
 উগ্রচণ্ডা উগ্রশেখরা উমা পতির ।
 উদ্যমুত উরুগায় এ উমা দেবীর ॥

উচ্চদেব উর্বশী উরগ উড়ুপতি ।

উষ্ণাংশু কে নানা উপচার দিয়া স্তুতি ॥

উপাসনার ফল উদর্ভিরঃ উত্তাপ ।

উপায় হীন উপতথ্য নরকে শাপ ॥

উ, (পুং) উকার : মৃগ স্বরবর্ণ ; চন্দ্র ।

উর্কহ পিতার উৎসঙ্গে উর্কলোকে বাস ।

উররি তব উর্কে লহ এ উন দাস ॥

উনবুক উরগ আমি উজ্জ্বল অরি ।

উজ্জ্বলী কর উর্কের উর্জ্জ্বল উরী ॥

ঋ, (স্ত্রী) ঋকার : মপ্তন স্বরবর্ণ ; অদিতি ।

ঋজু ঋগমহকুণ বাঁচাও ঋণ দায় ।

ঋগময় মেধু ঋতে মোর বপু জায় ॥

ঋত্বিক খ্রীষ্ট ওঋণ মার্গণ আপনি ।

ঋত জানি ঋক্য প্রভুগো কর অঋণ ॥

ঋভুক্ষার বাধক বৈরি ঋকের ঋষ্টি ।

ঋক্ষ ন্যায় ঋক্ষ প্রায় লৈয়া ভীক্ষুঋষ্টি ॥

ঋণমুক্তি দিলা ঋণদাতা ক্রুশোণরি ।

ঋণশোধ কৈনা রক্তমাংসে কালধরি ॥

(৬)

ক, (ক্রী) ককার ; অষ্টম স্বরবর্ণ ।

ককার নাম ঋতুকা ককারের স্বর ।

ককার বাসি হে যেস্তু ককার উপর ॥

খ, (ক্রী) নকার ; নবম স্বরবর্ণ । বেদ ।

নকারবেদ নকার জয়ী ঈশ্বর ।

নকার পাটে বুঝেনা দেশুর নকার ॥

ঙ, (ক্রী) ঙকার ; দশম স্বরবর্ণ । দৈবের মাতা ।

ঙকার তনয় ঙকার মাতা ঙকার ।

ঙকার স্বকপা ঙ পদতলে তাঁহার ॥

এ, (বিং) একার ; একাদশ স্বরবর্ণ ; এই . মিত্রের .

একতম একই একপদী ক্রী যেস্তু ।

একচিত্তে এক গুরুর এতহি' আশু ॥

একেশ্বর যেস্তু এষ আনার এনস ।

এহদক্ষে এত ভার এ ইন্দ্রিয় দশ ॥

একাদশের একাক্ষ হব এক যোনি ।

এদাসে এড়ক কর ধর্ম্মাত্মা জননী ॥

এড়াব এ জঞ্জাল একান্তে যেস্তুতে ।

একি জাগ একাধিপতির প্রাণদানেতে ॥

ঐ, (বিঃ) ঐকার ; দ্বাদশ স্বরবর্ণ । স্বরার্থ ।

ঐহিক ঐন্দ্রিয়ক ঐশ্বর্য্য ঐন্দ্রিজালিক ।

ঐশিক ঐকান্তিক ঐ সুখ ঐশ্বরিক ॥

ঐশিক ঐশ্বর্য্য ঐ সাধুর্য্য যেস্তুতে ।

ঐরি ঐ ছায়াবৎ ঐ পশ্চাৎ ঐ গো মজেতে

(বিঃ) ওকার ; ত্রয়োদশ স্বরবর্ণ ; এবং , সমুচ্চয়ার্থ

ওহে যেস্তু ওষ্ঠাধর নুক্তি দেহ দান ।

ওষ্টে ওজস ওটন গুণ করি গান ॥

ওকঃ ইন আমি দেহ কাল বরি ওকঃ ।

ওষ্ঠাগত প্রাণ পাপে নাহি পাই ওকঃ ॥

ওকা প্রভু ওতুপুত ও বিবেতে মরি ।

ওকামি করেছা তব রক্তে দিবহুরি ॥

ওরষা ওঁ অ উ ম ত্রিহু দেবগণ ।

ওনগ ও ওষ্ঠাধর ওক্ষাণ এষণ ॥

ঔ, (বিঃ) ঔকার ; চতুর্দশ স্বরবর্ণ ।

ঔষ্ঠ মর্কোপরি ঔৎকর্ষ ঔদ্য্য যেস্তু ।

ঔরগ ঔৎপাতিকে ঔচিত্য দণ্ড আশু ॥

ঔবলে ঔরৎ ঔরগ ঔপম্য রাখিল ।

ঔ পায়িক গেল ঔৎকট্য ঔর্ক দহিল ॥

(৮)

অং, অনুস্মার।

অংশু ধর যেশু মনে দেহ অংশু জ্বালি ।
অংহ অংহিতে নাশিও অংসে ক্রুশ তুলি
অংশুমং অংহি ও অঙ্গ রক্তেতে অঙ্কিত
অংহ রাজাকে কর অংহিকাক্ষ চূর্ণিত ।
অংশল অংশুময় সর্বংশে অঙ্গী অঙ্গ ।
অঙ্ককে রাখ ঐ অংহি ছায়া অঙ্কে নঙ্গ ॥

অঃ, বিসর্গ।

অঃ অঃ যাঃ গিহোবা যেশু এবপুঃ দুখে ।
আবুঃ মোর ক্ষয় মনঃ দুখে দেহ সুখ ॥

প্রথমসর্গ ককার ।

ক, (ক্রীঃ) জল ; নস্তক ; (পুং) ব্রহ্মা .

বাগু ; সূর্য্য ; আশা ।

ক, ককার কন্দ যেশু কুপরা কলেবর ।
কাশাপা কলুবময় করাল কঠোর ॥
কলিন্দ খ্রীট কলানিধি কৈলা কুশল ।
কালবরি কটকীতে ক্রুশেতে কোমল ॥
কি কুপা কুর্পর হেতু কাঁটার কিরীট ।
কৃতান্ত সম কালিক কুল করে টিট ॥

করে ও ক্রমে কীলক ক্রমিক কুধির ।
 করপুটে কয়েক কুলবতী অস্থির ॥
 ক্রন্দন করতঃ শোকে চক্ষে বহে নীর
 কায়াপ্রাণে জুতু করিলেন মহাবীর ॥
 কালিজকাল কালীর ফুরাইল কাল ।
 রূপালুর ক্রমে কৰণ হইল ভাল ॥
 কল্প করি কালবরি কটকী বিদীর্ণ ।
 ককার ক্ষকার কল্পে হইল বিকীর্ণ ॥
 রূপাময়ের রূপার্থে করি হে কামনা ।
 কিকরের কালবরি আশ্রয় বাসনা ॥
 ক্রুর কৃতান্ত কবল করে প্রায় অরি ।
 কাচুরা ভুলায় ক্রশ খ্রীষ্ট কালবরি ॥
 কত।ঞ্জলি করতঃ করিতেছি বরার ।
 করিয়াছি বন্ধরাধিক কত কদাচার ॥
 কটি কাঃ।বিধি ক্রমশই কত বার ,
 কুর্পরের কেবল কষ্ট কলুষ ভার ॥
 করিয়াছেন করার করিবো উদ্ধার ।
 করও ক্রম রাঙ্গা ঐ কারণ হোনার ॥
 কায়মনে করিতেছি কাকুতি ক্রন্দন ।
 বাঁধে ক্রুশকেতু করে করিব কীৰ্ত্তন ॥

দ্বিতীয়সর্গ খকার ।

খ, (ক্লীং) শূন্য ; বিন্দু ; আকাশ ;

(পুং) সূর্য্য ; দেবলোক ।

খ, খগবতীর তুমি বিখ্যাত হে শ্রীকট ।
 খগোলের খুল্ম শ্রীকটে খারা শ্রেষ্ঠ ॥
 খর্ব্ব হইয়া শ্রীকট খ্যাতি খগবতীতে ।
 খিদ্যামানে খেদ করি খলে ফেল খাতে ॥
 খেদিতের ত্রাণের খনি যেসুই খাম ।
 খইনে পাপে পড়ি খোজি নাহি বিশ্রাম ॥
 খ্যাত শ্রীকট খ্যাতি সুনিয়াছি আমি খোর ।
 খো মনে খেঁচাও যেসু দিয়া প্রেমডোর ॥

তৃতীয়সর্গ গকার ।

গ, (ক্লীং) গণেশ ; স্বর্গবাদ্যকর ।

গকার গলস্তন সম গজ বদন ।

গগন কুমুদেব গতপ্রভ গগ ॥

গগন ধ্বগ যেসু গতি বিহীনের গতি ।

গতপ্রভ গন্ধমাতাতে যেসু গভস্তি ॥

গরলীব গজ্জর্ন গুলফে টেকলা ঘাতন ।

গুণনিধি গুণ কৃতের গুণ গাওন ॥

গাউলিকা গণে গদ গদ মনে গায় ।
 গণবন্ধে গমন করে পিছে পিছে ধায় ॥
 গুরুপাপি গণ্ডমূৰ্খ গৃহ মনি শূন্য ।
 গণ্যও নহৈ গভস্তিহীন তৈল জন্য ॥
 গতায়ু যেশু কর গভার্থ গতিবিহীন ।
 গবেষণ করহঃ গৌরব গাহি দিন দিন ॥

চতুর্থসর্গ ঘকার ।

ঘ, (ক্রীৎ) ঘটা ; ঠুন্ ঠন্ শব্দ ।

ঘ, ঘকার ঘর ঘর বাজে ঘন স্বন ।
 ঘটনকর্তা ঘৃণি যেশু হৈলা ঘাতন ॥
 বোর ঘাতকে ঘেরে দিল হস্তে পদে ঘা ।
 ঘনবীথি ঘনস্থান করে ঘন ঘন আঃ ॥
 ঘন ঘন ঘটিকা ঘাতক ঘৃণিতে ।
 ঘৃষ্ট হউক ঘাতন পাউক ঘুটিতে ॥
 ঘৃণিত লাগি যেশু রক্ত ঘর্ম্ম দেহেতে ।
 ঘরে ঘরে ঘোষণ ঘোষণা হউক ঘটাতে

পঞ্চমসর্গ ওকার ।

ও, (পং) বিসয়স্পৃহা : তৈরন
 ওকার নাই যেস্বর ওকার পুরক ।
 ওকার দান অরি ওকার নারক ॥
 ওকার মম উপদ রাজ্যযুগলপদ ।
 ওকার পুনঃ নাশহ ওকারের মদ ॥

ষষ্ঠসর্গ চকার ।

চ, (ক্রীঃ) শিব, চন্দ্র, চোর : কঙ্কণ ।
 চকার চক্রভেদনার যেস্ব চট্টন ।
 চন্দ্রকান্তার চকারে চমকে ব্যাকুল ।
 চেতনেশ্বর পাটান চিত্তানঙ্গময় ।
 চার চক্ষুঃ শ্রীক্ট চমৎকার তনয় ॥
 চিত্রোক্তি চটু চক্ষাঃ জন কৈল প্রবণ ।
 চিত্রকণ্ঠের ন্যায় চিদাঙ্গা অবহরণ ॥
 চেতনে সহিত চেতন চেতনেশ্বর ।
 চরণে বহে চর্ম্মজ অথ চক্র ধর ॥
 চাহিলাম চর্ম্মজ চরণামৃত পান ।
 চিন্তনে চাক্ষুফল চোওন পাই দান ॥
 চুষণ করিয়া টেচন্য টেঙ্গ চিত্ত ।
 চারি দিক চরণতলে চাই চ চ্যুত ॥

চক্রপাণি চক্রমণ্ডলী চক্রভূং চক্রী ।
 চণ্ডালিকা চাকুগর্ভের জনক বক্রী ॥
 চাম টেহলো চণ্ডীর চণ্ডরের কাল ।
 চক্ষে দেখি চক্রবরের চূর্ণন ভাল ॥
 চক্রবাল চক্রবান্ধব চটুলা চক্রপাল ।
 চমুদুত চমুমেঘ চমুসজ্জা সকল ॥
 চন্দ্র চন্দ্রিকা চপলা চিকুর চমকিতে ।
 চন্দ্র চন্দ্রজ চিহ্নিত চরণ ধর চিহ্নে ॥

সপ্তমসর্গ ছকার ।

ছা (২৫) তরল : নির্মল : ষট্ , সংখ্যা :
 (২৬) গোপন : শিশু ।

ছা ভাবেতে ছকরে ভাবি ছ নহি ছার ।
 ছ কর ছার মনা ছ নচেৎ ছার খার ॥
 ছায়াভূং যে শু কলুষ মাঝে ছটামর ।
 ছাগ সম ছিছি লোকে গোজে ছিদ্রচর ॥
 ছাকনি মনা যাজকগণ টেকল ছল ।
 ছাঁদনে বান্ধে ছূর্ণনে আনিল টৈমনাদল ॥
 ছমুণ্ড ছাওয়াল টেকল তাঁরে ছারবিগণ ।
 ছেপ দেয় ছড়িতে পিট চন্দা ছিলন ॥

ছড় ছড়িতে পড়ায় রুধিরের ধারা ।
 ছাত্রগণ ছত্রভঙ্গ যেসু ছাত্র হারা ॥
 ছেদিকের ছেদে ছটপটান কাতর ।
 ছিলোকে ছলে চাহিল বরষা তস্কর ॥

অষ্টমসর্গ জকার ।

জ, (পুং) শিব ; বিষ্ণু ; জন্ম ; পিতা ; মাতা ;
 ভোগ ; বিষ ; আলোক ; বেগ ; ভূত ; প্রেত :
 (বিং) শীঘ্র ; ভুক্ত ; জীত ।

জয় জয় জগদীশ জীবের জীবন ।
 জীবের যেসু জীবাধান জীবের জীবন ॥
 জল্লাদ জোরে কালবারি জগতি ধরে ।
 জীবের জীবনাকরে দিল ক্রুশোপরে ॥
 জলুয়ের যা মারে গো যুগল করে ।
 জঙ্গপুগ জনো জীবের শোণিত ধরে ॥
 জনপদের জুতল জনব বল্লভ ।
 জিতেন্দ্রিয় জজ জগৎ জয়ী তুল্লভ ॥
 জননী জনক জম্পতী সজল নয়ন ।
 জীবনান্ত দেখিয়া যাতনার ক্রন্দন ॥
 জলি জলধর জগদ যোনি কম্পিত ।
 জ্যোতিকা জনান্তিক যেসু অন্য তাপিত ॥

জীবের জঙ্ক পুগ নাশিবারে জ্বলন
জনাশন জন্তুভেদী হইল পতন ॥

নবমমর্গ ঝকার ।

৪ (প্রঃ) ঝঞ্ঝাবাত ; জল ; বর্ষন ; বৃহস্পতি ;
দৈত্যপতি ; শঙ্ক ; (বিঃ) নিদ্রিত ; নষ্ট ।

ঝকারের ঝকার ঝকার করি নাশ ।
ঝকার লোকেরা ঝটকাতে পায় ভ্রাস ॥
ঝঙ্ককে যে শু ঝটিতি দেন ঝড়কন ।
ঝড় ঝটকা ঝট ভ্রাসেতে ঝানরণ ॥
ঝকারবৎ জীবের ঝাপসাতে ঝঙ্ক প্রায় ।
ঝল ঝল যে শু ঝুণ্ড লোকের উপায় ॥
ঝঝর শোণিত ঝরে ঝুশের উপরে ।
ঝল কণ্ট গো ঝাঁঝরা মনাদের তরে ॥
ঝাঁঝরির গুণ ঝরাইরা মার অংশ ।
ঝরণীপরে ঝাঁইঝানা অমার ভ্রংশ ॥
ঝঞ্ঝা কপ শমন ঝড়েতে আসিবেক ।
ঝঞ্জে শেষ দিনে ঝাঁকনেতে টানিবেক ॥

দশমসর্গ ঐকার ।

ঐ (পূঃ) শুক্র ; নগ ; যোগী ; গান , শব্দ ;
 ঐ. প্রত্যয়বিশেষ ; ধাতুর অম্বুবন্ধ বিশেষ .
 প্রেরণার্থ বোধক ।

ঐকার পশুলোকে ঐকার জাত কহে !

ঐকারের ঐশ্বর যেহু ঐকারে নহে
 ঐকার আনন্দ ঐকারেতে দূতগণ ;
 ঐ, জয় জয় ঐকার শুনে রাখালগণ ॥
 ঐ শুব দাসের ঐ তে কর আগমন !
 ঐ করি সদা করহে ঐকার গ্রহণ ॥

একাদশসর্গ টকার ।

ট (পূঃ) শব্দ ; বামন ; চতুর্থাংশ ।

টকার মহাটকার এ টগুই কার ।
 টার ছেড়ে টকার টকারের টকার ॥
 টেরচাভাবে দেখি টের পাইবার তরে !
 টহলানে দেখি কাঁটার টোপর শিরে ॥
 টেটার টোকরের ঘা কক্ষে বহে ধারা ।
 টাঙ্গান দেখি যুবা ক্রুশে গজাল মারা ॥

টক্ টক্ টক্কন রাঙ্গা চরণ যুগল !
 টুটক আমি টনকে টনক দিহ্মল ॥
 টের পাবে টোকক টুটক লোক যত ।
 উটুর বাজাবে ছুত টানিবেক দ্রুত ॥

ছাদশমর্গ ঠকার ।

১. (পুং) প্রতিম ; দেবতা ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু ।
 শিব ; মহাদানি ; অতিশয়শব্দ . চন্দ্র-
 ণ্ডল ; সূর্য্যমণ্ডল ; শূন্য ।

ঠকারের ঠকার ঠকার নির্মাণিলা ।
 ঠকুর ঠাকুরাণী ঠকারেরে ঠামিলা ।
 ঠক ঠগামি ঠেটা ঠেকারকারিগণ ।
 ঠেলে লইবেই কি কবে ঠোটে তখন ॥
 ঠেলন করেছে আজ্ঞা ঠোর কর শীঘ্র ।
 ঠুলি দিয়া ঠকারে লইবে মৃত্যু ব্যাঘ্র ॥
 ঠেস কে তথায় ঠেকিবে ঠক ঠকীতে ॥
 ঠাহর ঠিক কাঠে কীট ঠোমা অগ্নিহে ॥
 ঠকারের ঞ্জু শুনি স্ফটকার ধনি ।
 ঠুটা হস্ত ঠেজ্জহীনে পদ দেন যিনি ॥
 ঠিকরি নহে ঞ্জু যেহু ঠিক সঙ্গাথ ।
 ঠোর বাবে ঠেক নাহি পাবে কির শীঘ্র

ত্রয়োদশসর্গ ডকার ।

ড, (পুং) শিব ; শক ; ধনি ; দাস , বাড়বাড়ি ,
বাদা ; যন্ত্র বিশেষ ।

ডকার ডমরে ডমরু ফেলে পলাকে ।

ডকার পাইবে ডরনে তুরীর ডাকে ॥

ডরনে ডাক শুন ডরে ডরুক হবে ।

ডকার ডাবিনীপণ ডলন হইবে ॥

ডাক প্রচারক ডি ডি ডকে খ্রীষ্ট ডাউ

ডকার এইরূপে ডোল চারি দিগে চাউ ॥

ডাকার মত শমন ডয়নে ডাকিবে ।

ডকার অনন্তানলে ডহরে ডুবাবে ।

ডাকি প্রিয়গণ ডকা বাজে যন যন ।

ডরালুভাবে ডুরণে সহিত মন ॥

ডাকেন যেশু ডিস্তক করিতে আশু ।

ডিস্তবৎ আমি ডগন যাই কর যেশু ॥

চতুর্দশসর্গ ঢকার ।

ঢ, (পুং) ঢকা ; কুকুর ; ধনি ।

ঢেঁড়রা যেশু নামের ঢের শুনেছে ।

ঢকার লোকে ঢনটি ঢকারী তজিছে ॥

ঢকারের মত ঢিল ধাও কাষ্ঠ ঢেলা ।
 ঢপ আছে ঢপ নাই ঢপ মন্দ শিলা ॥
 ঢকার ঢকার শুনি ঢাক ঢোল বাজে ।
 ঢক ঢকে ঢুন ঢন ঢের ভূমি মাঝে ॥
 ঢনা হৈলাম ঢাণ্ডা ভব বাক্য লইয়া ।
 ঢমন করে ঢকে বাঁটাও ঢাল দিয়া ॥

পঞ্চদশ সর্গ একার ।

৭. (৩৭) জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব , বিম্বদেব .

অলঙ্কার ; জল ; কিংবা গ্রীষ্মাগার ;

কুলোক ; অসম্মতি ; শঙ্ক ; দান ।

এত একার নির্ণয় করিয়া একার ।

একার আকর প্রভু একারালঙ্কার ॥

একার করে একার ভূদেবের চর ।

একারময় একার কৈলা কলেবর ॥

ষোড়শ সর্গ তকার ।

৮. (৩৭) চোর ; অমৃত ; পুচ্ছ ; ক্রোড় ; গর্ভ ; লাল্লু ;

বধ ; কুলোক ; রত্নবিশেষ ; (ক্রীং) পুণ্য ।

হুং আতা তকারময় তকারে উদয় ।

হুং তনু কুমারীর তকারে জন্ম হয় ॥

ত্রয়ের দ্বয়ম্যত্বং ত্রাণার্থে তীর্ণ তক্ষকর ।
 ত্রিবিষ্টপঙ্খ তাতার তকারস্থ তনয় ॥
 তারা দেখে ত্রিকালজ্ঞ তারা ত্রাতা কয় ।
 তবীষ তর্ন শাস্তি বাহিনী তুণ্ডে গায় ॥
 ত্রাণোত্তীর্ণ তীক্ষ্ণ তানে তিমিরেতে জয় ।
 ত্রাণাগত ইল্‌নানুএল তর্নিতময় ॥
 তনুত্যাগি তিমিরের ছায়ায় তপন ।
 তলোদরী তারা তনয় তনয়া গন ॥
 তাতার তকারে তারা করি সমর্পণ ।
 ত্রাতা স্তুতি শুনিয়া তর্ন করিয়া গ্রহণ ॥
 তর্নের শিরে হস্ত দিয়ঃ আশীষ দেন ।
 তরল তর্নমনঃ তাঁকে স্বর্গে গ্রহণ ॥
 ত্বং আত্মা তাত ত্রয় ত্রিহে একত্ব জ্ঞান ।
 তল্লজ সমাদ তলিনে তন্ন তন্ন ধ্যান ॥
 তদভ্যাস তব দাস ত্রাণ হোয় ত্বং দান ।
 তমঃ তে নাভা মোরে তকারে দিয়া স্থান ॥
 তাতার তরে তক্ষমনে তক্ষী সন্ধান ।
 তচ্চিন্তা তুচ্ছিক ভাবে ত্বং বেশুই ত্রাণ ॥
 তোমার তোদে ত্বগজ তনু রস করে ।
 তব দামার্গে তরু নথের তাজ শিরে ॥

ওরঞ্জের তরণি তুমি যিশু তরণ ।
 তারিতে তনয় তনয়া ত্বং তনু দান ॥
 তপস্যাতে তনুকে তনু করিলা তল ।
 তনুভ্যাগি নরের তরে ত্বং তলা তল ॥
 তারিতে তৎ তল নাশিলা নরকবল ।
 হৃণ মং কূণ তুমি তাদর্থে অধতল ॥
 তলের তপস্যা তীরিত ত্বরা হইল ।
 তৃতীয় তর্নি দিনে মৃত্যুঞ্জয় উঠিল ॥

সপ্তদশ সর্গ থকার ।

(ক্রীঃ) রক্ষণ ; মঙ্গল ; ভয় , ধ্বংস . (পুঃ) পরিত্রাণ

রক্ষক , ব্যাধিবিশেষ ; ভয়চিহ্ন ; ভক্ষণ

থকার সম্বাদ স্থানে স্থানে থাক স্থাপন :
 থকার বৎ লোকে থকার করে স্থাপন ॥
 থানা দেখি দেবের থর থর কম্পিতমন ।
 থকারে দেখি ক্রুশের থকারদর্শন ॥
 থুংকারেতে থাপড়াইয়া থকারগণ :
 থকার কালবরিপরে থামে বিকণ ॥
 থুবড়ন হৈয়া থুতি করিছে প্রার্থন ।
 থ হীনের বিশ্বাসের থাম খ্রীষ্টহন ॥

অষ্টাদশ সর্গ দকার ।

দ, (ক্রীং) ভাষা ; (বিং) অচল ; দাতা ;

(ক্রীং) দান ; ভাগকরণ ।

দগুদাতা শুনিয়া দকারের বচন ।

দারার বাক্যে শিলাভের দরিত্রগন ॥

দ্বয়মনে দুই দিগ দগুধর দর্শন ।

দকে দুইকর ধুইয়া নির্দোষ জ্ঞান ॥

দিল দগু দাতা দগুনায়েকের কবে !

অনথের মুকুট দিল যেশ্বর শিরে ॥

দগু নাগক টৈয়া গেষ দর্শরোপরে ।

দুর্কৃত্তব্য দুই দিগে মধো যিশুরে ॥

দগু কাঠে দেয় হস্ত পদ দ্বয়ে বা ।

দারুণ প্রেকের দরদ রক্ত নাথগো ॥

দিননাথ অর্দ্ধদিনে টৈল দিনামুক ।

দরিতে দারুণ হইল দন্দর অক ॥

দাস দাসী দেগে ক্রুশ দিবোকারন্যার ।

দুকপাৎ ভুষ্কার দেখে মরুধির পায় ॥

দমন করিলেন দীননাথ অনন্ত ।

দান সৌণ্ড দীনের লাগি টৈলা দৃষ্টান্ত ॥

দয়ায় করেছদান দেয়া ভূমিরকর্তা ।

দারুণ পাপে দগুদুই দুর্দিনে জাতা ॥

দুঃখল দাসের দূর করহ দুর্গতি ।
 দেবকরি দূষ্য কর্মো নাও দাস্ত মতি ॥

উনবিংশ সর্গ ধকার।

১. (ক্রীঃ) ধন , (প্রঃ) ত্রুণ ; কুবের ; ধর্ম ;
 ২ ক্রুশ ধ্যানেতে ধৌদ্রিয়েতি বহেধারা ।
 ৩ ধন ধর্ম কালবরি ধর তলে ধরা ॥
 ৪ হীন অধর্ম ধারে ধাস্ত ছিলধারা ।
 ৫ ধর্মময়ের ধূষিতে হইল সু ধারা ॥
 ৬ ধর্মাল্লার ধূষিতি ধন্দা হবে ধাবন ।
 ৭ বুল্লোলোচনের ধী বৎ কর ধীর মন ॥
 ৮ ঐদর্শ্যটেকিয়া ক্রুশ কক্ষো করিব ধারণ ।
 ৯ ধরনিতৈ সর্ব ধামে ক্রুশের বাখ্যান ॥
 ১০ ধূপ ধুনা উপচার বলি আদিদান ।
 ১১ ধর্মময় ধরিত্রীর কিছু নাহি চান ॥
 ১২ ধরার ধর্মার্থে দিলেন ধড় ও প্রাণ ।
 ১৩ ধনা যেশু করেছ পাপধার মার্জন ॥
 ১৪ ধ্যান এই ধংস না হই ধর্ম বিচারে ।
 ১৫ ধংসক ধংসনার্থে পশ্চাৎ ধাওনে কেরে ॥
 ১৬ ধর্মধনি কপ ধারাক দেহ এ কিকরে ।
 ১৭ ধাস্ত রাজাকে ধংসিব ধারাকের ধারে ॥

বিংশসর্গ নকার ।

ক্রিঃ বিঃ) নহে ; নিবেশ (পুঃ) বোদ্ধ . গণেশ
বন্ধন , বন ; দান ; প্রশংসা ।

নিদ্রিংশ ন টেকলে ন করিব নাগসঙ্গে ।

নির্ঘাত করিব নাশীর নিটল ভেঙ্গে ॥

নভাক মধ্যে নিগড়ে বদ্ধ নর গণ ।

নকর টেহরা নাশীর নিদেশ গ্রহণ ॥

নিবেশ করি নকার কর নাশ্য বচন ।

নরান্তুকের নিয়ম না কর পালন ॥

নিষ্ঠুর সেই নরীকে টেকল নিষ্কাশন ।

নারী নানা নগ নৈজে করিত নেহারন ॥

নিদেশ টেকল ভগ্ন বোধ পাইলনগ্ন ।

নগ তলে নিব্বন টেহরা পাপে হলমগ্ন ॥

নিহা নরের নিত্য স্মৃথেষ্টে নিরঞ্জন ।

নিঃশেষ হইল নর নরীর জীবন ॥

নিশাপাল হইল এদন উপবনে ।

নরহইল নশ্বর নিদেশ না শুনে ॥

নিবাস ছিল নিঃ শঙ্ক নিরন্তর সুখ ।

নরে নির্বাসন দিলে নর অধোমুখ ॥

নিস্তারক খ্রীষ্ট করি নূতন নিয়ম ।
 নারীর গর্ভেতে হইব নূতন আদম ॥
 ন গণে ন করে নাথে নাগে নিকারণ ।
 নরমেঘ হইয়া নরক কৈলা মার্জ্জন ॥
 ন্যাক্ত নেংড়াকে সূহ নুগারে দিলাহস্ত ।
 নীরনিধিকে নিদেশে করিলা নিরস্ত ॥
 নর ভরা খ্রীষ্টনামে হও নামাক্তিত ।
 নমস নথক তিনি না হও শাক্তিত ॥
 নরকীলক নরকুল নাহও কভু ।
 নভের নমস্য যিনি নরেশ্বর প্রভু ॥
 নির্মল নিষ্পাপ নিত্য নিগুন আপনি ।
 নৃপতির নৃগবর ত্রাতা নভো মণি ॥
 নশ্বর নরআগি নীরবহে নেত্রেতে ॥
 নর্ভর খ্রীষ্ট নাথে নয়ন ঐ ক্রুশেতে ॥
 নিম্ননরে নলকীল গাড়ি করে নতি ।
 নাথের নাথ শুনহে অনাথার স্তুতি ॥
 নিখুঁত নাটহলে নরক যাত্রা নিশ্চয় ।
 নিশ্বাস নিশ্বন রহিতে কর নির্ণয় ॥
 নচেৎ নৈকট্য নরকের নাচি কেতু ।
 নিত্য নির্যাস নাই জগনীয় ধাতু ॥

নিবেদি নরগণ না হুইও নিধন ।
 নরকে নিরাশ নিরুপায় নরগণ ॥
 নিখিল নরের নেত্রে নেত্রায়ু নয়ন ।
 নিরাহার নগ্ন নিপ্পুত নিরস রসন ॥
 নিরনাহি নিতা নিরচার ঘনায়ন ।
 নর শব অগ্নির মধ্যে দন্তদলন ॥
 নেত্রে নাহি নিদ্রাহবে নভোমনি নাই
 নরকেতে নিত্য নিগ্রহ নিঘাত ভাই ॥

একবিংশতি বর্গ পকার ।

প, (পুং, রাজপুত্র ; শাস্ত্রী ; পবন : পত্র ।
 প কপে পয়োধরেতে পরম পকার ।
 পুরাতন পুন্য গ্রন্থের ঐ অঙ্গিকার ॥
 প্রিয় হে প্রয়াগের পথে কেন ধাবন ।
 পুনা পাবেনা পণ্ড প্রিয়র পর্যটন ॥
 প্রাজতাকর পূজাপরের পর্যোষণা ।
 প্রতিমা পূজা পূজার্থে পুজারী দক্ষিণা ॥
 প্রাতঃস্নান পূজা প্রণিপাত প্রদক্ষিণ ।
 পটল পূরণ পাট প্রায়শ্চিত্ত দিন দিন

পচত পুষাকে অণাম পাদ্যার্ঘ্য দান ।
 পদার পাদোদক পানিতে তৈয়া পান ॥
 পূজিল করি পুতার্থে কর আণপণ ।
 পঙ্কতে পুস্কান যে আনি অপঞ্চোমন ॥
 পাপি পাপ ময় পার্শে পুঙ্কত পতন ।
 অসবন পাণে অভুর শাপে ধংসন ॥
 অভুর শ্রোক্ত পুঙ্কহে করিঅকীর্তন ।
 পাবে পাণে ত্রাণ পত্ৰ ধর্ম দর্পণ ॥
 পরনেশ্বরের শ্রোক্ত অখনেতে হয় ।
 শ্রোতা হউক শ্রোক্তে শ্রোতার শ্রোতায় ॥
 পয়োধর পয়োধি পৃথ্বী পল্লবী আনি ।
 পতঙ্গ পাকল পশু পোকা ময় ঘোনি ॥
 পক্ষধি পুবা শ্রোতা হেতু শ্রোতু দিলেন ।
 প্রথম দিনকে পদ্মপাণি ডাকিলেন ॥
 পরে পৃথ্বীতে আনি পরিপূর্ণ হইল ।
 শ্রোতব শ্রতিমূর্তিতে পুরুষ জন্মিল ॥
 নুঃ পঙ্করে পত্নী শ্রোতানে সজীবপ্রাণী ।
 পুরুষ আদম প্রকৃতি হবা জননী ॥
 পেশল এদনে পতি পত্নী পুত মনে ।
 পরাং পরের পুত্র পুত্রী এ দুইজনে ॥

পূদাল পূতাত্মা পিতার প্রমাদ পান ।
 অত্যেক পাদপে ফল প্রকুঞ্জেতে খান ॥
 প্রমাদ পড়িল পরে পাপায়ার মনে ।
 পন্নগ অবশিল প্রকৃতির কাননে ॥
 প্রোক্ত ছিল প্রজ্ঞাতি পল্লবী অম্পর্শন ।
 প্রাণান্ত পাদপের ফল নহে প্রশন ॥
 প্রবঞ্চক প্রতারণার বলে ওগো নারী ।
 পল্লবীর কল প্রশন নয় বোধ করি ॥
 প্রকৃতি প্রীত বাক্যেতে প্রীগমিত্তায়ে ।
 পিতৃ প্রোক্ত কল প্রশনে পঞ্চদ্বশেষে ॥
 প্রবোধে প্রপঞ্চ দিয়া করায়প্রয়াস ।
 পেশল ফল দেখি প্রসূর পূর্ণআস ॥
 প্রতারক প্রশন করাইয়া কল ।
 পাপে পঞ্চদ্ব পতন করাইলগল ॥
 পর্য্যাদন্ত হইল এদন প্রবে শের ।
 প্রহরি পাহারা পথ দ্বারে কিরুবের ॥
 পিতার দশা পরিশ্রমে ঘর্ম্মান মুখে ।
 প্রসূরে এই প্রসূত প্রসূতিজ দুঃখে ॥
 পন্নগে কহিলেন প্রকৃতির পুত্রেতে ।
 পরম্পর বৈরি নরা পৃদাকু বংশেতে ॥

প্রকৃতি পুত্রের পদে তোর দস্তাবেজ ।
 প্রতিশ্রব পুত্রদ্বারা তোর শিরেলাজ ॥
 পিতা পুত্র পরমাত্মা একই ঈশ্বর ।
 প্রথমে প্রোক্ত ঐ প্রোক্ত সহিত অমর ॥
 পিতা পরমেশ্বরের প্রেম পৃথ্বীপর ।
 আগন্তুক হৈতে আগে পাঠান সম্বর ॥
 পূর্ণ ঐ প্রোক্ত আঠারশত পঁয়ষাট ।
 পঞ্চদশায় আগ্নির প্রতি হইল দৃষ্টি ॥
 প্রত্যেক প্রত্যেক মধো দাবিদ নগরে ।
 প্রভুর শৈশব্য পঁছছিল মেরির ঘরে ॥
 প্রত্যক্ষ দূতে করে প্রত্যাদেশ প্রদান ।
 প্রকৃতি পষৎ মধো মেরি ধন্য পুধান ।
 প্রকৃত পুত্র ভক্তি কুমারি পুদর্শন ।
 প্রত্যেক আগ্নরক্ষা তৎ গর্ভে এসবন ॥
 পরমাত্মা দ্বারা এসব করিবা পুত্র ।
 পতিত পাবন যেশু নাম রেখো মিত্র ॥
 এসহা মেঘ পালকেরা পাইল রদ ।
 প্রত্যাদেশ প্রকীর্তন বাহিনীর স্তব ॥
 পদান পর পর প্রসুদিত মুখে ।
 প্রান্তরে পালকগণ প্রাণভয়ে দেখে ॥

অবোধ দিয়া নীলকণ্ঠে কহে বচন ।
 স্থিতিতে নব মূপে অতিম কাঞ্চন ॥
 পরাংপরের পুত্র এই কর প্রদর্শন ।
 পালকগণে গ্রহানে পুলকিত মনঃ ॥
 পছছিন্ন পশুর প্রগ্রীব প্রবেশন ।
 পাইবাতে প্রগ্রীব পরনানন্দ মন ॥
 পালক বিনা পশুর প্রশ্ন পাতে ।
 পুত্র বেশুরে দেখি পল কুটিছে গাতে ॥
 প্রগ্রীব পচত নয় প্রদর্শন করি ।
 পরিধান প্রায়গো পাপি অবতরি ॥
 পরস্পর বলে পাপিপচত হরে "কি ।
 পদবক্ষুযিনি রূপে অপকূপ দেখি ॥
 প্রশংসা প্রচার করে প্রাঞ্জল অনুর ।
 পরমেশ্বরের পুত্র প্রপঞ্চ উপর ॥
 প্রথম আদনের অতিক্রীষ আদন
 পাপির সঙ্গে পুন্যবান এত উত্তম ॥
 প্রভুগীর্তার প্রশংসা প্রচারক জন ।
 প্রভুর পাত্রে নত করে প্রকাশন ॥
 প্রান্তরে প্রবোদ্ধা প্রত্যেকে করে প্রহর
 প্রভূত প্রাণি প্রত্যয়ে পায় মনঃ ॥

পিতা মাতা শিশু এঁভু গেলেন মকেতে ।
 এঁভু আসাদে দেখে এবীণ গণেতে ॥
 গুস্তকের পদের করেন প্রকীৰ্ত্তন ।
 এঁভুনেরা এঁবোফাকে করে আদর্শন ॥
 পরিণয়ের প্রকৃতি ছিল কান্না পুরে ।
 এঁভুর প্রসুও গেলেন পাত্রেই ঘরে ॥
 এঁভু এবিষ্টে টেলে পর্যৎদের আশন ।
 পর্যৎদের পানীয় টেল জনাটন ॥
 প্রার্থনাদ্বারা প্রসু পরার্থ পান মন ॥
 প্রসুকে প্রথক কবি পরমার্থ জ্ঞান ॥
 বিন্যাসকে প্রোক্ত করেন পরঃ পাত্রে ঢাল ॥
 এসহা প্রচুর সুরা টেল হৃদ ভাল ॥
 পরিষদের গুরু পঞ্চদ্ব প্রায় ভন ॥
 পিতা এঁভুর কাছে গিয়া পদানে কন ॥
 এঁভু এই পীড়া প্রোক্তেতে পর্যাব মান ॥
 প্রমুখাৎ এঁভুনে পুত্রটি পাইল ত্রাণ ॥
 পরোধিত্তে পিতররা পরিভ্রম করে ।
 পণ্ড্রম পোনা পুঁটী কিছুনাহিধরে ॥
 এঁভুগিয়া পিতরের কাছে প্রোক্তদেন ।
 প্রোক্ত পাইয়া পিতর পাশ ফেলিলেন ॥

পাশ পরিপূর্ণপাশ টানা নাহি যায় ।
 পিতর এভু জ্ঞাতে পশ্চাদ বর্তী ধায় ॥
 পতিহীনা প্রকৃতির একমাত্র পুত্র ।
 পঞ্চত্ব হৈলে তার পাখিম বহেনেত্র ॥
 পশ্যতে প্রাণকান্দে তার পৃথুলম্বর ।
 প্রাণাকর যেশু প্রোক্তে প্রাণ দেনতার ॥
 পক্ষা বাতি পক্ষু এভুর প্রোক্তে লক্ষন ।
 এদরি প্রবীন দীড়া করে পর্যটন ॥
 পাপায়া প্রেগদি প্রোক্ত মাত্রে পলায়ন ।
 পয়োধিতে পদত্রজে এভু পর্যটন ॥
 পিড়কাননে লাজার চারিদিন শোয়া ।
 এভু উঠান প্রোক্তেতে পুন্মু প্রাণদিস্য ॥
 এতোক পল্লিতে এভু কৈলা পর্যটন ।
 পরিব্রাজের প্রজ্জনা আবুদ্ধ করান ॥
 প্রথম পুরুষ প্রতিমূর্তি পুন্যবান ।
 পাপ কৈল পুন্যগেল পরেপাপ জ্ঞান ॥
 প্রতিশ্রব পূর্বেতে পৃথীতে পছছন ।
 প্রায়শ্চিত্তে প্রতি নিধি পাপির পরান ॥
 পাপির প্রতিশীর্ষ আমি দিব সপ্রণ ।
 এভু পুন্মালে প্রায়শ্চিত্ত পর্যাবসান ॥

পাণি পদেতে প্রচুর প্রেকের প্রহার ।
 পক্ষতোপার পিনাকে পঞ্চত্ব ঘাঁহার ॥
 পিতৃকাননে পাষণ পালঙ্কে পতন ।
 পরে পৃথুল পাতরে পথ প্রচ্ছাদন ॥
 পুহরিগণ পুরুষে পরিবেষ্টন ।
 প্রভু পরলোকে প্রত্যেককে প্রদর্শন ॥
 পদ্ম পানিকে পয়োধর করে পুঙ্খন ।
 পুত্র পদ্মবন্ধু পুকাশিল মেঘ ভিন্ন ॥
 পুদুর্ভাবে পঞ্চত্বকে করে পদাঘাত ।
 পুসহ্য পরঃস্বতে পুভূ দিলেন সাক্ষাত ॥
 পরে পুরুতি পেরিতগণে দিয়া দর্শন ।
 পুৰোধে অপুত্ৰ্যসি হোমাকে পুদর্শন ॥
 পয়ান পয়োধরে পিতার সন্নিধান ।
 প্রোক্ত এই প্রত্যেককে কর পরিজ্ঞান ॥
 প্রবোধকর্তা পুত করিবেন পুঙ্গব ।
 পবিত্রতা পাবে প্রভু দেখিবে পেশল ॥
 প্রতিক্ষণ প্রত্য হই তত্যাবলোকন ।
 প্রত্যসি হই প্রভুর পদাঙ্কে পয়ান ॥
 প্রভু প্রত্যাশা মম প্রিয়াস। করণ ।
 পদশোণিত মম প্রাণের প্রফালন ॥

আর্থনা এই পাপেতে না হই পতন :
 অত্যাগমনে পাইব ঐ পদ বন্ধন ॥
 পূত পদতলে রব পদামৃত পান ।
 প্রশংসা প্রকীৰ্ত্তন পুতায়ী মনে গান ॥

দ্বাবিংশতি সর্গ ফকার ।

ফ .। ফাঁদ : ফকটবি ; ফুৎকার ; ফিষ্টল . ৩৫০
 (পুং) নাজাদাতাম ; (বিং) ফুট ; বাজা ।

ফনধরের সঙ্গি ফল্ল ঐ ফিচালেরা ।
 ফকারে ফের করে ফকারি ফকারেরা ॥
 ফন ধর ফটফাঁতে ফটা ফুল্ল করে ।
 ফলিতের জ্ঞান ফলাহার মাতা করে ॥
 ফন্দী করে ফাঁদে ফেলে ফাঁড়য় ফেলিল ।
 ফল খাওয়াইয়া ফেরব কু ফলাইল ॥
 ফলদ প্রভু হে বারেক ফুল্ল লোচনে ।
 ফিরে প্রফুল্ল হও ফুযি দাসের মনে ॥
 ফর বিশ্বাস বন্ধে ফের করি বন্ধন ।
 ফালেতে অরির ফট করিব নির্ধন ॥
 ফলভূমিতে ফল গ্রাহক মম ফিতি ।
 ফিতি ফল মৃত্যুফাঁস ফিরাও মম মতি ॥

ফলবান ফলদাতা জ্ঞাত কল ক্রতি ।
কলমুগ কুরাইল কাল শুন বিনতি ॥

ত্রয়োদশ সর্গ বকর ।

ব , (৩০) জলপাত্র ; বায়ু ; বাহু ; বক্রণ ।
বদনে কি বলিব বপুঃ করে বেপন ।
বকর রথসান বিনীয়তে সৃজন ॥
বপিল ও মাকে বাকুণ্ড দিল কু জ্ঞান ।
বসুধার বায়ুকেতুতে নর গিস্মান ॥
বনান বীজ পুরুষ ও বনিতা তার ।
ব প্রস্থাস দিয়া বিপিনের দেন ভার ॥
বল্গ বিচিত্র ব্রজেতে ব্রজ্যা করেন ।
বিরিঞ্চনের বাগ্মা বশীভূত রবেন ॥
বিশ্ব অষ্টা বিভ্রং বদান্য বিভুরাজন ।
বিনল নর বদন করে বিলোকন ॥
বিশ্রামে বিরাম সদাই বিভা বদন ।
বিভাবাসি বিভা ভাবি বিভা উপ্বন ॥
বিনিতান্নার বিধি বর্জনেতে বিভিন্ন ।
বসুধা বায়ু রোষাতে ব্রজ্যা টৈয়্যা ছিন্ন ॥

বাগদত্তা বীজ পুরুষের বিনিময় ।
 বিগণ বিষধরে বিগম হে বৃধয় ॥
 বাগদত্ত বিপুল বপুঃতে বড়সা যা ।
 বান্ধিয়া মাংসে বহায় ক্রুশ বিকৌণ গা ॥
 বল্লি বল্লিকল বৃক্ষের টুপি দেয় তারা ।
 বসানে বহে বাসিষ্ঠি বিগলিত ধারা ॥
 বপুঃ অব বিলোকনে বিলোচনে ধারা ।
 বিশ্বাসিরা বলে বিভু হইলাম হারা ॥
 ব্যাপন্ন বিজয়ী বিভু নিদ্রারবোধন ।
 বিভাকর বারে সভে করি বিলোকন ॥
 বোবাকে দিয়াছ কখন বধিরকে শ্রবণ ।
 বিকলাঙ্গকে অঙ্গ ব্যাপন্নকে জীবন ॥
 বিলাতীকে রাজ্য বিদ্যা ধর্ম বিচক্ষণ ।
 বিশ্ব ব্রজ্যা বলে বিভু যেশুর বন্দন ॥
 বলদ বাহনে বিপুল বিক্রমে আসি ।
 বেপন বড় হবে বিলোচনে লক্ষে ত্রাসি ।
 বারেক শুনে তুরীবাদ্য বিভু স্মরণ ।
 বিশ্বাসী বলে ধন্য অবিশ্বাসীর ক্রন্দন ॥
 রচলু নিজ বাক ডোর বন্ধে বন্ধন ।
 বিপ্র বৈদিক বারেন্দ্র বিবিধ বঞ্চন ॥

বোবা বদনে বারেক বাক্য নাহি বলে ।
 বাহু বেঙ্গে বাহিনীরা বিক্রমেতে ফেলে ॥
 বিশ্বাসীরা বর দেখে পায় খ্রীষ্ট বর ।
 বরয়েলো বর ঐ বরে বন্দন কর ॥
 বোধ বরন ডালা বিনতি মালা লহ ।
 বিভুর বপুঃ শ্রবের বস্ত্র বপুতে দেহ ॥
 বিমোক্তা বদান্য বলগ বর দয়াময় ।
 বিনীতাত্মা বিভ্রং বিভু বয়ুনময় ॥
 বিচিত্র ব্যাপদে বিনীয় বিমুক্ত সব ।
 বিচারে ও রাঙ্গাপদ ঐ মম বিভব ॥
 বক্ষে বাহুঘাত বারং বহে বাষ্প বারি ।
 বাঁচাইও বিপদেতে বসুধাতে অরি ॥

চতুর্দশিংশতি সর্গ ভকার ।

ভ . (পুং) নক্ষত্র ; শুক্রগ্রহ ; রাশি ; ভ্রমর ; ভ্রান্তি ।

ভুবনেশ্বর ভক্তবৎসল ভোঃ ভগবান ॥
 ভ্রংশকে ভয় ভরণ্য দেহ অভয়দান ।
 ভূতে ভুজঙ্গ ভূয়ো ভূয় দেখায় ভয় ।
 ভক্তের ভাক্ত ভয় ভূমিবর্জন ভয় ॥

ভবৎ ভবাক্ষিতে ভরসা ভগবান ।
 ভবদীয় ভূতোরে দেহ ভবিক দান ॥
 ভবন্তিতে ভদ্র সমাচারের ভা খ্রীষ্ট ।
 ভ পেল ভ হৈয়া যেশু তায পান দিষ্ট ॥
 ভেড়া ভেড়ীর ভাব ভীকু ভাবে ভ্রেষণ ।
 ভ্রমণে ভোজন খ্রীষ্ট ভুলোকা অশ্রেষণ ॥
 ভগ্নমনে ভেট লহ ভয় ও ভক্তি মার্গে ।
 ভাগু যেশু ভুলনা ভবন পাবে স্বর্গে ॥
 ভেবনা এভাবে সব ভাবনা যাইবে ।
 ভাবী ভ্রংশ দিনে ক্রুশ কক্ষেপে ভাবিবে ॥
 ভরণের ভদ্রাদন ক্রুশ ভদ্রাদন ।
 ভূচর ভূস্পৃক লাগি ভীষণ আনন ॥
 ভবদীয় ভূমিক দয়া ভূধরে গিয়া ।
 ভদ্রনিধি বপুঃপ্রাণ ভগ্ন প্রেক দিয়া ॥

পঞ্চবিংশতি সর্গ মকার ।

ম, (পূঃ) শিব ; চন্দ্র ; ব্রহ্মা ; যম ; সময় ; বিষ্ণু ।

মহাত্মা মবস্থ হেতু মেদায়া মহিতে ।

মর্ত্যস্থ মর্তের লাগি মহাপথ ভোগীতে ॥

মন্মকীল শ্রীট নম মেধার্থে মমতা ।
 মর্ত্ত মরার জনো মরিয়া টেহলা মোক্তা ॥
 মঙ্গল কর শুন মম মঙ্গল বাদ ।
 মত্ত মকুৎ পূব মদারের মহা নাদ ॥
 মনুষ্য দেখায় মোহ মারা মঞ্জু মত ।
 মিথ্যা মমতায় মপু ঘার ধারক্রুত ॥
 মকারের মত্ত ম দাম ম শেষ ম
 ম ধাবে ম লবে ম মিথ্যা ধাবে শেষন ॥
 মম মনোরথ শ্রীট যেশু মনোরম ।
 মত্তাঙ্গর প্রভুই মনোরঞ্জক নম ॥
 মর্ত্তব্য মরেনা মরিলেও মরিবে না ।
 মন্তজ মনে মানিলে যেশু মরিবে না ॥
 মানাহর খুঁচের মাহাত্ম্যতে মানব ।
 মধ্য হবে মন মোদিত মমতা সব ॥
 মিটাবো মন সাধ মনে সদা আস্থান ।
 মণিমান মণি মন্দিরে মহাধন্য নাদ ॥
 মকায় মকুট মনে মুখে মঙ্গল বাদ ।
 মন আগের মধ্য লোকেশের পাব প্রমাদ ॥
 মোদের সব মনুষ্য মোক্তাও মিত্র যেশু ।
 মন মন্দিরে মিটাও মনস্তাপ আশু ॥

ষষ্ঠবিংশতি সর্গ যকার ।

য, (পুং) বায়ু ; যশঃ ; কীর্তি ; যোগ ; যান ।

যেশু যাবজ্জীবন ভু যাত্রায় যাপন ।

যাচনীয় যাব যুক্তা যুগল চরণ ॥

যতনে করি যোগ যেশু যজ্ঞ তাজন ।

যাবৎ বস্ত্রণা নাশিতে যাতনায় যাপন ॥

যজ্ঞ ভূমিতে যজ্ঞত জীবনে যজন ।

যজ্ঞত যজির জন্যে যজ্ঞান্ত করণ ॥

যথোচিত যজ্ঞেশ্বর যুগ্মদীয় প্রেমে ।

য রাখিলা যশঃ করে যত্র তত্র য প্রেমে ॥

যাবৎ রাখিবা তব যোআলির অধীন ।

যাদব যজ্ঞসুত হেজে ভাবি ঐ দিন ॥

যুগ্মদ যেশু রক্ষক যশঃ শেষ দিনে ।

যাচঞা দেহান্তে স্থান ঐ যুগল চরণে ॥

সপ্ত বিংশতি সর্গ রকার ।

র, (পুং) অগ্নি ; তীক্ষ্ণ ; কামাগ্নি ; রজ্জ ; বর্ণ ; স্বর্ণ

রৌরব চির র রাশীকট র জ্বলন ।

রকার বিকার রুহি রুহিকা করণ ॥

রোধি গগ রোদস লক্ষে নিত্য রোদন ।

রোক্ষা রিপূর রিশ কট রদ ঘষণ ॥
 রম্মিনাই রাত্রি প্রভুর রোষে রহন ।
 রুদ্ধ রাশীকৃত রবে রহিত রসন ॥
 রসহীন রসনা রোগ জনে ক্রুদিত ।
 রোরবে রোরবীপণ রুকাবে বাধিত ॥
 রাগ রক্ষক রোদসের রুক রাজন ।
 রোধুরত রথ অনবরত রতন ॥
 রতজা রাশী ন্যায় রোধে হই রহিত ।
 রক্তাঙ্ক তব রথের রিঙ্খণ রুচিত ॥
 রাক্ষা চরণামৃত রমনায় রসন ।
 রবেনা পাপ রবেনা তাঁর রোষ মন ॥
 রেণুতে রুহ শেষে রুদ্ধ ভূতে রক্ষিত ।
 রত্নসুতে যাবৎ রাগ না হও রুদিত ॥

অষ্ট বিংশতি সর্গ লকার ।

৮ (পুং) ইন্দ্র : শত্রু : দেববাজ ।

লউ ল লোভ দর্শাইয়া লোক উপর ।
 লও ভও লোকে করে শেষে লোকান্তর ॥
 লোকেশ্বর টৈয়া লোক যাত্রায় লায়ব ।
 লোক হইয়া লোকমাঝে লোকার্থে সব ॥

লোকের লোকাপবাদ লালদিল লপনে
 লাঞ্ছিত লজ্জা লাঠিঘা রুক্ষে লট কনে
 লোকনাথ লগ্নক হেতু গিতু লযিত ।
 লোহ দিয়া লোক রক্ষা করেছ ললিত ।
 লোচন হীনে লোচন লেংড়াকে চলন ।
 লোকান্তর লাক্ষারের লাসকে উঠন ॥
 লবণীর খুঁট লঞ্জেব লোহ লীড়ন ।
 লেহা লেহ লগড় বেশুর লোহ জীবন ॥
 লহ লোক বাসি লোক লহ গম মন ।
 লাস যাবে বিলাস পাচবে নাহি লজ্জন ॥

উনত্রিংশৎ সর্গ বকার ।

বিচিত্র বদন্য বপিল স্বর্গ রাজন ।
 বণীক বর্ধরে দেহ বয়ুন বোধন ॥
 বিলোপকর বিনীয় ব্যথিত অন্তর ।
 বিপত্তারক আনি ব্যাকুলাত্মায় কাতর ॥
 বিপদে বাঁচাও দাসে বিধাস ব্রতকরি ।
 বিদীর্ণ বেপন টেঁসে ক্রুশে কালবরি ॥

ত্রিংশৎ সর্গ শকার ।

(ক্লীঃ) কল্যাণ ; শুভ ; (পুং) শিব ; শস্ত্র ।

শকারের শুভ সম্বাদ অকায় প্রয়ণ ।

নিপতি যেশ্বর শ্রিত জনের শোভন ॥

শস্ত্র চাহ যদি শৃঙ্গিণ শৃঙ্গী গণ ।

অকায় করহ অন্ধা পাবে অন্ধ মন ॥

শরণ্যের শরণাগত ও শুদ্ধ বণ ।

অন্ধ অন্ধা পাবে শান্তনা পুনঃ শোধন ॥

শোণিত অন্ধায় পানে শুটি হবে মন ।

শাপ যাবে শোক না রবে শাস্তি মোচন ॥

শয্য হবে শয্যা শুভঙ্কর শিখান ।

শাস্ত্রোক্তি পরে শত নৃতিতে উদ্ভান ॥

শৃঙ্গিণ শাবক যেশু ঈশ্বরের হন ।

শবপ্রায় শাবর হুক্ত জনে শমন ॥

শয়তানের শিরঃ ভগ্ন ত্রিশূলে শুভন ।

শস্ত্রন দিনে শাদে শাদ শব শমন ॥

শাস যোধ শব যোধ রবে না শমন ।

শুকর ও স্থান তুণ্য অন্ধাহীন গণ ॥

শাস্ত্রার শাসনে শাল্লুগিতে ক্ষেপণ ।

শঙ্কু যেশু ত্রিশূলের শ্লাঘা শ্রী অবণ ॥

শ্রোতা বক্তা শকু ভাবে শক্তিতে শরণ ।
 শ্রীযেশ্বর শক্তির স্নায়্য করে বর্নন ॥
 শ্রুতি বজ্রিত কে দিয়া শ্রোত্রে শ্রুতিদান
 শ্রোণকে পদ শসকে শ্মশানে উত্থান ॥
 শুচি শৃঙ্গিণ যেশু শরণীতে গমন ।
 শ্রেণিবদ্ধ শোভা শোভনীয় কি শোভন ॥
 শান্তিত হবে শান্তমতি শান্ত মনন ।
 শ্বাস রহিতে বিশ্বাস যেশ্বর চরণ ॥
 শ্বাস রোধ হবে শাড় কুরাবে তখন ।
 শমক বন্ধুর শান্তি পান শুচি গণ ॥

• একত্রিংশঃ সর্গ যকার ।

য (প্রঃ) কেশ ; যদুবা ; (বিঃ) বিজ্ঞ ; শ্রেষ্ঠ ।
 যকার যটকর্মা যড়ক্ষে প্রহার ।
 যহ মানু যেশু যড়জ্জিৎ যকার ॥
 যহমানুতে শরীর দেন ঐ যকার ।
 যড়রিপু করায় যড়ধা ব্যবহার ॥
 যড়বস্ত্র যড়বিন্দু যড়ভুজা দেবী ।
 যক্ষী যক্ষীকণ যোড়শী ওকল্কীও ভাবী ॥
 যোড়শ ভুজা যড়ানন যিড়্গ দেবেরা ।
 যোড়শাঙ্গ যোড়শোপচার চাছে তারা ॥

ছাত্রিশত সর্গ সকার ।

স, (প্রঃ) শিব ; বিষ্ণু ; বায়ু ; সর্প ।

সকার সাকার সহিত সকার সর্প ।

সকার সর্প সর্প সর্প সর্প সর্প সর্প ।

সর্প সর্প সর্প সর্প সর্প সর্প সর্প ।

সেই স্বীয়মতে সর্পে ভজায় সাকার ।

সনাতন স্মরণে বিবল স্ বার্তা ।

সিদ্ধেশ্বর সনাতন ও স্বয়ম্ভু কর্তা ।

সৃষ্টিকালে স্রষ্টার সূত হইতে সৃষ্টি ।

সর্ব স্বামীর সর্ব সৃষ্টিতে টেঁহল তুমি ।

স্বজন সুরমা সূত সাদরে সমীক্ষণ ।

সপ্তদিনে স্রম শান্তি ও স্বস্তি বচন ।

সাপার্থে এদনে হইল সাপ স্রষ্টার ।

স্রষ্টার সাপ স্রষ্টার স্রষ্টার স্রষ্টার ।

স্রষ্টা সর্ব জননীকে করি সন্তোষণ ।

সতে পুনঃ স্বস্তি পাবে সচিব স্থাপন ।

স্বয়ম্ভু সনাতন স্রষ্টা বংশেতে হইবে ।

সর্প বংশে স্রষ্টাবংশে সনাতন বৈরিতা রবে ।

সতী গর্ভে স্বামী ছাড়া সনাতন স্রষ্টা ।

সমর্পক সার্থক স্বস্তি দিতে সমীক্ষণ ।

সৃষ্টি পুরুষাবধি সমানোদক যথা ।
 সকল ইশ্রায়েলির ইশ্রাহীন পিতা ॥
 সেই জনকের সমানোদক সময় ।
 সস্ত্রীক স্বন দত্তা ঐ বংশোক্ত উভয় ॥
 সেই মেরি গর্বে সর্বলোকে সমুদ্বার ।
 সমস্তকের স্নেহে আঃ স্বয়ন্তু সাকার ॥
 স্বর্গ ভূতে স্থিতি সহিত স্রষ্টা নান্দর ।
 সমুদয়ে সূর যেন্ত ও জীবনাকর ॥
 স্তন পাশে সোমন্ত কালে সুখা সুধীর ।
 সং সিদ্ধি সদা তাঁর স্মৃতি মহাবীর ॥
 নাথ সদাই সর্বক সাধ হর সংসার ।
 সটীক সজ্জন সবে না হয় সংহার ॥
 সদেশীয় শীঘ্র সহসা স্বীকার যেন্ত ।
 সন্তি পাবে সর্ব দুঃখ ক্ষয় সন্তি আশু ॥
 স্বয়ং কৃত সংকট সর্ব পাপ সংহার ।
 সয়ন্তু যেন্ত স্রষ্টা সনাক সমুদ্বার ॥
 সঞ্জুযিত সর্বদেশে স্মরণ্য স্বন ।
 সৌবন্তিক সরিল স হস্তে সর্বোদন ॥
 স্তনপ কর স্বীয় সেবকে সনাতন ।
 সর্ব মহাতে সর্বমহ সক্রমে আসন ॥

স্তেন স সন্ধাশ সমুখান সংজ্ঞপন ।
 সংহারে সংসার সমুদ্বার সমাপন ॥
 মানুগান কালবরি সক্ষা রাগ সব ।
 মাধু সতী সতীর্থ দেখে রুধির শব ॥
 সমীকণে সজ্জতলে করে স্তোত্র গান ।
 সত্য প্রদায় প্রভ শোণিত করে পান ॥
 সংসারে ক্রুশ সমুদ্রা অক মনে কর ।
 সংশয় পাবে সংশয় বাবে সমুদ্বার ॥
 সেই মাধু মাত্র সর্বেশ্বর সর্ব জীবন ।
 সর্বদিং সর্বজিৎ সর্ববাপি স্বাধীন ॥
 সর্বশক্তি তাঁহায় স্মরণ ওভূ রাজন ।
 সুর পুরীর সুপত্না যেশুই সোপান ॥
 মানুকুল হও সেথুয়া সরল সাধী ।
 সাথে সাথে সাধী হও সাধি হও সাধী ।
 শ্বেন শোণিত অস্ত্র তব শরীরে মরি ।
 সুদণ্ডে দণ্ড সেনা সন্নিহ পান্ধে মারি ॥
 সলিল শোণিত শ্রোত বহে মোক্ষ বারি ।
 সার্থক হইল শব যজ্ঞ শাপ হারি ॥
 সত্ত্বর হে সমল লৌহবৎ সাধী হও ।
 স্পর্শমণি যেশু বিশ্বাসে স্পর্শিতে যাও ॥

স্পর্শেতে সুবর্ণ হবে সংশুদ্ধি শরীর ।
 সতীর্থ হবে সত্যধন হবে সুধীর ॥
 সাশ্রু লোচনে সান্ত্বরে সাদরে সাধনা ।
 সাধ সিদ্ধি হবে স্বেদ শীত ও সান্ত্বনা ॥
 সাধি সাধুরা দেহ সাধের অক তাঁরে ।
 সেধে সাধ সার্থক সাজাব সাধ হারে ॥

ত্রয়ঃত্রিংশৎ সর্গ হকার ।

হ, (পুং) সম্বোধন ; কুৎসা ; শিব ; জন ; শূন্য ; বর
 ঘোটক ; ভর ; বিষ্ণু ; যুদ্ধ ।

হকারে হকারপানে হকার পাই হে ।
 হকারের হত প্রভরা হ করে হে ॥
 হে যেহু হতভাগ্য হীনার্থে হ হইতে ।
 হ হকারে প্রারম্ভিত হ হ করাইতে ॥
 হা হা হর্তা কঁর্তার হেড়জ হবনায় ।
 হের হীন হের জ্ঞান করিলো হেখায় ॥
 হতলজ্জ হিংসক যু হয়ে পুনঃ চায় ।
 হুস্র বেশে হুস হইলা হেঁট মাথায় ॥
 হনুতে হস্তাঘাত হতাদর হীন হাতে ।
 হস্তারা হিংসার মারে হাত সর্বগাতে ॥

হেমন্তে হিমেষে হয় শালায় হিতক ।
 হুণীয়া কণ্টক টুপি শিরে দেয় হিংসক ॥
 হা হাকার দাস দাসীগণ হা হা করে ।
 হস্তে পদে প্রেক হাতড়ীর ঘা হ করে ॥
 হর্ভা কর্ভা রাজা মম হোতা ক্রুশোপরে ।
 হৃদয়ে হস্তাঘাত অবলা নরা ও নরে ॥
 হর্ভা পাপহারী ক্রোধ হব্যাক্ত হবন ।
 হত ছল হানি ক্রোধ ছক্কারে হনন ॥
 হবনী কালঘরি ক্রুশ হব্য হ মাস ।
 হৃদয় ছক্কারে তাতে দিয়া আদাস ॥
 হাঁটু গাড়ি হৃদয়েশ হৃদয়েশা গণ ।
 হংকম্পে হস্তা ক্রুশ হৃদয়ঙ্গম মনঃ ॥
 হোম নরমেধ হেমমালী অপ্রকাশ ।
 হরনেত্রদিনে হর্মুট বারে প্রকাশ ॥
 হেরিলাম ত্রীযেশু হৃদচিহ্নে হেরণ ।
 হল্য হৈল উজ্জ্বল্য ত্রাণ হল্য সেবন ॥

চতুঃত্রিংশৎ সর্গ ককর ।

ক, (খং) রাক্ষস; বিদ্বাং; ক্ষেত্র; ক্ষেত্রপাল;
 সিংহাবতার ।

ককর নাশিতে ক্ষিতিতে ক্ষেমকর ।।

কম যেশু ক্রমাবান ক্ষীণে ক্ষেমকর ॥

ক্ষমতা হীন এ ক্ষেত্রে ক্ষণধর্মী ক্ষত্র ।
 ক্ষিতি কণে এ ক্ষত্র নির্মিত ক্ষণ মাত্র ।
 ক্ষিতিপালের ক্ষিতিপতি ক্ষৌণি রচক ।
 ক্ষতজ দিয়া ক্ষমতাতে ক্ষিপ্ত নরক ॥
 ক্ষুৎ রহিত ক্ষীরাদ ক্ষুণ্ণ এ ক্ষমাতলে ।
 ক্ষিরাদ করিতে পুনঃ ক্ষয় ক্ষিতিতলে ॥
 ক্ষিতি নর ক্ষমা পাবে ক্ষিপক থ তলে ।
 ক্ষমতাতে ক্ষিপ্ত উঠিলেন মহাবলে ॥
 ক্ষুধাতুর ক্ষৌণে দেহ ক্ষরিত ক্ষতজ ।
 ক্ষালনে ক্ষিপ্ত হবে প্রাণ পানে ক্ষতজ ॥
 ক্ষেদ ক্ষান্ত ক্ষিপ্ত কর ক্ষণাক্ষ ক্ষেপণে ।
 ক্ষেত্র ক্ষেপণে ক্ষোভ পাই হে ক্ষুদ্রমনে ॥

সংক্ষেপ—জ্ঞাপন ।

শূং-পুংলিঙ্গ, ত্রীং-ত্ৰীলিঙ্গ, ক্লীং-ক্লীবলিঙ্গ,
 ক্রিং-বিং-ক্রিয়াবিশেষণ, বিং-বিশেষণ, সং-সক্-
 নাম, ক্রিং-ক্রিয়াপদ, অং-অব্যয় ।

অভিধান ।



অমানি,-আদি রহিত ।	অগোচর,-অপ্রত্যক্ষ . ঈশ্বর
অমৃত,-অক্ষয় ; অমর ।	অনন্ত,-অশেষ ; নিত্য ।
অকল,-জ্ঞান ; বুদ্ধি ।	অখিল,-সকল ; সমুদায় ।
অপশব,-আত্মা ; জীব ।	অচিন্ত্য,-চিন্ত্য রহিত :
অসীম,- অনন্ত ; অশেষ ।	অদ্ভুত-আশ্চর্য ; অপূর্ব ।
অগ্রদ,-প্রতিপালক ।	অনুগ্রাহক,-দয়াবান ।
অগ্নি,-পর্যন্ত ; সূর্য্য ।	অল্পগন,-অতুল্য ।
অধিপতি,-কর্ত্তা ; প্রভু ।	অবস্থান -তিষ্ঠা ; স্থিতি ।
অন্নক,-মেঘ ; আকাশ ।	অগ,-ব্রহ্ম ; পরমত ।
অদ্বিকীলা,-সু ; পৃথিবী ।	অপাংপতি,-সমুদ্র ।
অভিনাদেশ,-জ্ঞানকর্ত্তার	অক,-বক্তগতি ক ।
অবতীর্ণদেশ ।	অম্বর,-আকাশ ।
অধঃ-নীচে ; তলে ।	অধিষ্ঠাতা-অবস্থিতিকারী ।
অম্ব-ব্রহ্ম ; অবধা ।	অকৌল-আট অঙ্গ ।
অবনতি-প্রণাম ।	অম্বদ্-আমি ; আমরা ।
অর্থনা-প্রার্থনা ।	অদ্বয়-এক ।
অঙ্গজ-তনয় ; পুত্র ।	অচ্চনা-পূজা ।
অভ্যর্থনা-প্রার্থনা ।	অঘোর-মহাদেব ।

অবাক-বাক্য রহিত ।	অচিৎ-অচেতন ।
অঘ-পাপ ।	অধমর্গ-জ্ঞানি ; দেবাক্রান্ত ।
অপরা-পশ্চিম দিক ।	অত্রুবান-শিশু ।
অদ্য-যথার্থ পথ ।	অভিদান-অপরিমিত দান ।
অমৃদ্ধারা-রক্তধারা ।	অভিবিক্ত-বিদ্রিমতে মিশ্রিত ।
অগতি-আশ্রয় হীন ।	অবহনন-দমন ; মর্দন ।
অপীব্য অতিসুন্দর ; সুশ্রী ।	অসূক-রক্ত ; শোণিত ।
অংহি-পদ ; চরণ ।	অর্হ-যোগ্য ; উপযুক্ত ।

আশ্বিক-বিশ্বস্ত ; প্রত্যয়িত ।	আদ্য-নিবেদন ; অভিযোগ
আগ্ন-পাপ ; অপরাধ ।	আদিম-আদ্য ; প্রথমজাত ।
আদন-বীজপুংস্ব ।	আশা-অমর ; ঈশ্বরপিতা ।
আক্রোশ-ক্রোধ ।	আরাতি-শক্র ; অরী ; বিপক্ষ ।
আশীবিষ-সর্প ; অহি ।	আর্তনাদ-ক্লেশ জন্য চিৎকার ।
আশুশুক্রিণি অগ্নি ; বহ্নি ।	আসিদ্ধ-অবরুদ্ধ ; কয়েদি ।
আশু-শীঘ্র ; দ্রুত ।	আতীল-কষ্ট ; ক্লেশ ; কুচ্ছ ।
আহুতি-ঈশ্বরোদ্দেশে	আশা-মুখ ; বদন ।
হবিক্লেপ ।	আঘোষণ-প্রচারণ ; ঘোষণা ।
আত্মজ্ঞা-প্ররোহিত ।	আত্মজ-পুত্র ; মন্তান ।
আমোদন আনন্দ জনন ।	আক্ষেপ খেদ ; মনস্তাপ ।
আলোকন-দর্শন ; দেখন ।	

ঈকার-খেদ, মনস্তাপ। ইদানীং-এই সময়; এই কালে।
 ঈলিকা-পৃথিবী; ধরণী। ইন্দ্রিয়-মুখ; হস্ত ইত্যাদি।
 ইতস্ততঃ-অত্রতত্র; ইষ্য-উপদেষ্টা; উপদেশক।
 ইচ্ছ-ইচ্ছা; বাঞ্ছা। ইদং-পুরোবর্তি; সম্মুখবদন্ত।
 ইন-সূর্য্য; প্রভু; ইজ্য-দান, যাগ, যজ্ঞ।
 ইন্দি-অভিলাষ; যাগ।

ঐ-বিবাদ; ক্রোধাদি; বোধক।
 ঐকন-অবলোকন; দর্শন। ঐষং-অপ্প; মনাক; জেশ।
 ঐপ্সিত-বাহিত। ঐড়া-সুহা; শুবনীয়;
 ঐড়া-স্তুতি; শুব। ঐক্ষক-দর্শ; অবলোকন কর্তা।
 উদ্ব্যন-অতিক্রমণ; উপদেষ্টা-উপদেশ কর্তা।
 উদাহরণ-দৃষ্টান্ত। উচ্ছন্ন নট; ছন্ন; ছিন্ন ভিন্ন।
 উদার-দাতা; মহৎ। উচ্চমনাঃ-মদন্তঃকরণ; মহাশয়।
 উদারাখা-মহৎনাম। উরণ-মেঘ; ভেড়া; মেঘ।
 উদধিমেষলা-পৃথিবী। উর্দ্বীশ্বর-জগৎকর্তা; প্রভু।
 উবন-প্রস্থান; অন্তর্ধান। উধার-ঋণ; ঋণ; কর্জ।
 উত্তোলক-উদ্ধারক; উদয়ন-প্রকাশ হওন।
 উড়ুপথ-গগন; আকাশ। উষাংশু-সূর্য্য; রবি ভারু।
 উল্লীপন-প্রকাশন; তাপন। উচ্চেষ্ট-ঘোষণা; রটনা।
 উদীরণ-কণন; উচ্চারণ। উৎস-উৎসৃই; প্রস্রবণ; নিষ্কার।
 উদ-জল। উদক; বারি। উৎপল্লবঃ; উল্লফন; লাকান।
 উদন্যা-পিপাসা; তৃষ্ণা। উৎপাদক-জনক; উৎপত্তিকারী

উপায়ে নিকটে ; সমীপে । উৎসঙ্গ-ক্রোড় ; কোল ।
 উজ্জ্বল-সরল মনঃ । উরচ্ছদ-কবচ ; মাতুলী ।
 উশী-বাঞ্ছা ; স্পৃহা । উদ্রাস-ভয় ; শঙ্কা ।
 উদ্যত-উদ্যতঃ হরে গীত । উজ্জ্বল-প্রকুল ; বিকসিত ।
 উপজাত-উপার্জিত । উদয়াস্ত-প্রভাতাবধিসন্ধ্যাপর্যন্ত
 উদ্যোত-আলোক । উত্তরসাধক-মহার ; মহাকারী ।
 উপনয়-উপস্থিত । উপেক্ষা-অস্বীকার ; ভাণ্ডা :
 উপাসক-উপাসনাকর্তা । উষর্কী-অগ্নি ; অনল ।
 উগ্রচণ্ডা-ভগবতী ; দেবী । উগ্রশেখরা-গঙ্গা ; জাহ্নবী ।
 উমাপতি শিব ; শঙ্কর । উমানুভ-কার্ত্তিকেয় ; কুমার ।
 উল্লাস-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু । উল্লাস-কৃষ্ণ ; বিষ্ণু ।
 উল্লসী স্বর্ণবেশা । উরগ-সর্প ; অশি ।
 উদূপতি চক্র , শশধর । উপচার-উপকরণ ; সেবা ।
 উদর্কি-অগ্নি ; শিব । উপতপ্ত-সমুদিত ; খেদিত
 উকার চক্র ।

উরুরী-অঙ্গিকার ; স্বীকার । উন হীন ; নুান ; অল্প ।
 উনবুক-ভীত ; অসাহসী । উজ্জ্বল-অতিশয় বলবান ।
 উজ্জ্বলী-তেজস্বী ; বলবান । উজ্জ-উগ্র ; মহাশক্তি ।
 উরী-অঙ্গিকার ; প্রতিশ্রুত ।

ঋজু-সরল ; সোজা । ঋণমৎকুল-প্রতিভু ; জামিন
 ঋত সত্য ; ঋণার্থ ; ঋত্বিক-পুরোহিত ; যাজক ।
 ঋণমাগণ-প্রতিভু ; লগ্নক । ঋক্য-ধন ।

অণ ধার ; দেনা । ঝড়ুকা স্বর্গ ; বজ্র ; ইন্দ্র ।

ঝক ভালুক ; ভরুক । ঝড়ি-গ্রহদোষ ; অনিষ্ট ।

ঝকার-সর্গের নাম ; স্বর্গ ।

ঝকাব-বেদ ; ঝ বেদর নাম । ঞ কার : দৈবের মাতা ।

একার ; এই : নিকটবর্ত্তি । একতম-অনেকের মধ্যে এক ।

একপদী-বয়স . পদ্য ; পদ্য . এতর্হি-এইকালে ; এখন ।

একেশ্বর-স্বাধীন ; একপ্রভু । এস-এই ; এতদ ।

এন-পাপ ; অপরাধ । এতদঙ্গে এইঅঙ্গে ; এইশরীরে

এতদশের একাংশ যেপুর একযোনি-সহোদর ভ্রাতা ।

শিষ্যের ১২ মধ্যে ১১ উত্তম এ আছে ।

এডক-মেদ , ভেড়া ! এবল লৌহময় বাণ ।

একান্ত-নিত্য ; অবশ্য । একাধিপতি একপ্রভু ; সম্রাট

এহিক-ইহভব ; ইহকাল । ঐপ্রিয়ক-প্রত্যক ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য

ঐশ্বর্য্য-ঐশ্বর ; সম্পত্তি । ঐন্দ্রিয়ালিক-সায়িক ; বাজিকর

ঐশিক-ঐশ্বরসম্বন্ধীয় ; ঐশ । ঐনাবুয়া-ঐমিত্ততা ।

ঐরি-শত্রু ; অরি । ঐছায়াবৎ-ঐদ্যাক্ষারতুলা মন ।

ঐপশ্যাৎ ঐপাছে । অনুগত ।

ওকার-প্ররোবর্ত্তি এবং । ওজস-বল ; গাম্ভীর্য ; তেজঃ ।

ওকঃ-স্থান ; আশ্রয় । ওষ্ঠাগত-প্রানমংশয় ; প্রাণান্ত ।

ওঝা বিষবৈদ্য ; অহিতুণ্ডিক । ওতুপ্লুত ; উল্টা পাল্টা ।

ওঝালি-বিষবৈদ্যের কর্ম্ম । ওরষা-লম্পট ; নির্বোধ ।

ওঁ-বিষ্ণু ; মহাদেব ; ব্রহ্মা ওষণ কটুরস ; ঝাল ।

অ উ ম। ওফা-উফাণ, লাড়ন ।

উদ্ধতা-পরওণামহিসুতা ; উচ্চ উদ্ধতা ; উচ্চত ; উন্নতি ।

উৎকর্ষা-শ্রেষ্ঠত ; উত্তমত । উদামা মহত্ব ; শ্রেষ্ঠত্ব ; দাতৃত্ব ।

উরগ-সর্প মনস্কীয় । উৎপাতিক-উৎপাত বিশিষ্ট ।

উচিতা-উপযুক্ততা । উতল প্রথম ; আদি ; প্রধান ।

উরৎ স্রীলোক ; নরা । উৎস-দৃষ্টেত্ত ; সাদৃশ্য ।

উপারিক-উপায় ; সাধ্য । উৎকট্য কঠিনত ; দৃঢ়মহত্ত ।

উর্ক-বাড়বানল ; জলমধ্যস্থ অগ্নি ।

অংশুধর-সূর্য্য ; রবি ; ভাত্ত । অংশু-কিরণ ; প্রভা , রাশি ।

অংশ-পাপ ; পাতক । অংশ ক্রক ; কাঁধ ; ভাগকৃ ।

অংশুমৎ-জ্যোতিঃহঃন্যাস । অংশিত-চিহ্নিত ; কৃতান্ত ।

অংশুকৃৎ গুল্ফ । অংশল-বলবান ; শক্তিদ্রব ।

অঙ্ক-ক্রোড় ; চিহ্ন ।

অংকার-ব্রহ্ম ; প্রভু । অং-স্বর্গের দেবর ; আশ্চর্য্য ।

ক—মস্তক ; আশ্রা ।

ককার-সূর্য্য ; জল ।

কন্দ মূল ।

কৃপণা-দয়া পূর্নক ।

কলেবর-শরীর ; দেহ ।

কাশাণা-পৃথিবী ।

কলুষ-পাপ ; দোষ ; অবশ্য ।

করাল-ঘোর ; ভয়ানক ।

কঠোর-বঠর ; কঠিন ।

কলিন-সূর্য্য ; পরিতোষ ।

কলানিধি-চন্দ্র ; ইন্দু ।	কটকী পর্কত ; শৈল ।
কোমল-নরম ; হৃদ ।	কুপ্ত ; অধীন ; কমুট ।
কিরীট মুকুট ; চূড়া ।	কৃতান্ত যম ; অন্তক ।
কালিঙ্গ-সর্প ; তরমুজ ; হস্তি ।	ক্রমিক-ক্রমাগত ; অবিস্ফেদে
কীলক খোটা ; গোজ ।	ক্রতু যজ্ঞ ; পূজা ; যাগ ।
ক্রম-চরণ ; আক্রমণ ।	কর্ষণ-আকর্ষণ ; টানন ।
কিঙ্কর-দাস ; সেবক ।	ক্রুর-পরজোহকারী ; নৃশংস ।
কবল গ্রাস ; মৎস্যবিশেষ ।	কাচুয়া-কপটবৈশাখী ।
ক্রূশ-ত্রিশূলকাষ্ঠ ; দণ্ডকাষ্ঠ ।	কালবরি-যে পর্কতে যেন্দু
	[মরেন ; পাপির আশ্রয় ।
কৃতাজ্জলি-অঞ্জলিবদ্ধ ।	কটি-কোমল ; সূতন ; নরম ।
কটু-পীড়া ; ক্রেশ ; বিপদ ।	কাকুতি-কাতরোক্তি ; খেদ ।
কেতু-পতাকা ; নিশান ।	কীর্তন-কথন ; গুণব্যাখ্যা ।
কানন-বন ; অরণ্য ; গৃহ ।	

খ-আকাশ ; সূর্য ।	খগবতী পৃথিবী, ধরণী ।
খ্যাত প্রসিদ্ধ ; খ্যাতিযুক্ত ।	খগোল-আকাশমণ্ডল ।
খুল্লম-পথ ; পহা ; মার্গ ।	খারা-অকপট ; সরল ।
খর্ব-ক্ষুদ্র ; খাট ; ছোট ।	খনি-ধর্নাদির আকর ।
খাম-স্তম্ভ ; খামা ।	খইন-গভীর ; অগাধ ।
খোর-খঞ্জ ; খোড়া ; পদ্ম ।	খো-আকাজ্জা ; বাজ্জা ।
খাট-বিধিমাতে নিযুক্ত ।	

গকার-গণেশ ; গলস্তন ছাগ ; অজ্ঞা ।
 গজবদন-গণেশ ; হস্তিযুথ । গগনকুম্ব-অলীক ; থপুপ্প ।
 গতপ্রভ-প্রভাহীন ; অন্ধকার । গগনধগ-সূর্য্য ; রবি ।
 গন্ধনাতা-অবনী ; পৃথ্বী । গভস্তি-কিরণ ; রশ্মি ।
 গরলী-বিষাল ; সর্প । গুল্ফ গোড়ারি ; গোড়মুড় ।
 গুণনিধি-বহুগুণাধার । গুণকৃত-উপকারী ; দাতা ।
 গড্ডলিকা-মেঘ যুথ । গদগদ-আহ্লাদে কি খেদে

[অব্যক্ত কথন ।

গণবন্ধ-দলভুক্ত ; সম্প্রদায়স্থ । গুরুপাণি-মহাপাণী ।
 গণ্ডমূখ-অতিশয়মুখ ; অতিশয় অজ্ঞ ।
 গৃহমণি-প্রদীপ ; দীপ । গণ্য-গণনার যোগ ; গণনীয় ।
 গতায়ুঃ-আয়ুঃশেষ । গতার্থ-অভি প্রায়সিদ্ধ ।
 গতিবিহীন-গতিহীন । গবেষণ সন্ধান ; অবেষণ ।

ঘকার-ঘণ্টা ; ঠুনগুন । ঘনঘন-মেঘঘনি ।
 ঘনি-কিরণ ; সূর্য্য ; জল । ঘাতন-হমন ; বধ ; মারণ ।
 ঘনবীধি-মেঘশ্রেণী । ঘূট ঘর্ষিত ; পেষিত ।
 ঘাতন-হমন ; বধ ; মারণ । ঘুটি-গুল্ফ ; গোড়ারি ।
 ঘোষণ-জ্ঞাতকরণ ; পড়ান । ঘোষণা উচ্চৈঃশব্দে প্রচার ।
 ঙকার-বিষয়স্পৃহা ; ভৈরব ।

চ-চন্দ্র ; চোর । চকার-শিব ; কচ্ছপ ।
 চক্রভেদনী-রাত্রি ; রজনী । চটন-সুন্দর ; মনোহর ।

চন্দ্রকান্তা-রাত্রি ; রজনী ।	চমক-উজ্জ্বলতা ; প্রভা ।
চিব্র-মনঃ ; হৃদয় ।	চিত্তাসঙ্গ-স্নেহ ; প্রেম ; প্রণয়
চারচক্ষুঃ-রাজা ; নৃপতি ;	চিত্রোক্তি-আকাশবাণী ।
চট্ট প্রিয়ভাষণ ; উদর ।	চক্ষাঃ-শিক্ষক ; উপাধ্যায় ।
চিত্রকণ্ট-কপোত ; পায়রা ।	চিদাশ্র-জ্ঞানময় আশ্রা ।
চেতনেশ্বর-পরমেশ্বর ।	চর্মজ-রক্ত ; শোণিত ।
চক্রধর-বিষ্ণু ; সর্প ।	চরণামৃত-পাদোদক ।
চাক্রফল আশ্রা ; আশ্রুর ।	চৈতন্য-জ্ঞানজনক ; জ্ঞানাত্মক ।
চুত-করিত ; পতিত ।	চক্রপাণি-শ্রীকৃষ্ণদেব ।
চক্রমণ্ডলী-সর্প বিশেষ ।	চক্রভৃৎ-চক্রধারী ; বিষ্ণু ।
চক্রী-বিষ্ণু ; সর্প ; কলু ।	চণ্ডালিকা-দুর্গা ; ভগবতী ।
চাক্রগত-শ্রীকৃষ্ণের পূর ।	চরম-অন্তিম ; অবসান ; শেষ ।
চণ্ডী-গৌরী ; দুর্গা ।	চক্রবাল দিকসমূহ ; পৰ্ব্বতমণ্ড [লাকার ; লোকালোক ।
চক্রবাক্য-সূর্য্য ; রবি ।	চট্টলা-বিছাৎ ; চঞ্চলা ।
মু-সৈন্যাসামন্ত ; পদাতি-	চক্ষিকা জ্যোৎস্না ।
সমুদয় ৩৬৪৫ এতাবৎ ।	
পলা-চঞ্চলা ; অস্থিরা ।	কিছুড় বজ্র ; বাজ ; বিছাৎ ।
চিহ্নিত-চিহ্নযুক্ত ; অঙ্কিত ।	

তরল ; নির্মল ।	ছন্দর-গৃহ ; কুঞ্জ ; ঘর ।
চট্টময়-দীপ্তিময় ; শোভা ।	ছাঁকনি চালুনী ; বাঁধারি ।
চন্দন-বাধন ; বাঁধা ।	ছপন-আজমণ ; ধারণ ।

ছমণ্ড পিতৃহীনবালক । ছেপ-গুণু ; গিষ্ঠীবন ।
 ছড়-বড়শা ; ক্ষতচিহ্ন । ছত্রভঙ্গ-নৃপনাশ ; অরাজক ।
 ছেদিক-বেত্র ; বেত ।

জয়-শত্রু পরাভব করণ ।
 জীবাধান-জীবনদান । জীবন-প্রাণ ; ধারণ ।
 জন্মাদ-হত্যাকারী । জগৎধর-পর্কত ; ভূধর ।
 জীবনাকর-গজাল ; প্রেক । জলই-গজাল ; প্রেক ।
 জীর্ণান-জীবন দানকরণ । জনপদ-বসতি স্থান ; দেশ ।
 জুতল-সুগঠন ; সুন্দর । জগদীশ-জগতের কর্তা ।
 জনববলভ-সর্কপ্রিয় । জীতেন্দ্রিয়-বশীকৃত ইন্দ্রিয় ।
 জজ-যোদ্ধা ; লডাক । জম্পতী-দম্পতী ; জায়াপতী ।
 জীবনান্ত-জীবন অন্ত । জ্যোতিঃ-মক্ষত্র ; প্রকাশ ।
 জনধর-মেঘ ; মুস্তক । জগদযোনি-জগতের উৎপাদক
 জনাস্থিক-অপ্রকাশ । জঙ্গপুং-কলুষ ; পাপ ; ঢাকা ।
 জনাশন-নেকড়েবাঘ । জম্বুভেদী-ইন্দ্র ; দেবরাজ ।

ঝ-ঝঞ্ঝাবাত ; ব্রহ্মস্পতি । ঝকার-দৈতাপতি ; নিদ্রিত ।
 ঝল্ক-তরঙ্গপাত । ঝটিতি-দ্রুত ; শীঘ্র ; দ্বরিত
 ঝড়কন-ভংগন ; ধমকান । ঝামরণ-কাপন ; করণ ।
 ঝাপসা-দৃষ্টির অন্যথা । ঝলঝল-দীপ্তিমান ; উজ্জ্বল ।
 ঝুণ্ড-সমূহ ; যুথ ; ব্যুহ । ঝর্ঝ-জলাদির গতন শব্দ
 ঝলকট কপোত ; পাররা । ঝাঁঝরা-বহুছিদ্রাঙ্কিত ।

ঝঞ্ঝা-বড়ঝড়। ঝম্প-পাতন ; লাকান ; লম্ব।

ঝাঁকন-আক্রমণ ; হেলন।

ঞ—শুক্র ; ষণ্ড ; যোগী। ঞ্কার-ব্যঞ্জনের দশমবর্ণ।

টকার—শক ; বামন। টগুই-বিবাদ ; কলহ।

টার-গৃহ ; বাটী ; ঘর। টঙ্কার-বিস্ময় ; প্রসিদ্ধ।

টেরচা-একপেশে। টের-জ্ঞান ; সম্ভান ; প্রাপ্ত।

টহলান-ভ্রমণ। টোপর-মুকুট ; মস্তকাবরণবস্ত্র।

টোটা-লৌহময় অস্ত্র বিশেষ। টোকর-আঘাত ; চোট ; টঙ্কর।

টক্টক-রক্তবর্ণ ; লাল রং। টঙ্কন চিহ্নকরণ ; অঙ্ক।

টুটক-নীচ ; অধম। টনক-কঠিন ; হঠাৎ স্মরণ।

টোকক-কুৎসাবাদী। টিট টিটকার ; উচ্ছ্বাস ; নিন্দা।

টুটুর ভেরীশব্দ ; চেড়ারাদ্বনি।

ঠ—প্রতিমা ; মহাদ্বনি। ঠকার-শিব ; ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবস্তু।

ঠকুর-ঠাকুর ; দেবগণ। ঠেলন হেলন ; অমান্যকরণ।

ঠোর-দৈর্ঘ্য ; চৈতন্য। ঠেম-অবলম্বন ; আশ্রয়।

ঠকঠকীতে-বিপদেতে ; দায়েতে।

ড-শিব ; শব্দ ; ধ্বনি। ডকার-জ্ঞান ; বাড়বাড়ি ; বান্ধ।

ডমর-ডরে পলায়ন। ডমরু-চমৎকার ; ডমরুবাদ্য।

ডমন-নভোগতি। ডাকা-মদ্য ; সাহসী ; ডাকাত।

ডর-গম্বীর ; নিঃসহান। ডড়া-বাদ্যবিশেষ।

ডুকরণে-মনস্তাপ ; খেদ । ডিম্বক-বালক ; শিশু ।

ডিম্ব-মূৰ্খ ; অজ্ঞ ; শিশু । ডলন-মর্দন ; পেষণ ; ঘষণ ।

ঢ-টবর্গের চতুর্থবর্ণ । ঢকার-ঢকা ; কুকুর ; ধনি ।

চুনচি-গণেশ ; হেরষ । চকারী-ছুর্গা ; দেবী ।

চপ-মূর্ত্তি ; ধারী ; চলন । চঙ্গ-খল ; শঠ ; ছলবেশ ।

চুনচন-অঘেষণ ; খোঁজন । চনা কুশ ; শুষ্ক ; মূন ।

চাণ্ডা-লোকসমূহ । চমন-ভগ্নহস্ত ; নিসেরণ ।

ণ-জ্ঞান ; নিশ্চয় ; শিব । ণকার-জল ; দান , গ্রীষ্মাগার ।

ণকারালঙ্কার-জ্ঞানালঙ্কার ।

ঞং-তুমি । ঞাতা-রক্ষাকর্তা ; রক্ষক ।

ঞং-ভির ; পৃথক । তন্-শরীর ; দেহ ; স্বাস্থ্য ।

ত্রয়-তিন ; ত্রিসংখ্যাক্রম । তীর্ণ-উত্তীর্ণ ; অভিভূত ।

তক্ষা-স্বত্রধর ; ছুতার । ত্রিবিষ্টপ-স্বর্গ ; নুরলোক ।

তাতার-পিতার । ত্রিকালজ-যে তিনকাল জানে ।

তবীষ-স্বর্গ ; সমুদ্র ; স্বর্ষ । তর্প-বৎস ; শিশু ; শাবক ।

তুণ্ডে-বদনে ; মুখে । তীক্ষ্ণ-খর ; উষ্ণ ; উগ্র ; প্রজ্ঞা

তান-গানাজ ; বিশেষ । সৌহ ; যুদ্ধ ; শীঘ্র ।

তিমির-অন্ধকার ; অজ্ঞান । তর্পি-সূর্য্য ; তাম্র ; রবি ।

তপন-সূর্য্য ; গ্রীষ্ম ; দাহ ; তলোদরী-ভাব্যা ; জী ।

নরক ।

তনয়-সন্তান ; আত্মজ ; সূত ।

তনয়া কন্যা ; পুত্রী ; তরল-চঞ্চল ; দীপ্তিশুভ্র ;
 সূতা । তাত-পিতা ; জনক ; আর্থা ।
 নিম্ব-তিন ; পিতা ; পুত্র ; তল্লজ-প্রশস্ত ; উৎকৃষ্ট , উত্তম ।
 পরিভ্রাণ । তলিমে-শয্যাতে ; বিরলে ।
 তম্ব-তাহানয়ন ; খণ্ড । তোর-জল ; সলিল ; বারি ;
 তম-অঙ্ককার ; পাণ ; তঙ্ক শৌক ; ত্রাস ; শঙ্কা, কুঠার ।
 শৌক । তঙ্কী-তঙ্ক ; অনুসন্ধান ; অন্বেষণ ।
 তচ্চিহ্না-তাহার চিহ্ন । তুচ্চীক-মোনী ; নিঃশব্দ ।
 তরঙ্গ-লহরী ; চেউ ; উর্মি । তরনী নৌকা ; তরি ; হতকুমারী
 তরুনখ-কণ্টক ; কাঁটা । তপস্যা-পুণোদ্দেশ্যে ; ত্রিশ জনক
 তল-অধোভাগ ; নিম্ব ; তল । কর্ম, ঈশ্বর সেবা ।
 তলাতল-রসাতল ; তৎ-সেই ; তিনি ; তাহা ।
 পাতাল । তৃণমৎকুন-প্রতিভূ ; লগ্নক ।
 তাদর্শে-তৎপ্রয়োজনে । তীরিত-সমাপ্ত ; সিদ্ধ ।
 ত্বরা-বেগে ; শীঘ্র ; দ্রুত । তৃতীয়-ত্রিনের পূরণ ।
 তর্নিদিন-রবিবার ; বিশ্রামবার ।

থ-রক্ষণ ; মঙ্গল ; ভয়- থকার ভয় ; ধংশ ; ভক্ষণ ; ব্যা-
 চিহ্ন ; পর্যন্ত । থি বিশেষ ।

থানা-আড়ডা ; চৌকি- থর-কম্পাবিত ; কম্পিত ।
 স্থান ; দস্যুদের মিলন- থুংকার-থুথুফেলন ; নিষ্ঠীবন-
 স্থান । ত্যাগানুকরণ ।

থুবড়ন অধোমুখেপতন ; থুতি-মুখ ; চিবুক ; দাড়ি ।
 নত হইয়া পড়ন । থা-স্থান ; স্থির ; নিশ্চিত

দ-ভাৰ্য্যা ; অচল ; দাতা । দকার-দান, ভাগ করণ ।

দণ্ডদাতা-শাসন কর্ত্তা ; দারা-স্ত্রী ; ভাৰ্য্যা ; গভ্বী ।

শাস্তা ; রাজা ; বিচারক । দরিত-ভীত ; ত্রাসিত ; শঙ্কিত ;

দর-দুই ; উত্তর ; যুগ্ম । দণ্ডধর-রাজা ; ভূপতি ; যম ।

দর্শাম-দেখান ; দর্শন দক-জল ; সলিল, বারি ।

করান ; প্রকাশন । দণ্ডনায়ক-সেনাপতি ; সেনানী ।

দ্রুত-কণ্টক কাটা । দর্দর-পর্কত ; গিরি ; ঈষন্তর ;

দুর্ক-স্ত-দুর্জন ; দুরাশ্রা দণ্ডকাঠে-কাঁমিকাঠে, ক্রুশকাঠে ।

উপদ্রবী ; অবাধা । দেহান্ত্রে-পঞ্চস্থ ; তনুত্যাগে ।

দাক্ষণ-ভয়ানক ; কঠিন দিবোকা-চাতকপক্ষি ; দেবতা ।

অসহ্য । দৃকপাত-অবলোকন ; দৃষ্টিপাত ।

দান-দান ; বিতরণ । দীননাথ-দরিদ্র পালক ; দীনরক্ষক

দানসৌণ্ড-অতিশয়- দীন-দরিদ্র ; দুঃখি ; জ্ঞান ;

দাতা ; বদান্যতা । দৃষ্টান্ত-উদাহরণ ; উপমা ।

দ্যো-স্বর্গ ; সুরলোক । দুর্দ্দিন-মন্দদিন ; খড় ; বাদল ;

দুর্কল-কুশ ; অশক্ত বিপৎকাল ।

অসমর্থ ; বলহীন । দুর্গতি-ক্লেশ ; দুঃবস্থা ; দরিদ্রতা

দেষ-হিংসা ; শত্রুতা, দুষ্য-মিন্দনীয় ; দুষণীয় ; বস্ত্র ।

বিরোধ । দাস্ত-সুশাসিত ; বশীভূত ।

ধ-ধন ।

ধকার-ধর্ম ; ত্রক ; কুবের । ধ্যান-চিন্তন ; ভাবন ; যোগ ।

ধীমির-জ্ঞানেন্দ্রিয় ; মন- দাস্ত-অন্ধকার ; তম ;

শঙ্কু : । ধুকি-কিরণ ; রশ্মি ; দীপ্তি ।

(৬৫)

ধন্য-দৃষ্টিভ্রম; অন্ধতা; ধর্মময়-পুণ্যময়; শুভাদৃষ্ট সব।
 ভ্রম। ধাবন-বেগে গমন; দৌড়ন।
 ধুম্রলোচন-কপোত; ধী-মতি; জ্ঞান; বুদ্ধি।
 পায়রা। ধীর-পণ্ডিত; ধৈর্য্যাবিত; অ-
 ধৈর্য্য-স্থিরতা; ক্ষমা চঞ্চল; প্রজ্ঞ।
 সহিষ্ণুতা। ধারণ-গ্রহণ; অবলম্বন; রাখন;
 ধরণী-অবনী; পৃথিবী। ঞ্চন গ্রহণ।
 ধাম-গহ, বসতি স্থান; ধরিজী-পৃথিবী; অবনী; পৃথ্বী।
 দেশ, প্রভা; আলো। ধরা-পৃথিবী; গভর্শির; মেদ;
 ধড় দেহ; কাষ; শরীর। ধৃত; রক্ষিত।
 ধনা-কৃত কর্ম; সাধু; ধার-দেনা; ঞ্চন; জলধারা।
 ভাগ্যবান, পুণ্যবান। ধ্বংস-নাশ; জংশ; হনন।
 ধ্বংসক-নাশ কর্তা; বিনাশক; হিংসক।
 ধাওন-ধাবন; দৌড়ন। ধনি-নাদ; শব্দ; রব; বাক্য বি-
 ধারাদ্ব-তীর্থ; খড়্গ। শেষ।



ন প্রশংসা, নহে, নিবেদ; নকার-বোদ্ধ; গণেশ; বন্ধন, রণ।
 দান। নিস্ত্রিংশ-খড়্গ; অস; নিষ্ঠুর।
 নাগ-সর্প; রং; রাং; নাশী-নাশ বিশিষ্ট; নষ্টকারক,
 হস্তী, সীমা, নাগকেশর কূল। হিঙ্গ রোধ করণ।
 নিটল-কপাল; ভাল। নতাক-তম; অন্ধকার; তিমির।
 নিগড়-বেড়ী; লোহ নি- নকর-ভূতা; সেবক; চাকর।
 ন্মিত শৃঙ্খল। নিবেদ-নিবারণ, বারণ, মানাকরণ

নাশা-নষ্ট করিবার যো-নরাস্তক-রাক্ষস; কোনপ; যম।
 গা; বিনশ্বর, অনিত্য। নিষ্ঠুর-পুরুষ; কঠোর; নির্দয়;
 নরী-নরজাতীমন্ত্রী; নারী, জুর।

অবলা। নিষ্কাশন-দূরীকরণ, তাড়ন;
 নগরক; পরিত; অচল। বহিস্করণ।

নেত্র-চক্ষু; নয়ন; অক্ষি। নেহারণ-দর্শন; অবলোকন,
 নির্দেশ-আজ্ঞা; আদেশ; দেখন।

অনুমতি। নগ্ন-মেটে; বিবস্ত্র; দিগম্বর।

নির্মাত-বাতাসে অতিহত হইয়া; যে শস্য হয়, মহাশয়
 বজ্রাঘাত নিত্য-স্থির; নিশ্চিত, সমাতন।

নিরঞ্জন-বিসর্জন, ত্যাগ, নিঃশেষ-সম্পূর্ণ, সমাপ্ত, শেষবর্তিত
 নির্মল; নিষ্কলঙ্ক। নিশাপাল চৌকিদার; প্রহরী।

নন্দর-নাশ্য; ধ্বংসযোগ্য, নিবাস-গৃহ; বসতি স্থান।

অস্থায়ী। নিঃশঙ্ক-নির্ভর; নিরাপদ।

নিরন্তর-নিবিড়, ঘন, নির্কীর্সন-দূরীকরণ, নগ্নরাদি
 অনবরত; অবিশ্লেদ; সর্কাদা। হইতে বাহির করা।

নির্কীর্সন-দূরীকরণ; ন-নিস্তারক-ত্রাণকর্তা; উদ্ধারকর্তা।
 গরাসিহইতে বাহির করণ।

নীর-জল; সলিল; পয়। নাথ-বাঘী; প্রভু; প্রতিপালক।

নিকারণ-হারণ; বধ। নরমেধ-যে যজ্ঞে মনুষ্য বধ করিয়া
 করণ। আজ্ঞাতি দেয়।

হ্রাস্ত-বক্ত; কুজ; অ-নীচনিধি-গমুজ; সাগর; অনাধি।

ধোমুখ। নিরন্ত-কাস্ত; নিবৃত্ত; নিরাকৃত।

(৬৭)

নামাঙ্কিত-নামটি কৃত ; নমস-প্রণাম ; নতি ।

নাম খোদিত । নগ্নক-প্রতিভ ; জামিন ।

নরকীলক গুরুহত্যা । নভঃ-আকাশ ; গগন ; আবলমাস ।

কারী ; গুরুষু । নমস্যা-পূজা ; নমস্কারের যোগ্য ।

নরেশ্বর-দেশাধিপতি ; নির্মল-মলরহিত ; স্বচ্ছ ; শুদ্ধ ।

নিম্নল-অসম ; অসদৃশ ; নৃপতি-রাজা ; ভূপতি ।

অতুল ; তুলনারহিত । নৃপবর-শ্রেষ্ঠরাজা ; রাজাধিরাজ ।

নিধুম-নির্দোষ ; নিঃ- নিভর-অতিশয় ; অবলম্বন ; ভরসা ।

শব্দ । নয়ন-চক্ষু ; নেত্র ; অক্ষি ; প্রাপ্তি ।

নিম্ন-অধঃ ; নীচ ; না- নলকাল-জাম্বু ; জজ্বা ; হাঁটু ।

বাল ; গম্ভীর । নিখুঁত-নির্দোষ ; দোষহীন ।

নিধন-শব্দ ; ধনি ; নিগয়-নিশ্চয় ; অবধারণ ।

নিম্নাদ । নৈকট্য-নিকটতাব ; সামীপ্য ।

নাটিকেতু অগ্নি ; অ- নির্দোষ-অশুভগমন ; অশুদ্ধান ; মোক্ষ

নল ; বন্ধি । নিধন-ধ্বংস ; নাশ ; অদর্শন ।

নিরাশ-আশ শূন্য ; নিরুপায়-উপায়হীন ; আশরহীন ।

হতাশ । নিখিল-সমস্ত ; সমগ্র, সকল ।

নেত্রায়ু-অক্ষু ; চক্ষুর নিরাহার-মতোজন ; অনশন ।

জঙ্গম । নক্ত-রাত্রি ; নিশা ; রজনী ; যামিনী

নিপ্পুত-প্রভাহীন ; নিরস-রসহীন ; রসাতাব ; শুষ্ক ।

দীপ্তি রহিত । নভোমনি-স্থ্য ; ভানু ; দিবাকর ।

নিগ্রহ-তাড়না ; প্রহার ; ক্লেশ ।

প-রাজপুত্র ; সাঙ্খ্য । পকার-পবন ; পত্র ।
 পয়োধর-মেঘ ; স্তন । পরম-উৎকৃষ্ট, প্রধান, আদ্য, শ্রেষ্ঠ
 পুরাতন-ইতিহাস, পুনা-শুভাদৃষ্ট, ধর্ম, স্মৃতি ।
 প্রাচীন ব্রহ্মাণ্ড । পণ্ড-ক্লীব, নপুংসক, নিরুপক ।
 পর্যটন-সর্বতোভাবে প্রাক্ত-পণ্ডিত, নিপুণ, দক্ষ ;
 জমণ । পূর্বাপর-অথপশ্চাৎ ।
 পর্যেষণা-গবেষণা ; অন্বেষণ, অনুসন্ধান ।
 প্রতিমা-প্রতিমূর্ত্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিবিম্ব, প্রতিচ্ছায়া ;
 পূজারি-দেবলব্রাহ্মণ, প্রণিপাত-প্রণাম ; প্রণতি, নমস্কার ।
 পূজাজীবী । প্রদক্ষিণ-চতুর্দিকে জমণ, দক্ষিণ-
 পটল-গ্রন্থ, পরিচ্ছেদ, বর্ন্তে, দেবতার উদ্দেশে ভূজণ ।
 ছাদ, বৃক্ষ । পুরাণ-বাসাদি মুনি প্রণিত গ্রন্থ
 প্রারম্ভিত-পাপক্ষয়, বিশেষ, প্রাচীন ।
 নত্বসাঁধন কর্তব্য, পাপনাশন কার্য্য ।
 পঁচত-সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র । পূবা-সূর্য্য, রবি, ভাস্কর ।
 পাদ্যার্ঘ-পাদপ্রক্ষালনার্থ জল ও পূজার জল ।
 পানোদক-চরণামৃত, পানীর-পানের জল, ভ্রাকারস ।
 পদ ধৌত জল । পূজা অর্চনা, বজ্রন, উপাসনা ।
 পদার-চরণধূলী । পূজিল দেবতা, পূজা, মানা ।
 পুত-পবিত্র, শুদ্ধ, শম্ম, পুরুষ মৃত্যু, মরণ, পাঁচের ধর্ম্ম ।
 পুন্দর-আত্মা, দেহ, প্রপঞ্চ বিপর্য্যাস, ভ্রম, বিস্তার, জ-
 শরীর, সুন্দরাকার । গৎ, সংসার ।

গতন-পতিত হওন, এসবন-উৎপাদন, জন্মান।
 পাত, গড়ন। প্রোক্ত-কথিত, একবে, উক্ত।
 প্রকীৰ্ত্তন-প্রস্তাবন, এত-দীপ্তি, আলোক, প্রকাশ।
 বর্ণন কথন। পয়োধি-মাগর, সমুদ্র, বারিমিধি।
 পল্লবী বৃক্ষ, ক্ষয়, তরু। পতঙ্গ-মূৰ্বা, ফড়িঙ্গ, পক্ষী, পারদ
 পালক-রক্ষক, পোষক, চন্দন।
 শাসন কর্ত্তা। পর্য্যধি-চক্র, বিধু, শশাক।
 পদ্মপাণি সূৰ্য্য, ব্রহ্মা, পুং-পুংলিঙ্গ, পুরুষ বাচক, মর।
 পদস্থ। পেশল-চাকু, মনোহর, সুন্দর, নি-
 গতি-প্রভু, স্বামী, না-পুন, ধূর্ত, দক্ষ।
 যক, অধিপতি। পত্নী-বিবাহিতা স্ত্রী, ভাৰ্যা, দারা।
 পরাংপর-শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, ঈশ্বর।
 পুত্ৰী-কন্যা, ছুহিতা, পুত্ৰাশ্রা-পবিত্র স্বভাব, শুদ্ধ দেহ,
 পুত্রবান। নিপ্পাপ শরীর।
 প্রসাদ-প্রসন্নতা, অনু-পাদপ-বৃক্ষ, তরু, ক্ষয়, গাছ।
 গ্রহ, নৈর্মল্য। প্রফুল্ল-বিকসিত, উৎফুল্ল, বিকাশ
 প্রমাদ-অনবধানতা, যুক্ত।
 ভ্রম। প্রকৃতি-স্ত্রী, শক্তি স্বভাব, ধর্ম।
 প্রজ্ঞাপি-সঙ্কেত, জ্ঞাত প্রাণান্ত-প্রাণাবসান, প্রাণ শেষ,
 করণ। মরণ।
 প্রশান-ভোজন, প্রকৃষ্ট। প্রবন্ধক-প্রতারক, শঠ।
 প্রতারণ-প্রবঞ্চনা, মি-প্রীত-প্রীতিযুক্ত, প্রমুদিত।
 থ্যা হনন। প্রীণ-পুরাতন, প্রীত, সন্তুষ্ট।

ଅସ୍ମାସ ପ୍ରସବ, ଅମ, ପୁନଃକିତ-ହସିତ, ଆହ୍ଲାମିତ ।

କ୍ରେଶ, ଆସ୍ମାସ । ଅସ୍ମା ମାତା, ଷୋଟକୀ ।

ପୂର୍ଣ୍ଣ-ପୁରିତ, ତରା, ମାଞ୍ଜ । ପୟୁନିତ-ଏକେବାରେ ମିଶିତ ।

ଅସ୍ମତ-ଅମବକରା, ଉଠ- ଅସ୍ମତିତ ଛୁଃଥ, କ୍ରେଶ, ଯାତନା ।

ପମ । ପମଗ-ମର୍ମ, ଉରଗ, ଅହି ।

ମୁଦାକୁ-ଭୁଜକ, ରୁଚିକ, ପ୍ରତିଶ୍ରବ-ଅନ୍ନିକାର, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ।

ଅମ୍ବୁଲ-ଅନ୍ତର, ବକ୍ତ୍ରଲ । ପ୍ରତ୍ୟକ୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିକ୍, ପଶ୍ଚିମଦେଶ ।

ଅସ୍ମା-ନାମ, ହୃତା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍-ସ୍ପଟ, ମାଞ୍ଜାଈକାର ।

ଅମ୍ବୁଲୀୟ । ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ-ନୈବବାଣୀ, ନିରାକରଣ ।

ପର୍ବ-ପରିମଳ, ମତା, ପ୍ରଦର୍ଶନ-କ୍ଷେପଣ, ଦେଖନ, ପ୍ରକାଶନ ।

ମମାଞ୍ଜ । ପତିତପାବନ-ପତିତେରପବିତ୍ରକାରୀ ।

ପ୍ରମୁଦିତ-ହୃତ, ଆ- ପ୍ରମାଣ-ସ୍ତବ କରଣ, ମଂକୀର୍ତ୍ତନ ।

ହ୍ଲାଦିତ, ଆନନ୍ଦିତ । ପ୍ରତିମ-ତୁଳା, ମନୁଷ୍ୟ, ମମାନ ।

ପ୍ରାଣୀବ-ଅନ୍ତର୍ଜାଳା, ମଳ-ଅତ୍ୟନ୍ତକାଳ, ହୃଦ, ମାଂସ ।

ଗବାକ୍ଷଦାର । ପଚତ-ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଅଗ୍ନି, ହିମ୍ବ ।

ପରିହାସନ ପଞ୍ଚାତେ, ଧ୍ରୁବ ଗମନ, ଚିନ୍ତନ, ବିବେଚନ ।

ମାପି-ଚକ୍ର, ନିର୍ଦ୍ଦାକର । ମନ୍ତ୍ରବକ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନିବାକର ; ଭ୍ରମର ।

ଆଞ୍ଜଳ-ମୋକ୍ଷା, ମରଣ ; ଆବୋକ୍ଷା-ପରିଜ୍ଞାପକ, ବୋଧ ଦାତା ।

ଋଜୁ । ପ୍ରଘ୍ନା-ଆମତ୍ତନ, ନିମତ୍ତନ ।

ଅଭୂତ-ଅତୁର, ଯଥେଷ୍ଟ, ଆମାନ-ଗୃହ, ଅଢାଲିକା ; ରାଜଗୃହ ।

ଊର୍ଜତ । ବଡ଼ଗୃହ ।

ଅବୌନ ନିଷ୍ଠୁର, ଅଭିଜ୍ଞ, ବିଜ୍ଞ, ଶୋକା କୃତୀକୃଷ୍ଣ ।

পরিণয়-বিবাহ দার- গানীর-পানবোঁগা, পের ।
 পরিগ্রহ । পয়ঃ-জল, ক্ষীর, দুগ্ধ ।
 পারিষদ-সভাস্থ, সভা- পাখিস-সমুদ্র, চক্ষু, জল ।
 সদ, সভ্য । পর্যাবসান-প্রাপ্তি, শেষ, পরিণাম ।
 পাশ-রজ্জু, গুণ, সূত্র, পক্ষা-দেখ, প্রশংসা, বিশ্বাস ।
 দড়ী । পৃথুল-মহৎ, বড়, বিস্তৃত ।
 প্রাণাকর-জীবনাকর, পদব্রজ-পদ দ্বারা গমন, পায়েচলন
 বলাকর । পল্লি-পাড়া, ক্ষুদ্রগ্রাম, কুঠী ।
 পর্যটন সৰ্ব্বতোভাবে প্রতিশ্রব-অজিকার, স্বীকার ।
 ভ্রমণ । পৰ্জ-উৎসব, আমল, গাঁইট ।
 পরমার্থ-উৎকৃষ্ট, বস্তু, পিতর-প্রভব, বেশুর শিষ্যমৎসাধারী
 যথার্থ, তত্ত্ববিষয় । পিতৃকামন-আশান, সমাধি, কবর ।
 প্রতিনিধি-মুখোর, স- প্রতিশীর্ষ-প্রতিনিধি, বদলি, বামীন
 দৃশ, তৎস্বরূপ বদলি পিনাক-শূল, ত্রিশূলের ন্যায় কুশ ।
 প্রজ্ঞান-উত্তরীয়বস্ত্র, প্রবুদ্ধ-পণ্ডিত, একুশ, চৈতন্য-
 প্রবীর, আচ্ছাদন, প্রাপ্ত; জাগ্রত ।
 পরি-সৰ্ব্বতোভাবে প্রাহুভাব-মহিমা, প্রকাশ ।
 শেষ, উপসর্গবিশেষ । প্রসহ্য-হটাৎজকন্মাৎ, বলপূর্বক ।
 প্রেরিত-প্রেরিত, নি- প্রবোধ-প্রকৃষ্ট জ্ঞান, চৈতন্য, বি-
 যোজিত । সিদ্ধহ, ।
 পরান-গতি, প্রস্থান । প্রভাবলোকন-পুনর্জীর মর্শন ।
 পরিজ্ঞান-নিষ্কর বোধ, সৰ্ব্বতোভাবে অবগত ।
 প্রবোধ কর্তা, চেতন প্রতিকণ-পৌনঃ পুন্য বারবার
 কর্তা, বর্ণনা । কণে কণে ।

প্রতার-বিশেষ, নিশ্চয় পদাঙ্ক-পদচিহ্ন, পায়ের দাগ ।

জ্ঞান । প্রকালন-ধাবন, ধৌতকরণ, মার্জন

প্রতাগমন-ফিরিয়া আসা, পুনরাগমন ।

পাদবন্দন-চরণ সেবন, ফনধর-সপ, ভুজঙ্গ, অহি ।

পদে প্রণতি করণ । কটক্ষীত-অহির মস্তক তোলন ।

ফটা-ফণা, দলিত কিতব । কুলি-বিকাশ, প্রকাশ, ক্ষুটন ।

ফলিত-ফলজাত বৃক্ষ, ফন্দি-ছল, ছুতা, প্রতারণা ।

কল বিশিষ্ট । ফাঁদ-ফাঁশ, পাশ, জাল ।

ফাঁড়া-রিম্ভি, আপদ, ফেরব-শৃগাল, রাফস, হিংস্রক ।

বিভ্রাট । ফলদ-ফলদাতা, অতীতপ্রদ, সকল

ফুল-বিকশিত, পুষ্প, ফুসি-নির্ধন দরিদ্র, নিষ, তুচ্ছ ।

ফুল । ফর-ঢাল, ফলক, তক্তা ।

ফাল-হলোপকরণ; ফলভূমি কর্মফল ভোগ স্থান ।

লাজলহ ভূমি । ফলগ্রাহক-ফলগ্রাহক; দেবর ।

ফিত্তি-পাপ, নিষ্ফল, ফলপ্রতি কর্মফল; প্ররণ, ফল-

বাক্য ; কোপ । প্রশংসা ।

ফলমুখ-শস্য, সংগ্রহকাল, ফল পাড়িবার সময় ।

ব-বাহ; বক্রণ; জলাধিপতি ।

বকার-জলপাত্র, বানু, বদন-মুখ, আসা, আনন, কথন ।

বপুঃ-শরীর, প্রশস্ত-বেগম-কম্পন, কাপন, লড়ন ।

আকৃতি । বর্জর-পানর, নীচজাতি, মুখ, অক্ষ

বৃধসান-মহুয়া, মানব মনুজ ।	বিনীরতে-পাপেতে, কলুষেতে, অ- ধর্মেতে ।
বপিন-তাত, জনক, পিতা, বাপ ।	বাকুণ্ড-সর্গের রাজা, অনন্ত, কণিরাজ বসুধা-ধরণী, পৃথিবী, পৃথ্বী ।
বায়ুকেতু ধুলি, ধুলা, পাংশু ।	বনান-নির্ম্মান, গঠন, রচন । বনিতা, ভাষ্যা, স্ত্রী মাত্র ।
বিপিন-বন, কানন, অটবা, অরণ্য ।	বল্গ-সুন্দর, সুশ্রী, মনোহর । বিচিত-জাশ্চর্যা, বিস্ময়, চমৎকার ।
ব্রজ-পদ্মা, গোষ্ঠ ।	ব্রজা-পর্যটন, ভ্রমণ, বগ, সমূহ ।
বিরিঞ্চন সৃষ্টিকর্তা, বিধাতা, ব্রহ্মা ।	বিশ্বশ্রম্ভা-সৃষ্টিকর্তা, ঈশ্বর, বিহ্বল-বাকুল, ভয়াদি হেতুক ।
বিভ্রৎ-ভরণপোষণ- কর্তা, ধারণকারী	বদান্য-দাতা, দামশীল, মুক্ত হস্ত । কিছু-এতু, শঙ্কর, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ।
বিমল-নির্ম্মল, স্বচ্ছ, পরিষ্কার চাক ।	বিলোকন-অবলোকন, নিরীক্ষণ, দর্শন, দেখন ।
বিশ্রাম-বিরাম, শ্রম শাস্তি ।	বিরাম-নিবৃত্তি, বিরতি অবসান, শেষে বিশ্রাম, ক্ষান্তি ।
বিতা-প্রভা, কিরণ, প্রকাশ, শোভা, বিবাহ ।	
বিনীতাত্মা-নমুমনা, শিষ্ট, সাধু ।	বিধি-ব্যবস্থা কাল, বিবিবাক্য, বি- ধাতা ।
বজ্রন-ত্যাগ, ছাড়ন, পরিহার ।	বায়ুরোষা-রাত্রি, নিশা, রজনী । বাগদত্তা-বাক্য দ্বারা সম্বন্ধস্থির,
বাজপৃকব-আদিপৃকব	বাগদান ।
বংশের মূলব্যক্তি ।	বিনিময়-বদল, পরির্ত, পরিদান ।

ବିଗଳ-ଶତ୍ରୁ, ରିପୁ, ବିବହର-ମର୍ମ, ଭୁଞ୍ଜ, ମାମ ।
 ଅରି, ବିପକ୍ଷ । ବିଗମ-ନାଶ, ଅପଗମ, ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ।
 ବଧୟ-ମାର, ଆଗହତ୍ୟା, ବାଗ୍‌ଦତ୍ତ-ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତତ୍‌ସମା, ତା-
 ହନନକର । ଡନା ।

ବିପ୍ଳବ-ହହଂ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ, ବ୍ରତ-ଞ୍ଜତପୁନ୍ୟ କର୍ମାର୍ଥେ ଉପବାସ,
 ବିକୀର୍ଣ-ବିକିମ୍ବୁ, ଛୁଢ଼ାନ । ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ।

ବଲ୍ଲି-ପ୍ରିୟା, ଲତା । ବଲ୍ଲିକ-କଟକ, କାଟା ।

ବୟାନ-ବାକ୍ୟ, ଅର୍ଥ, ବାସିଷ୍ଠ-ରକ୍ତ, ବଧିର, ଶୋଣିତ ।
 ମୁଖ । ବିଗଳିତ-ସ୍ଥଳିତ, ପତିତ, କ୍ଷରିତ ।

ବିଲୋଚନ-ଚକ୍ଷୁ ନୟନ, ବାଗ୍‌ଦତ୍ତ-ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଦାନ ।
 ନେତ୍ର । ବୋଧନ-ବିଜ୍ଞାପନ, ଜ୍ଞାନନ ।

ବିତାକର-ସୂର୍ଯ୍ୟା, ରବି, ବ୍ୟାପନ-ମୃତ, ମର୍ତ୍ତ, ଗତାନ୍ତ ।
 ନିବାକର, ମାର୍ଜିତ, ବିକଳାଞ୍ଜ-ଦତ୍ତାବତଃ ମୂଳାଞ୍ଜ, ଅଞ୍ଜ-
 ବିର୍ଜ-ସମୁଦାୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ହିନ, ଧଞ୍ଜ ପ୍ରଭୃତି ।

ଉଗ୍ର, ବନ୍ଦନ-ପ୍ରଣାମ, ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ଉପକରଣ
 ବନନ-ସେଷ, ବାରିନ, ବାହନ-ହସ୍ତି, ଅଶ୍ଵ, ରଥାଦି, ଯାନ ।
 ବନନାତା । ବିକ୍ରମ-ସୌର୍ଯ୍ୟାତିଶୟ, ଅତିଶୟବଳ

ବଚନ-ଶକ୍ତ, ଅରି, ରିପୁ ବକ୍ତବ୍ୟ-ପ୍ରତାରଣ, ଠକାଣ ।
 ଦୋଷ । ବାରେକ-ଏକବାର, ଏକ ସମୟ, ମରୁତ ।

ବୋଧ-ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବଳନ-ବାଇବେଲ, ଧର୍ମପୁସ୍ତକ ।

ଅନୁମାନ । ବରଣଡାଳା-ବରଣେର ଉପକରଣ ପାତ୍ର,

ବପୁଃସ୍ରବ-ଶରୀରରୁ ରସ-ପ୍ରାର୍ଥନା ନୈବେଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣ ।

ଶାତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁ । ବିଲୋକନ-ଅବଲୋକନ, ନିରୀକ୍ଷଣ,

ବିନୋଦନା-ଆମ୍ଭକର୍ତ୍ତା,

ଦର୍ଶନ, ଦେଧନ ।

ମୋଚନକାରକ ।

ବାପନେ-ସ୍ବତ୍ବାତେ ବିପନେ, ଆପନେ

ବିଭବ-ଧନ, ସମ୍ପାଦି,

ବାପ-ଚକ୍ରର ଉତ୍ତର, ଅଶ୍ରୁ-ନାହି, ଉଷା

ଶ୍ରୀକ୍ଷୟା, ଯୋକ ।

ତ-

ତଦ୍ବାର-

ଭୁବନେଶ୍ବର-ଜଗଦିଶ୍ବର

ତଦ୍ବାରମ୍ଭ-ତଦ୍ବାରାନ୍ତ୍ରୀହକ, ତଦ୍ବାର

ତୋଃ-ସଂସାଧନାର୍ଥ,

ଅତି ସ୍ନେହ ।

ଅନ୍ୟାର୍ଥ, ଆଭିଯୁକ୍ତାର୍ଥ । ତଗବାନ-ଅନ୍ତର, ଦିଶ୍ବର, ମୃତ୍ୟୁ ପୂଜା ।

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ-ନକ୍ଷତ୍ରକାରୀ, ବି-

ତରଣ୍ୟ-ମିତ୍ର, ଅଗ୍ନି, ଦିଶ୍ବର, ଚନ୍ଦ୍ର ।

ହେନକାରୀ ।

ଭୂ-ପୃଥିବୀ-ଭୂମି, ଯଜ୍ଞାଦି ।

ଭୂଜଙ୍ଗ-ସର୍ପ, ଅହି,

ଭୂମୋହର-ପୁନଃ ବାରହାର ।

ଲମ୍ପଟ ।

ଭୂରିକ୍ତ-ପ୍ରଚୁର, ଅବିକ, ଯଥେକ୍ତ ।

ତଦ୍ବ-ଅନୁରକ୍ତ, ଅନୁଗତ, ଭୂମିବର୍ଦ୍ଧନ-ସ୍ବତ୍ବା, ନିଧନ, ଶବ, ମଡ଼ା ।

ସେବକ ।

ତବଂ ଯୁଷ୍ମଦର୍ଥ, ଯତ୍ନନାର୍ଥ ।

ତବାକ୍ତି-ସଂସାରରୂପମ-

ତଗ-ଇଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ, କୀର୍ତ୍ତି,

ସୁଦ୍ର, ତବମାଗର ।

ମାହାତ୍ମ୍ୟା, ଶ୍ରୀକ୍ଷୟା, ଧର୍ମ, ଯଶ, ମୌଳିକା

ତବାନ-ଭୂମି, ଯୁଷ୍ମଦର୍ଥ ।

ତବଦୌର-ତୋମାର, ଯୁଷ୍ମଦ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ।

ତାବିକ-ତବିକ, ମଙ୍ଗଳ,

ତାସ୍ତି-ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ଉପାସ୍ତିତକାଳ,

ଶୁଭ କଲ୍ୟାଣ ।

ତଦ୍ବସମାଚାର-ସମ୍ବଳ ସମାଚାର ।

ତା-ନୀତି, ପ୍ରଭା, କିରଣ । ତାସ-କଥା, ବାକ୍ୟ, ପଦ ।

ତୀର-ତରଣୀଳ, ଶରୀର,

ଜ୍ୟେଷ୍ଠ-ଚଳନ, ଗମନ ।

ଅଜ୍ଞା, ହାସ୍ୟ ।

ଭୂଲୋକ-ଉତ୍ତର, ଜଳାକର ।

ভবন-গৃহ, আলয়, ভাব, বাটী, উৎপত্তি হওন ।

ক্রোকপ-ঈষৎ অবলো- ভরও-পতি, স্বামী, রাজা, ভূপাল ।

কন । ভদ্রাসন-নৃপাসন, সিংহাসন, বসত-

ভূস্পৃক-মানব মনুষ্য, ভূমি স্পর্শ কারী । বাটী ।

ভীষণ-ঘোর, ভয়ানক । ভূধর-পর্জিত, গিরি, শৈল ।

ভদ্রনিধি-মহাদান বিশেষ ।

ন- মকার-

মহাশ্ম-উত্তমশ্রুতাব- মেসাক্ষা-প্রতিশ্রুত, ত্রাণকর্তা, অ-
যুক্ত, মহাশয় । ভিষিক্ত ।

মহি-পৃথ্বী, ধরণী । মর্ত্তস্থ-অবনীস্থ, পৃথিবীস্থত ।

মহাপথ-মৃত্যু, রাজবর্জ, মর্ম্মকীল স্বামী, প্রভু, তত্ত্ব ।

যে পথে না ফেরে । মেধ-ক্রতু, যাগ, যজ্ঞ ।

মমতা-আত্মতুল্য স্নেহ মর্ত্ত-মনুষ্য, সদা, উপনীত, ত্রাণন
বা অনুরাগ । মোক্তা-মোচনকর্তা, ত্রাণকর্তা ।

মঞ্জলকর-শুভকর, ক- মঞ্জুপ্লব-সিংহ কেশরী মৃগেন্দ্র
লাগ দায়ক । মদার-শটধূর্ত্ত, শুকর, বায়ুক ।

মহানাদ-রহদশক, হস্তী, সিংহ উটু শঙ্খ, কাক্সা বাদ্য ।

মঞ্জু-মনোজ্ঞ, সুন্দর, মধুজা-পৃথিবী, ধরণী, ধরিত্রী ।

চাক, মনোহর । মনোরথ-ইচ্ছা, বাঞ্ছা, মনের বাসনা

মনোরম-মনোজ্ঞ, ম- মৃত্যুঞ্জয়-মৃত্যুজয়কারী ।

মোহর সুন্দর মনোরঞ্জক-মনের আনন্দ জনক

মর্তুবা-নাশা,	মনুজ-মনুবা, মানুষ, মর ।
মারিবার যোগা ।	মনোহর-মনোজ, সুন্দর, স্বর্ণ ।
মাহাত্মা-মহাত্মতা,	মেধা-পবিত্র, পুণ্য, মর্চ, যজ্ঞীয় ।
প্রভাব, মহত্ব ।	মোদিত-হর্ষযুক্ত, আনন্দিত ।
মমতা-মাতুল্যস্নেহ	মনিমান-মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত ।
বা অনুরাগ ।	মণিমন্দির-রত্নময়গৃহ, মণিমণ্ডপ ।
মুক্ত-মুক্তক-মুক্তক,	মঙ্গলবাদ-কল্যাণ প্রার্থনা ; কুশল
শিরঃ, মাথা ।	কথন ।
মহালোকেশ-রাজা,	মন্য-যন্ত্রণা, খেদ, তাপ, জ্বালা ।
ভূপতি, নরেশ ।	

য-	যকার-
যাবজ্জীবন যাবদায়ু,	যাত্রা-প্রস্থান, গমন, নেশভ্রমণ ।
জীবন পর্যান্ত ।	যাপন-কালক্ষেপণ, লাটান ।
যাচনীয়-ভিক্ষণীয়,	যাবযুক্তা-আলতামাথা, রাজাপদ ।
ভিক্ষা করিবার যোগ্য ; প্রার্থনীয় ।	
যুগল-যোগ, যোড়া ।	যজ্ঞভাজন-যজ্ঞপাত্র ।
যজ্ঞভূমি-যাগস্থান,	যজ্ঞত-পুরোহিত, ঋত্বিক ।
যজ্ঞস্থল ।	যজ্ঞম-যাগকরণ, পূজন ।
যজ্ঞ-যজ্ঞ, যজ্ঞমান,	যজ্ঞান্ত-যাগশেষ, যজ্ঞ সাঙ্গ ।
যাগকারী ।	যথোচিত-যথাযোগ্য, ন্যায়মত ।
যজ্ঞেশ্বর-যজ্ঞের অ-	যুগ্মদীয়-ভবদীয়, ভোদার ।
ধিষ্ঠাতা ।	যত্র তত্র-যেখানে সেখানে, যথোক্তথা ।
যজ্ঞদ ভূমি, সমুখস্থ-	যজ্ঞশেষ যজ্ঞা, মরণ, ধ্বংস ।

র- রকার-
 রৌরষ ঘোর, নরক, রাশীকৃত-বহুল, পুঞ্জীকৃত ।
 ভয়ানক, ধ- কহিকহিকা-উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ, ভাবন।
 রোধ-অপরাধ, পাপ । রোদস-স্বর্গ, আকাশ ।
 রোক্ষ-রুদ্ধতা, রু- রিপু শত্রু, বৈরী, বিপক্ষ ।
 কহু, নিঃস্নেহতা । রিশ-হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা ।
 রুচ-জাত, প্রসিদ্ধ, রদ-দশন, দন্ত, দাঁত, খোঁড়ন ।
 প্রকৃতি । রশ্মি-কিরণ, শ্রুতা, রজ্জু ।
 রোষ-ক্রোধ, কোপ । রুদ্ধ-আবৃত, আটক, কয়েদ ।
 রসনা-জিহ্বা, রস- রোম-জল, তনুগ্রহ, লোন ।
 নেত্রিয় । রুদিত-ক্রন্দন, কাদন, বিলাপ ।
 রুচ-বহু প্রদ, বহুল- রোধুরত-পাপে রত, রোধুপাপ, ক-
 দাতা, মহাবদান্য । লুপ, দোষ, অপরাধ ।
 রুদন-শীঘ্রগমন, রেতজা-বালি, বালুকা ।
 দোড়ন । রথ-পদ, চরণ, দেহ, কার, সামান্য ।
 রাশীকট-পুঞ্জ, স্তূপ । চক্রবিশিষ্ট, যুথাস্থমান ।
 রিঙ্খন-স্থলন, রক্ষণ । কচিহ-মিষ্টবস্তু, স্বাদু দ্রব্য ।
 রসন-আবাদন, রস- রেণু-ধূলি, পাংশু, ওঁড়া ।
 গ্রহণ । রুহ-আরোহণ, জাত, উৎপন্ন ।
 রুজ্জ-শাসন, রুকিত-প্রতিপালিত, রক্ষা করা ।
 রুজ্জ-পৃথিবীতে, ধরনীতে ।

ল- লকার-
 লট-হুজ্জন, হুফ । লণ্ডলণ্ড-উচ্ছিন্ন, প্রচ্ছিন্ন, ব্যতিব্যস্ত ।
 লোকান্তর-পরলোক, লোকেশ্বর-ভুবনেশ, রাজা ।
 মৃত্যু । লোকযাত্রা-সংসারযাত্রা ।
 লোকাপবাদ-জনস- লজাক-বেশুর শিষ্য ৪ দিনের মরা
 মঞ্চে নিন্দা । তাহাকে শ্মশান হইতে উঠান ।
 লপন-মুখ, বদন, লাঞ্চিত-ভংসিত, তিরস্কৃত, নিন্দিত
 ভাষণ, কথন । লজ্জা আঘাত, প্রহার, মারণ ।
 লোকনাথ-রাজা, লগ্নক-প্রতিহু, জামীন ।
 শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু । লবিত-বাহিত, ইচ্ছা, অভীষ্ট ।
 লোহ-লোহ, রক্ত, ললিত-সুন্দর, মনোজ্ঞ, কোনল, নরম ।
 কধির, অশুক । লোচন-চক্ষু, নেত্র, নয়ন ।
 লাগ-মৃতদেহ, শব । লঘনীয়-স্পৃহনীয়, বাঞ্ছনীয় ।
 লঞ্জের-চরণের, লজ্জ, লীচন-আশ্বাদন, লীচ, আশ্বাদিত ।
 পাদ, কচ্ছ, কাছা । লেহ্য-অমৃত, সুধা, লেহনীয়, চাটবার
 লগড়-চাকু, মনোহর, সুন্দর । যোগ্য ।
 লঙ্ঘন-উপবাস, অতিক্রম, লক্ষন, ডিঙ্গান ।

লকার- ব্যাকুলায়া-শোকাভিহতচিত্ত, উদ্ভি-
 বিলোপ-একেবারে গমনা, উৎকণ্ঠিত অন্তঃকরণ ।
 লোপ, নাশ, ধ্বংস । বিচিত্র-আশ্চর্য্য, বিস্ময়, চমৎকার,
 বদন্য-বদান্য, বহুপ্রদ, নানাবর্ণ ।
 দাতা, উদার । বণীক যাচক, প্রার্থক, ভিক্ষুক ।
 বয়ুন-জ্ঞান, জ্ঞাত । বোধন-বিজ্ঞাপন, জ্ঞান ।

ନିକାର- ଶୁଭ-କ୍ଷେମ, ଯଜ୍ଞନ, କଲ୍ୟାଣ ।
 ଅରଣ-ଆଶ୍ରୟ, ଅବ- ଶ୍ରୀପତି-ପୃଥିବୀନାଥ ନାରାୟଣ ।
 ଶ୍ରୀତ-ସେବତ, ଆଶ୍ରୀତ ।
 ଶୋଭନ ସୁନ୍ଦର, ଶୋ- ଶଶ୍ଵ-କଲ୍ୟାଣ, ଶରୀର, ଶୁଭ, ପ୍ରଶସ୍ତ ।
 ଶାନ୍ତନବ । ଶୂଦ୍ଧିନ-ସେବ, ସେଡ଼ା, ଭେଡ଼ା ।
 ଅକ୍ଷ-ହୃତଭକ୍ତି ହୃଦ, ଶରଣ-ରକ୍ଷକ ରକ୍ଷାଧାରୀ, ଆଶ୍ରୟଦାନେ
 ବିଦ୍ୟାସ, ଆଦର । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ।
 ଶୁଭାବନ-ଉପାସନା । ଶୋଧନ-ଶୁଦ୍ଧକରଣ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷକରଣ ।
 ସେବା, ପରିଚରଣ । ଶୋଗିତ-ରକ୍ତ, କ୍ଳାନ୍ଧିର, କୁଞ୍ଜର ।
 ଶରଥ-ଅଜ୍ଞଗରମର୍ପ । ଶୁଭକ୍ଷର-ଯଜ୍ଞନକାରକ କ୍ଷେମକର ।
 ଶିତାନ ବାଲିଶ, ଉ- ସ୍ଵାସହେତି-ନିଦ୍ରା ସୁମ ।
 ପଶ୍ୟାନ, ଶିରର । ଶତଧୃତି-ସ୍ଵର୍ଗ, ଇନ୍ଦ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ।
 ଶାବର-ପାପ, ଅପ- ଶମନ-ମାରଣ, ସଂହାର୍ଥେ ପଶୁ ହନନ ।
 ରାଧ, ଯୁଗର୍ତ୍ତ । ଶୂନ୍ୟ-ତବିଧାବସ୍ତୁ ତବିଧାଂ ।
 ଶାଦ-କର୍ଦ୍ଦମ, କାନ୍ଦା, ଶ୍ଵସନ-ନିଃସ୍ଵାସ, ବାୟୁ ।
 ତୃଣ, ସାମ । ଶ୍ଵାନ ବୁଝୁ ବୁଝୁର ।
 ଶାଲୁଲି-ନରକ, ଶ୍ଵାକ୍ଷ-ସନୋଢ଼, ସନୋହର, ଅସ୍ମା ।
 ଶିଖୁଲଗାଛ । ଶକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧାସୀ ଶିରସ୍ତର ।
 ଶ୍ରୀୟେଷ-ପ୍ରଭାବର ଶ୍ରୀତି-ଅବେଶ, କର୍ମ, ଶ୍ରୋତ୍ର, ବେଦ ।
 ମତାତ୍ମାବକର୍ତ୍ତା । ଶ୍ରୋତ୍ର-ବର୍ଣ, କାଶ ।
 ଶ୍ରୋଣ-ପଦ୍ମ, ଶୋଭା, ଶରଣୀ-ପଥ ବଦ୍ଧ, ମାର୍ଗ ।
 ଶ୍ରେଣି-ପଂକ୍ତି । ଶୋଭା-ନୀତି, କାନ୍ତି, ହାତି ।

শান্তিত-বাহাকে শান্তি-উপশম প্রাপ্ত, শমিত্ব, জিত্তে-
শান্তনা কবা গিয়াছে। হ্রিয়, শিষ্ট।

শাড-শব্দ, স্পন্দ, শমক-শান্তিকারক, শান্তিকর্তা।

স্পর্শজনাবোধ। শান্তি-কামক্রোধাদির প্রশম, উপশম।

ষকার- ষটকর্ম-অধ্যাপন; অধ্যয়ন; ষজন; যাজ-

ষড়ঙ্গ-ছয় অঙ্গের ন; দান; প্রতিগ্রহ; এই ছয়।

জয়কারী; বিষ্ণু। মহাসানু যজ্ঞ; ক্রমাবান; ময়ূর।

ষড়রিপু-কাম; ক্রোধ; মোহ; মদ; মাৎসর্য।

ষড়পা-ছয়প্রকার; ষড়বক্তৃ-কার্ত্তিকের; কুমার; ছয়মুণ্ড।

ষড়বিধ। ষড়বিন্দু-বিষ্ণু; কীটভেদ।

ষড়ভূজা-দেবীবি- ষষ্ঠী-কাত্যায়নী; দেবীবিশেষ।

শেষ; ঋগুজা। ষষ্ঠীকা-চামুণ্ডা; দেবীবিশেষ।

ষোড়শী-যজ্ঞপাত্র- ষোড়শভূজা-ষোড়শহস্তযুক্তা; ভগবতী।

বিশেষ; দশ মহাবিদ্যাপুণ্ডিত বিদ্যাবিশেষ।

ষড়ানন-কার্ত্তিকের; ষড়্গ লম্পট; কামুক; ইত্যাদি।

কদ; কুমার। ষোড়শাঙ্গ-ঘোলপ্রকারগন্ধদ্রব্যযুক্তধূপ।

ষোড়শোপচার-ঘোল প্রকার পূজার উপকরণ।

সকার- সাকার আকারবিগিষ্ট, মূর্ত্তিমান।

সঞ্চ-প্রতারক; সবিত্রী-মাতা; জননী; এসবকারিণী।

বঞ্চক। সন্দনে আলয়ে; গৃহে; গেহ।

ସୌର-ସୌର; ନିର; ମନାତନ-ନିତା; ମର୍ଦ୍ଦନା; ଭାବୀ; ବିଷ୍ଣୁ;
ଆତ୍ମସଂସ୍କାର; ନିବ; ବ୍ରହ୍ମା ।

ସିନ୍ଧୁ-ନୟନ-ପ୍ରଭୁ; ସ୍ବୟମ୍ଭୁ-ସ୍ବୟଂ ଜାତ; ପ୍ରଜାପତି ।
ନାରାୟଣ । ଅକ୍ଷ-ମୂର୍ତ୍ତିକର୍ତ୍ତା; ପ୍ରଜାପତି ।

ସୁରସା-ସୁରମଣୀୟ; ସୁ-ଭାଳ; ସୁନ୍ଦର; ଶୋଭନ ।
ମନୋହର । ମାଦର-ଆଦରଯୁକ୍ତ; ମାୟା ।

ସମୀକ୍ଷଣ-ସମାକ ପ୍ର- ସ୍ବଚ୍ଛବିଚନ-ସମ୍ବଳକଥନ; ସାଂଜ୍ଞାକର୍ମାର ସ୍ଥା
କାରେ ଦର୍ଶନ । ମହାବିକ-ଜାୟା ସାଧୀ ଉଦୟ ।

ସ୍ବାପନ-ବାସ୍ତାଦି; ଅଂଶନ-ଅଂଶପତନ; ଚୁତ ହଠନ ।
ସନ୍ତାପନ-କଥନ; ମତିବ-ମନ୍ତ୍ରୀ; ପରାମର୍ଶୀ; ମହାର ।
ଆଳାପନ । ମହାବୁର-ଧାର୍ମିକା ଶ୍ରୀର ମହାତ୍ମା ।

ସମଜ୍ଜିକ-ବରଦ, ବର- ମାର୍ଥକ-କଲଜନକ ମକଳ ।
ନାତା । ସମୀକ୍ଷଣ-ସମାକ ପ୍ରକାରେ ଦର୍ଶନ ।

ସମାନୋଦକ-ଏ- - ସମ-ନାଦ; ଧ୍ବନି ।
କୋଦକ; ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ; ଜ୍ଞାତି ।

ସମୁଦ୍ଧାର-ସମାକ ପ୍ର- ମହାତ୍ମା-ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ଆହୁତକାରୀ ଅହକାର;
କାରେ ଉଦ୍ଧାର । ମର୍ଦ୍ଦତୋବାପି ଅହକାର ।

ସୁର-ସୂର୍ଯ୍ୟ; ଭାବୁର; ସୁନପାନ୍ତେ-ପ୍ରାୟ ଯୁବକାଳେ ।
ଆକନ୍ଦରୁକ । ମୋଗତ-ଯୁବ; ତରୁଣ; ବଳବାନ ।

ସୁଧୀ-ବିଦ୍ବାନ; ସୁଧୀର-ଅତିଶୟ ନିଷିଦ୍ଧ; ଅତି ନାସ୍ତ ।
ପଞ୍ଚିତ; ସୁନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି-ବିଶିଷ୍ଟ ।

ସିଦ୍ଧି-ନିଷ୍ପାତି; ମହତା-ହଠାତ୍; ଅକନ୍ୟାତ୍ ।
ସୁମନ୍ଦଳ, ଭାବ । ମହା-ଗୃହପତି; ମହା ଦାନ ବା ଯଜ୍ଞାଧିକାରୀ

সংরূঢ়-অঙ্কুরিত; সমক্ষ-চক্ষুর; সমীক।

জাত; উৎপন্ন। সম্মুখিত-সমাক; ঘোষণাশ্রয়; প্রচারিত।

সৌবাস্তক-পুত্রো মরিল-জল; দারি; উদক।

হিত; যাজক। সম্বোধন-আতিমুখ্যাবিধান; আমন্ত্রণ।

স্তনপ-অতিশিশু, সর্ক্সসহা-পৃথিবী, ধরণী।

দুঃপোষা। স্তেন-চোর, তক্ষর।

স্মৃত-ক্ষরিত-চুত। সক্ষাশ-সদৃশ, তুল্য, সমান।

সমুখান-উর্দ্ধগ- সংজ্ঞাপন-হনন, মারন, বিজ্ঞাপন।

সম. সমাক প্রকারে উখান।

সামান-পর্ক্সত, সক্ষারাগ-সিন্ধুর, সক্ষাকালের নায় র-
গিরি, শৈল। ক্রবর্ণ।

পার্থ-পরস্পর- সমীক্ষণ-সমাক প্রকারে দর্শন।

এক গুরু শিষ্য, এক ধর্মাক্রান্ত, একাশ্রমী।

অতল-ঘোড়হস্ত, স্তোত্র-স্তব, গুণগান।

যুক্তকরতলদ্বয়। সমুদা-সপুটক, কোটা, আচ্ছাদনে,
এক-মালা, হার, মালা। মোহর করা।

শ্রয়-আশ্রয়, উ- সংশয়-সন্দেহ, দ্বৈধ জ্ঞান।

পায়, গতি। সর্ক্সেখর-সকলের অধিপতি, রাজাধি-

র্ক্সবিৎ-পরমেশ্বর, সর্ক্সজ। রাজ।

র্ক্সজিৎ-বিশ্বজয়ী, সর্ক্সব্যাপি-সর্ক্সত্র স্থিতি, সর্ক্সগত।

সকলের অধিকর্তা। সুরপুরী-বর্গপুরী, অমরাবতী।

পহা-সংপথ, ধ- সোপান-পাইটা, সিঁড়ি, সূচনা।

ঋমাগ। সামুকুল-সহায়, সগন্ধ, প্রসন্ন।

সেধুরা-পথদর্শক, সাথী-সহায়, অনুচর, নঙ্গী ।

নঙ্গী । স্বৈদ-ঘর্ম, স্বৈদন, ভাবরা ।

অস্থ-চুত, করিত, সুদণ্ড-বেত্র, বেত ।

বিগলিত । সগিক-বড়সা-শোল, শল্য ।

সলিল-জল, উদক । সত্তর-শীত্র ক্রত, তুর্ণ ।

স্পর্শমণি স্পর্শ- সংশুদ্ধি-শরীর মাজ্জান, সম্যকশোধন ।

মাত্রৈ স্বর্ণজনক পাতরবিশেষ, পরশ পাতর ।

মত্যাধন-ধার্মিক । সাক্ষলোচন-সজল নয়ন ।

সান্তর-বিরল, নি- যোবদীয়-কল্যাণ, মঙ্গল, শুভ ।

জ্ঞান, অন্তরের সহিত বর্তমান ।

হ- হকার-

হতপ্রভ-প্রতাহীন, হতভাগ্য-ছুতাপ্য, মন্দভাগ্য. পোড়া-

অন্ধকার । কপাল ।

হীন-রহিত অধম, হর্তাকর্তা-সৃষ্টিস্থিতিকারক, বিধাতা ।

নীচ, গর্হা, উন । হেড়জ-ক্রোধ, কোপ, রোষ ।

হরনায়-অমল, বহ্নি । হেয়জ্ঞান-তুচ্ছবোধ অপকৃষ্টজ্ঞান ।

হৃদ-খর্দ, লঘু, বা- হ্রাসকর, শব্দ, ক্ষীণতা, স্ত্রুণতা ।

মন, ছোট । হস্তাঘাৎ-চাপড়, চপেটাঘাৎ ।

হতাদর-অসম্মান, অ- হাত্র-মারণ, প্রমথন, বেতন ।

মর্যাদা, অবজ্ঞাত । হেমন্ত-হিমাগম, অগ্রহায়ণ পৌষমাস ।

হরশালা-অশালয়, হিতক-শিশু, বালক ।

স্বাস্থ্যবল । হিনীরা-নঙ্গী, সূনা ত্রপা ।

হোতা-হোমকর্তা । হব্যশ-অগ্নি, হতাশম, বহিষ্ণু ।
 হবন-হোম অগ্নিতে হনন-ঘাতন, বধ, মারণ, বলিদান ।
 হ্রতপ্রক্ষেপ । হ্রকার গজ্জর্ম, গভীরধনি, ভয়ঙ্করশব্দ ।
 হবনী-হোমকুণ্ড, হব্য-হননীয়দ্রব্য, হোমার্থ বস্তু ।
 হোমস্থান । হৃদয়েশ-স্বামী, কাণ্ড, পুরুষ ।
 হৃদয়েশা-স্ত্রী, ভার্যা । হৃৎকম্প হৃদয়কম্পন, বক্ষস্থলধড়ৎশব্দ ।
 হৃষ্টা-হননকর্তা, যা- হৃদয়ঙ্গম-মনোনীত, মনলগ্ন, চিত্তপ্র-
 তক, বধকারক । বোধক ।
 হোম-ঐশ্বর্যরোদ্দেশে হেমমালী-রবি, সূর্য্য, তাস্কর, দিবাকর ।
 হবি মাংস দধি করা ।
 হরনেত্রদিনে-তৃতীয়- হর্ষুটবার-রবিবার, হর্ষুট, তানু ।
 দিনে । হলা-পৃথিবী, জন ।

ক- ককার-
 ক্রিতি-পৃথিবী, কয়, কেমকর-মঙ্গলকারক, শুভজনক ।
 প্রায় । কেম-কুশল, লক, রক্ষণ ।
 ক্রত-ভূমি, ক্ষেত্ৰ । ক্রত-শরীর, দেহ, কায় ।
 ক্রিতিকণ-ধূলি, ক্রিতিপাল-রাজা, পৃথিবীর ঐশ্বর্য ।
 ধূলা, পাংশু । ক্রোনি-পৃথিবী, ধরণী ।
 কতজ-রক্ত, শোণিত । ক্রিগ-জুগীত, ক্রুক, খেদিত ।
 কুঁৎ-চিহ্ন, দাগ, ক- কীরাদ-শিশু, বালক ।
 লক । ক্রাতল-ধরাতল, ভূতল, পৃথিবীতল

কিপক-গোদ্ধ, বীর, কিপ্র-শীত্ৰ, দ্রুত, দ্বার।

লডাক। কালন-প্রকালন, ধোতকরণ।

কণ্ঠ-অতাপ্পকণ্ঠ, ক্লেগণ-গাপন, কালহরণ, কেলন।

অপ্পসময়। কোভ-মনস্তাপ, দুঃখ, সঞ্চলন।

সুক-কোভবিশিষ্ট, কনাবান-কান্তি যুক্ত, ধৈর্য্যশীল,

কাতর, ক্ল, বিমর্শ।

সহস্র।

বাক্সনের উনত্রিংশৎ বর্ণ, অক্সর বর্ণের চতুর্থ বর্ণ; এবং
ত্রয়োবিংশৎ বর্ণ তুল্যার্থ বক্সর।

প্রার্থনা ।



পরামনন কর কেননা স্বর্গের রাজ্য সন্নিকট ।
এই জগতে আমরা কিছুই আনি নাই এবং কি-
ছুই লইয়া যাইতে পারিব না । অতএব তুমি কি-
কপ শিক্ষা পাইয়াছ ও শ্রবণ করিয়াছ, তাহা স্ম-
রণ করিয়া পালন কর, এবং মন ফিরাও । যদি
বল পাপ নাই তবে আশ্বিতে আছ সদোষ স্বী-
কার কর ক্ষমা পাবে । যে ভালে অধিক ফল ধরে
সেই ভাল নত হয় যে মাটিতে জন্মিয়াছ সেই
মাটির উপর তুমি তবে নত হও মানুষের উপর
প্রত্যাশা করিও না । অধ্যক্ষদের শরণাগত না হ-
ইয়া পরমেশ্বরকে আশ্রয় কর । মানুষকে লজ্জা
কর, ঈশ্বরকে ভয় কর । আপনার পরীক্ষা কর ।
নিজ মনকে জিজ্ঞাসা কর, হে মনঃ আমি কেনন
লোক । পরের গুহা প্রচার করিও না । সত্য
বাক্য নিভয়ে বলিবা । হঠাৎ উৎকট বাক্য প্রচার
করিও না ।

পরদুঃখে দুঃখি ও পরসুখে সুখি হও । তুমি যে কোন কর্মে হস্তার্পণ করিতে পার, তাহা যত্ন পূর্বক কর, কেননা তুমি যে স্থানে যাইতেছ, সেই পিড়কাননে কোন কার্য্য, কি উপায়, কি বুদ্ধি, কি জ্ঞান, কিছু নাই । তোমরা আপনাদের আপনি নও : যেহেতুক বিশেষ মূল্যে ক্রীত হইয়াছ, অতএব তোমাদের শরীর ও তোমাদের আত্মা উত্তর দিয়া ঈশ্বরেরই মহিমা প্রকাশ কর, কেননা উত্তর ঈশ্বরের আছে, আর শরীরচাচরী হইয়া জীবন ধারণ করিলে তোমরা মরিবা, কিন্তু আত্মা দ্বারা যদি শারীরিক কর্ম বাপাদান কর, তবে বাঁচিবা, এই জন্যে তোমাদিগকে বলি প্রার্থনার সময়ে বাহা যাহা যাক্তা কর তাহা পাইবা এমনত বিশ্বাস করিও তাহাতে প্রাপ্ত হইবা । তোমরা ভোজন পান প্রভৃতি যে কোন কর্ম কর সে সকলই ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের নিমিত্ত কর ।

হে আমার ধর্ম্মস্বরূপ ঈশ্বর আমি প্রার্থনা করিলে আমাকে উত্তর দেও, অলুগ্রহ করিয়া আমার প্রার্থনা শুন । হে ঐতো । তোমার আবাসে কে প্রবাস করিবে, যে জন সরলাচরণ ও

ধর্মকর্ম করে ও মনের সহিত সত্য কথা কহে,
 এবং জিহ্বাতে কাহারও গ্লানি করেনা সেই জন।
 হে পরমেশ্বর ! আমি তোমার নিবাস মন্দিরকে
 ও তোমার মহিমার বসতি স্থানকে, প্রেম করি,
 পরমেশ্বর আমায় বল ও ঢাল স্বরূপ আমার মন
 তাঁহাতে নির্ভর করাতে আমি উপকার পাই আমি
 তোমার স্মরণাগত, অতএব আমাকে কখন ল-
 জ্জিত হইতে দিও না তুমিই আমার পরিত ও
 দুর্গস্বরূপ, শোকেতে আমার জীবৎকালও দেখতে
 আমার বয়স গেল, অপরাধ দ্বারা আমার বল-
 ক্ষীণ ও অস্থি সকল বিশীর্ণ হইল, আমি আপন
 অপরাধ স্বীকার করিতেছি, ও পাপের নিমিত্তে
 মনস্তাপ করিতেছি ।

হে আমার মনঃ কেন শোকাক্ত হও ! ঈশ্বরের
 অপেক্ষা কর, তিনি মঙ্গল দাতা ও পুরুষানুক্রমে
 আমার আশ্রয় স্থান আমি উদ্ধৃ দৃষ্টি করি আমার
 উপকার কোথা হইতে হইবে । যিনি স্বর্গমর্তের
 সৃষ্টি কর্তা, সেই পরমেশ্বর হইতে আমার উপ-
 কার হয় । তিনি তোমার চরণকে, বিচলিত হইতে
 দিবেন না, তোমার রক্ষাকারী নিদ্রা ধাইবেন না ।

হে ইস্রায়েলের রক্ষাকারী কখন নিদ্রা কি তত্ত্বা-
 যান না । পরমেশ্বর তোমার রক্ষা কর্তা, ও 'পর-
 মেশ্বর তোমার দক্ষিণ দিক স্থিত ছায়াশ্রকপ ।
 দিবসে সূর্য্য এবং রাত্রিতে চন্দ্র তোমাকে আঘাত
 করিবে না । পরমেশ্বর তোমাকে সমস্ত আপদ
 হইতে রক্ষা করিবেন তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা
 করিবেন পরমেশ্বর অদ্যাবধি মদাকান পর্য্যন্ত
 তোমার বহির্গমন ও ভিতরে আগমন রক্ষা করি-
 বেন আমি তোমারই ভূমি আমাকে পরিভ্রাণ কর
 আমি ছিন্ননা লোককে ঘৃণা করি তোমার প্রমাণ
 বাক্য আশ্চর্য্য এই জনো আমার মন তাহা পালন
 করে, তোমার বাক্যের উত্তর দীপ্তি প্রদান করে ও
 অবোধের বোধ জন্মায় ।

হে প্রভো ! আমার রব শুন, আমার বিনতি
 বাক্য তোমার কর্ণগোচর হউক । আমার চক্ষু তো-
 মার প্রতি আছে, আমি তোমার শরণাগত আমার
 প্রাণকে কেলিয়া দিওন', তোমার প্রচুর রূপালু-
 সারে আমার তাবৎ অপরাধ মার্জনা কর, আমি
 নিজ অপরাধ স্বীকার করিতেছি আমার পাপ স-
 কদাই আমার সাক্ষাতে আছে । আমি তোমার

বিরুদ্ধে দোষ করিয়াছি, দেখ অপরাধে আমার
জন্ম হইয়াছে, ও পপেতে মাতার গর্ভে ধারণ
করিয়াছে আমাকে প্রক্ষালন কর, তোমার সম্মুখ
হইতে দূর করিওনা তোমার উদার আত্মার দ্বারা
আমাকে ধারণ কর। হে প্রভু আমার ওষ্ঠাধরকে
মুক্ত কর তাহাতে আমার মুখ, তোমার প্রশংসা
প্রকাশ করিবে। তুমি বলিদানের প্রয়াস কর না
নতুবা তাহা দিতাম এবং হোমেতেও তোমার স-
ন্তোষ নাই। ঈশ্বরের গ্রাহ্য বাগ ভগ্ন আত্মা। হে
ঈশ্বর তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণকে তুচ্ছ করিবা
না। হে পরমেশ্বর আমি তোমার নামের প্রশংসা
করিব কেননা সে উত্তম! সেই নাম আমাকে
তাবৎ বিপদ হইতে রক্ষা কর।

হে আমার মনঃ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ কর
হে আমার অন্তরস্থ সকল তাঁহার পবিত্র নামে ধন্য
বাদ কর। হে আমার মনঃ পরমেশ্বরের ধন্যবাদ
কর ও তাঁহার সকল দান বিন্ধিত হইও না, তিনি
তোমার তাবৎ পাপ মার্জনা করেন ও তোমার
সকল রোগের শাস্তি করেন এবং বিনাশ হইতে
তোমার প্রাণকে উদ্ধার করেন এবং স্নেহ ও দয়া-

কপ মুকুটেতে তোমাকে ভূষিত করেন এবং উত্তম
দ্রব্য তোমার মুখকে তৃপ্ত করেন, তাহাতে উৎ-
ক্ৰোশ পক্ষির ন্যায় পুনরবার তোমার নূতন
যৌবন হ

ঈশ্বরকে জানা কর্তব্য।

তুমি ঈশ্বরের বিষয়ে আপনাকে জ্ঞাত করিয়া
শান্ত হও, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে।

ঈশ্বর অদ্বিতীয়।

বস্তুহঃ দেবতা কিছু নাই, এবং এক ঈশ্বরো
দ্বিতীয়ো নাস্তি, ইহা আমরা জানি।

স্বষ্টিকর্তাই ঈশ্বর।

বাঁহা হইতে তাবৎ বস্তু ও বাঁহার নিমিত্তে
আমরা সৃষ্ট হইয়াছি, এমন পিতাম্বরূপ আমাদের
অদ্বিতীয় ঈশ্বর আছেন।

নম্র লোকের প্রতি ঈশ্বরের দৃষ্টি।

পরমেশ্বর কহেন, যে জন নম্র ও ক্ষুণ্ণমনঃ ও
আমার কথাতে কল্পিত এমন লোকের প্রতি আমি
দৃষ্টিপাত করিব।

সত্যতজনা ।

ঈশ্বর আত্মাই, আর তাঁহার তজনা করিতে
গলে আত্মা দিয়া সত্যরূপে তজনা করিতে হয় ।

ঈশ্বর অতুল্য ।

হে ঈশ্বর, দেবগণের মধ্যে তোমার তুল্য কে
আছে ? এবং তোমার সমান পবিত্রতাকে আদর-
ণীয় ও ভয়ানক হইতে প্রযুক্ত স্ববনীয় ও আশ্চর্য্য ক্রি-
য়াকারী কে আছে ?

প্রত্যয় বিনা আরাধনা বিফল ।

প্রত্যয় ব্যতিরেকে ঈশ্বরকে ভুক্ত করা অসাধ্য
ঈশ্বর যে বর্তমান ও আপনার অনেষণকারিগণের
পুরস্কারদাতা এমত প্রত্যয় করা ঈশ্বরের শরণাগত
লোকের কর্তব্য ।

ঈশ্বরান্বিত লোক সুরক্ষিত হয় ।

যাহারা পরমেশ্বরকে ভয় করে, তাঁহার দূত
তাঁহাদের চতুর্দিকে থাকিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে ।

নরের প্রতি নির্দয় জন ঈশ্বরের অতুল্য ।

যে জন নিজ ভ্রাতাকে ঘৃণা করিয়া, “ আমি
ঈশ্বরকে প্রেম করিতেছি,” এমত কথা বলে, সে
খ্যাবাদী, কেননা আপনার যে ভ্রাতাকে দেখে

তাঁহাকে যদি প্রেম না করে, তবে তাঁহাকে দেখে
 নাই এমনতঈশ্বরকে কিপ্রকারে প্রেম করিতেপারে।
 জ্ঞাতার প্রতি নির্দয় জন ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত।

আপনি সাংসারিক ধনধান হইলেও যদি কেহ
 আপন জ্ঞাতার দীনতা দেখিয়া তাঁহার প্রতি আপ-
 নার দয়া বোধ করে, তবে তাঁহার অন্তরে ঈশ্বরে
 প্রেম কি প্রকারে থাকিতে পারে?

সন্তানের পিতৃ আজ্ঞাবহ হওয়া উচিত।

হে বালকগণ, তোমরা সমস্ত বিষয়ে পিতা-
 মাতার আজ্ঞা পালন কর, কেননা এই কর্ম প্রভু
 সন্তোষজনক হয়।

সন্তানের প্রতি পিতার কর্তব্যচরণ।

হে পিতা মকল, তোমরা আপন সন্তানদি-
 গকে প্রতিপালন কর।

ধার্মিকের প্রতি ঈশ্বর অনুকূল।

ধার্মিকগণের প্রতি পরমেশ্বরের দৃষ্টি ও তা-
 হাদের প্রার্থনার প্রতি তাঁহার কর্ণ আনন; কিন্তু
 চুক্তর্মীদের প্রতি পরমেশ্বর বিমুখ আছেন।

সমাপ্ত।

